www.AmarIslam.com

আন নি'মাতুল কুবরা আলাল আ'লাম ফি মাওলিদে সাইয়্যিদে উলদে আদম

আল্লামা ইবনে হাজার হাইছামী (রহঃ)

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আন নি'মাতুল কুবরা আলাল আলাম ফি মাওলিদে সাইয়্যেদে উলদে আদম

মূলঃ
আল্লামা আহ্‌মদ ইবনে হাজার হাইসামী (রহঃ)
(মৃত্যুঃ ৯৮৪হি.)

দোয়া ও এজাজতঃ
ডঃ সৈয়দ মোঃ শরাফত আলী
অধ্যক্ষ
ছারছীনা আলিয়া মাদ্রাসা

অনুবাদঃ
মুহাম্মাদ মুমিনুল ইসলাম

সম্পাদনায়ঃ
মাওঃ মুহাম্মদ বদরুজ্জামান রিয়াদ
মাওঃ আবুল খায়ের ইবনে মাহতাবুল হক

প্রকাশনায়ঃ
আল-আমিন প্রকাশন
জনতা মার্কেট -বিয়ানীবাজার -সিলেট

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আন নি'মাতুল কুবরা আলাল আলাম
ফি মাওলিদে সাইয়্যেদে উলদে আদম

মূল: আল্লামা আহ্‌মদ ইবনে হাজার হাইসামী (রহঃ)(মৃত্যুঃ ৯৮৪হি.)

অনুবাদ: মুহাম্মাদ মুমিনুল ইসলাম
কামিল ২য় বর্ষ (হাদীস)
ছারছিনা দারুসুন্নাত আলিয়া মাদ্রাসা

প্রকাশক:
মাওঃ আবুল খায়ের ইবনে মাহতাবুল হক

প্রকাশনায়:
আল-আমিন প্রকাশন
জনতা মার্কেট, বিয়ানীবাজার, সিলেট।
মোবাইল ০১৭২২১১৫১৬১

প্রকাশ কাল: মার্চ ২০১০ ইং
দ্বিতীয় সংস্করণ। আগষ্ট ২০১০ইং

মুদ্রণেঃ কর্ডোভা প্রিন্টার্স এন্ড প্যাকেজার্স
১/এ পুরাণা পল্টন লাইন,ঢাকা

প্রচ্ছদঃ সাইদুল লোদী

হাদিয়া: অফসেট:৮০ টাকা মাত্র
নরমেল :৬০ টাকা মাত্র

পরিবেশনায়:
রশিদ বুক হাউস
কুহিনূর লাইব্রেরী-
বাংলাবাজার, ঢাকা
মোহাম্মাদীয়া কুতুবখানা- চট্টগ্রাম

প্রাপ্তিস্থান:
রহমানিয়া বই ঘর
আল ফারুক লাইব্রেরী
প্রাইম লাইব্রেরী
রাজা ম্যনশন, জিন্দা বাজার - সিলেট
নোমানিয়া লাইব্রেরী
নিউ আদর্শ লাইব্রেরী
নিউ এমদাদিয়া লাইব্রেরী
কুদরত উল্লাহ মার্কেট-সিলেট
কাজী লাইব্রেরী- শ্রীমঙ্গল
তাবাস্‌সুম লাইব্রেরী-মৌলভী বাজার
বরকতিয়া লাইব্রেরী -মৌলভী বাজার
আল ইফাদা লাইব্রেরী- বড়লেখা
কুতুব শাহ লাইব্রেরী- কুলাউড়া
আল মারজান লাইব্রেরী- বিশ্বনাথ
মদীনা লাইব্রেরী-শেরপুর
ফাজকুর লাইব্রেরী- ছাতক
মামুন রেজা লাইব্রেরী-হবিগঞ্জ
[illegible] লাইব্রেরী-বিয়ানী বাজার
মুহাম্মদী লাইব্রেরী-বিয়ানী বাজার

AN NIAMATUL KUBRA ALAL ALAM. WRITTEN BY ALLAMA AHMAD IBN HAZAR HAISAMI IN ARABIC AND TRANS LATED BY MUHAMMAD MUMINUL ISLAM INTO BENGALI. PUBLIS HED BY AL AMIN PROKATION BIANI BAZAR, SYLHET, DECEMBER 2009
PRICE: TK. 80.00; US.DOLLAR 4.00

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

উৎসর্গ

হযরত শাহ্ সূফী মাওঃ আবুবকর সিদ্দীক (রহঃ),
মাওঃ শাহ্ সূফী নেছারুদ্দীন আহমদ (রহ.)
শামসুল উলামা আল্লামা সাহেব কিবলা ফুলতলী (রহ.)
এর কদম মুবারকে এবং আমার পরম শ্রদ্ধেয় আব্বা
ও আম্মার দীর্ঘায়ু কামনায় এবং মরহুম
দাদা-দাদী, নানী ও ছোট খালার
আত্মার মাগফিরাত কামনায়
মহান প্রতিপালকের দরবারে অত্র বইখানা উৎসর্গিত।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সম্পাদকীয়

সারা বিশ্বজুড়ে সামাদৃত গ্রন্থ হিসেবে আন নি'মাতুল কুবরা আলাল আলাম"এর জুড়ি নেই। এতো গুরুত্বপূর্ণ একটি গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করা সত্যিই অতীব জরুরী ছিল। কিন্তু এ ব্যাপারে সর্বপ্রথম যে জিনিসটির প্রয়োজন ছিল তা হলো সাহস ও ধৈর্য্য। কেননা 'সাহসীরাই সুন্দরের যোগী'। আনুবাদ জগতের নবীন তারকা মু. মুমিনুল ইসলাম আল্লাহর রহমতে সেই সাহস ও ধৈর্য্য প্রদর্শনে সক্ষম হয়েছেন। অসীম সাহস ও অগাধ ধৈর্য্যের সমন্বয়ে তিল তিল করে তিনি এ গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ সম্পন্ন করেছেন, যা বাংলা ভাষা-ভাষী মানুষের চাহিদা মিটাতে সক্ষম হবে বলে আমি মনে করি। এমন একটি সাহিত্যকর্মের সম্পাদনা করতে পারাটা সত্যিই ভাগ্যের ব্যাপার। গ্রন্থটিকে সর্বাঙ্গিন সুন্দর ও নির্ভুল করতে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি, তারপরও এতে ভুল থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। তাই আপনাদের ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টি আমাদের কাম্য। আল্লাহ এর মাধ্যমে সর্বস্তরের মুসলমানদের উপকৃত করুন। আমীন

মু. বদরুজ্জামান রিয়াদ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অনুবাদকের কথা

الحمد لله والشكر لله والصلوة والسلام على رسول الله اما بعد فقد قال الله تعالى فى القران الكريم من يطع الرسول فقط اطاع الله (الخ) وقال عليه السلام من احب سنتى فقط احبنى ومن احبنى كان معى فى الجنة.

রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম এর প্রতি আন্তরিক মহব্বত ও তাঁর অনুসরণই নাজাতের একমাত্র অসিলা। আর এটাই স্বাভাবিক যে, ভালোবাসা মহব্বতকৃত ব্যক্তিকেই বার বার স্মরণ করিয়ে দেয়। যেমন হাদীস শরীফে উল্লেখ রয়েছে–

من احب شئيا اكثر ذكره

আর মহানবী (সা.) হলেন, অপরিসীম গুণের অধিকারী।তিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নবী শাফিউল মুজনিবীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন। তাঁর জন্ম বৃত্তান্ত সম্পর্কে আরবী ভাষায় লিখিত 'আন নিমাতুল কুবরা আলাল আলম' বিশ্বব্যাপী প্রসিদ্ধ একটি গ্রন্থ। প্রথিতযশা মুহাদ্দিস আল্লামা ইবনে হাজার হায়সামী (রা.) যার লিখক। এমন মহান একজন লিখকের অমূল্য কীর্তির বঙ্গানুবাদ করার মতো যোগ্যতা বা সাধ্য আমার নেই। কিন্তু তারপরও এ গ্রন্থের গুরুত্ব এবং ব্যাপক কল্যানের চিন্তা করেই আমি আল্লাহর উপর ভরসা করে এ কাজ শুরু করি। এ মহত কাজে অনেকে সহজোগিতা করেছেন তাদের মধ্যে আমার নানা মাওঃআবুল হাশেম ও সহযুদ্ধা অনেক ছাত্র ভাই।

নিঃসন্দেহে আল্লাহ আমাকে এ কাজের জন্য তাওফীক দিয়েছেন যার প্রমাণ যখনই আমি এর অনুবাদ লিখতে বসেছি তখনই সহজতা অনুভব করেছি। লিখক তাঁর কিতাবে অত্যন্ত সহজভাবে বিশ্বনবী (দঃ) জন্ম বৃত্তান্ত আলোচনা উপলক্ষ্যে আয়োজিত মিলাদ মাহফিলের ব্যাপারে অনবদ্য আলোচনা উপস্থাপন করেছেন। এসব আলোচনা দ্বিধা-বিভক্ত মুসলমান ভাইদের উপকারে আসবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। এতো বড় মাপের একজন আলেমের অনবদ্য গ্রন্থের অনুবাদ যথার্থভাবে করা সম্ভব হবেনা, এটাই স্বাভাবিক। তারপরও রাব্বুল আলামীন তাঁর এ আকিঞ্চন বান্দার দ্বারা এ কাজ করিয়েছেন, সেজন্য তাঁর দরবারে জানাই লক্ষ-কোটি সুজুদ। আল্লাহ পাক এর মাধ্যমে পরকালে আমাদেরকে তাঁর নবীর শাফায়াতের অধিকারী করুন এ আমার একান্ত কামনা।

প্রথম সংস্করনে কবিতা উল্লেখ করা হয়নি,অতপর এর অনুবাদ জটিল হওয়াতে তা আর অনুবাদে হাত দেইনি, প্রথম সংস্করনে কিছু ভূল ত্রুটি হয়েছিল ,এখন তা সংশোধন করা হয়েছে।

আল হাকীর
মু. মুমিনুল ইসলাম

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রকাশকের কথা

আল্লামা ইবনে হাজার হায়সামী (রা.) শুধুমাত্র একজন বিশ্বখ্যাত মুহাদ্দিসই ছিলেন না বরং সেই সাথে একজন স্বনামধন্য মুফাস্সির, মুফ্তি, দার্শনিক,চিন্তাবিদ, বাগ্মী ও কবিও ছিলেন। তাঁর অসংখ্য সাহিত্যকর্মের মধ্যে 'আন নি'মাতুল কুবরা আলাল আলাম' তার স্বকীয়তা নিয়ে সমুজ্জ্বল।

বহুদিন থেকেই এ কিতাবটি পড়ার শখ আমার অন্তরে জন্ম নিয়েছিল। আর সে স্বপ্ন বা শখ বাস্তবতা লাভ করে যখন আমি প্রাচ্যের আযহার নামে খ্যাত বিদ্যাপীঠ ছারছীনা শরীফ সফর করি তখন। সেখানে আমি গ্রন্থটি পেয়ে সারা রাত্র বসে এর গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো অধ্যয়ন করি। আর তখনই ব্যাপক কল্যানের চিন্তায় এর বাংলা অনুবাদের ব্যাপারটা আমার মাথায় আসে। ছারছীনা শরীফের মাও. মু. মুমিনুল ইসলামের সাথে কথা বললে তিনি এ দুঃসাহসিক কাজের ব্যাপারে আগ্রহ দেখান। তিনি নির্দ্বিধায় বলেন "আপনি প্রকাশ করতে পারলে আমি অনুবাদ করে দিতে পারি"। মানব জীবনের বড় বড় ঘটনাগুলির অনেকটাই আসলে প্ল্যান প্রোগ্রাম ছাড়াই ঘটে যায়। যাহোক অনেক শ্রম সাধনার পর 'আন নি'মাতুল কুবরা আলাল আলাম'-এর বঙ্গানুবাদ বের করতে পেরে আমি আনন্দিত। আশা করছি গ্রন্থটি পাঠক প্রিয়তা লাভ করবে। গ্রন্থটি নির্ভুলভাবে প্রকাশের প্রচেষ্টায় কোনো ত্রুটি আমরা করিনি। সম্মানিত পাঠকদের কাছে কোন ত্রুটিধরা পড়লে আমাদের জানালে তা সংশোধন করবো ইনশা আল্লাহ।

আল্লাহ এ গ্রন্থ থেকে আমাদেরকে ফায়দা লাভ করার তাওফীক দিন। আমীন।

নিবেদক
মু. আবুল খায়ের

সূচি পত্র

প্রথম অধ্যায়:

মীলাদুন্নবী (দঃ) এর ফযিলত প্রসঙ্গে খোলাফায়ে রাশেদীনের অমূল্য বাণী.......১০
মীলাদুন্নবী (দঃ) এর ফযিলত প্রসঙ্গে যুগশ্রেষ্ঠ মনীষীদের অমূল্য বাণী............১১
বিশ্বনবী (দঃ) এর বৈশিষ্ট্যাবলী...১৫
নবী করীম (দঃ) এর মুবারক আকৃতির বর্ণনা..১৬
রাসূল (দঃ) এর শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা...১৮
রাসূল (দঃ) এর মোজেজা সমূহ..১৯
* তাঁর বরকতময় হাতে খাদ্যের তাসবীহ পাঠ...২০
* পাথরে সালাম দেওয়া...২১
* গাছের কথা বলা ও সালাম দেওয়া...২১
* মৃত্যুকে জীবিত করা এবং তার সাথে কথা বলা....................................২১
* নবজাতকের কথা বলা এবং তার নবুয়তের সাক্ষ্য দেওয়া........................২১
রাসূল (দঃ) এর জন্ম বৃত্তান্ত প্রসঙ্গে...২২
রাসূল (দঃ) এর জন্মকালীন অলৌকিক ঘটনাবলী......................................২৪
রাসূল (দঃ) এর আগমন প্রসঙ্গে জিব্রাইল (আ.) এর আগাম ঘোষণা.............২৮
রাসূল (দঃ) এর গুণাবলী প্রসঙ্গে..৩১
রাসূল (দঃ) এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠের ফজিলত....................................৩৭
হুজুর (দঃ) তাঁর আম্মাজানের রেহেম শরীফে থাকাকালীন হযরত আমেনা (রা.) এর সাথে আম্বীয়া (আ.) গণের স্বপ্নে কথোপকথন.......................৩৯
হযরত আমের (রা.) এর ইসলাম গ্রহণের বিস্ময়কর ঘটনা.........................৪৭
রাসূল (দঃ) জন্ম পূর্ববর্তী ১২দিনের আশ্চর্য জনক ঘটনাবলী.......................৫৫

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

لحمد الله الذي نور وقوى هذه الا مة الضعيفة بوجود محمد سيد المرسلين * لذي البسه الله تاج النبوة وجعله نبي الأنبياء* وأدم منجدل مندمج في الطين* اصطفاه حبيبا طبيبا خصوصا من بين هذا العموم أجمعين*فقال ربنا تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين* نوهت بمجيئه الكتب المنزلة من الحي الصمد* ومبشرا بريول يأتي من بعدي اسمه أحمد* فأشارت إلى تفضيله بشمول المفضلين* ولم يتدبر ذلك بمقتضى القابية سوى الأمة المحمدين* أنى لهم الذ كرى وقد جاءهم رسول مبين* اختصم الملأ الأعلى في غاية مبلغ علمه ولم يصل الأتبياء إلى بعض تعريفه برسمه* إذ كان سر سجود آدم ودعوة إبراهيم* ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب ولحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم* نزهه مولاه عما يقول الظالمون* فقال تعالى: وما صاحبكم بمجنون* ثم أقسم بعمره في القرآن المحفوظ المصون* فتدبر حبيبى لعمرك إنهم لفي سكزتهم يعمهون* ختم الشرائع بتأخيره الفاخر* وكان أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر* فلذا جعله في الرتبة العزمية المقدم* وإذ أخذنا من النبيين ميثا قهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم* عين اعيان الوجود ومر كز دائرة العارفين* ما كان محمد ابا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين* سر أسرار المظاهر وملاذ الس دات الأفاخر الذي جعل الله انشراح صدور أهل الأ يمان في تحكيمه تعظيما* فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما* هذا الحبيب وسيلة المذنبين قال لنا ملقن الحجة مع التصريح والتبيين لنعلم كيف التشبث باذياله ونتو حى تفهيما* ولو انهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

رحيما* يا قره عين العاصين يا حبيب الله أنت الذي نادمت الحق قاب قوسين أو أدنى* ناظرا إلى تجليه كما أراد وكيف أراد* ما زاغ بصرك وما طغى* أتراك حين ينالك وفاء هد ولسوف يعطيك ربك فترضى* اتنسى الناشئين لامتداحك أولى القلوب المرضى* وأنت في كل حالة ملحوظا مرفودا لا تزال عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا* حياك الله بما يسرك* لقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة* فلله درك أنت لأمتك الضعيفة أرحم من الأب الشفيق الحميم لقوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤف رحيم* فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه تو كلت وهو رب العرش العظيم-

صلوا عليه وسلموا تسليما* حتى تنالوا جنة ونعيما
يا امة بنبيها متفضلة* صلوا عليه وسلموا فى الاوله
أمة محمد بالقطوف الدانيه* صلوا عليه وسلموا فى الثانيه
أمة محمد بالعلوم متوارثه* صلوا عليه وسلموا فى الثالثه
اجعل صلاتك على النبي متتابعه* صلوا عليه وسلموا فى الرابعه
يا من تورق له الغصون اليابسه* صلوا عليه وسلموا فى الخامسه
كل العلوم من الحبيب دارسه* صلوا عليه وسلموا فى السادسه
الماء من بين الأصابع نابعه* صلوا عليه وسلموا فى السابعه
جاء ابن عبد الله يبشر آمنه * صلوا عليه وسلموا فى الثامنه
وهو الذي في حضرة القدس قد سعى* صلوا عليه وسلموا فى العاشر

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ফযিলত প্রসঙ্গে খোলাফায়ে রাশেদীনের অমূল্য বাণী:

قَالَ اَبُوْ بَكْرِن الصِّدِّيْقُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَنْ اَنْفَقَ دِرْهَمًا عَلَي قِرَاءَةِ مَوْلِدِ النَّبِيِّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ رَفِيْقِي فِي الْجَنَّةِ*

১. হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) বলেন, " যে ব্যক্তি হুযুর পাক (সা.) এর মীলাদ শরীফ পাঠ বা মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপলক্ষ্যে এক দিরহাম ব্যয় করবে সে জান্নাতে আমার বন্ধু হয়ে থাকবে। (সুবহানাল্লাহ)

وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَنْ عَظَّمَ مَوْلِدَ النَّبِيِّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ اَحْيَا الاِسْلَامَ*

২. হযরত ওমর (রা.) বলেন, " যে ব্যক্তি মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বিশেষ মর্যাদা দিল সে মূলত: ইসলামকেই পূনরুজ্জীবিত করল। (সুবহানাল্লাহ)

قَالَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَنْ اَنْفَقَ دِرْهَمًا عَلَي قِرَاءَةِ مَوْلِدِ النَّبِيِّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَأَنَّمَا شَهِدَ غَزْوَةَ بَدْرٍ وَحُنَيْنٍ *

৩. হযরত ওসমান (রা.) বলেন, " যে ব্যক্তি মীলাদুন্নবী উপলক্ষ্যে এক দিরহাম খরচ করল সে যেন বদর ও হুনায়েন যুদ্ধে শরীক থাকল। (সুবহানাল্লাহ)

وَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَكَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ مَنْ عَظَّمَ مَوْلِدَ النَّبِيِّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ سَبَبًا لِقِرَاءَتِهِ لَايَخْرُجُ مِنَ الدُّنْيَا اِلاَّ بِالْاِيْمَانِ وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ*

৪. হযরত আলী (রা.) বলেন, " যে ব্যক্তি মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি বিশেষ মর্যাদা প্রদান করল সে ব্যক্তি অবশ্যই ঈমান নিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিবে এবং বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

মন্তব্যঃ 'জাওয়াহেরুল বিহার' গ্রন্থকার আল্লামা ইউসুফ নাবহানী (রহঃ)তার কিতাবের ৩য় খণ্ডের ৩৫০ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত বর্ণনা উপস্থাপন করে বলেছেন যে, আমার উপরোক্ত হাদীস সমূহের সনদ জানা রয়েছে, কিন্তু কিতাব বড় হয়ে যাবার আশংকায় আমি সেগুলো অত্র কিতাবে উল্লেখ করিনি।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ফযিলত প্রসঙ্গে যুগশ্রেষ্ঠ মনীষীদের অমূল্য বাণী:

وَقَالَ حَسَنٌ اَلْبَصْرِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَدِدْتُ لَوكَانَ لِي مِثْلُ جَبَلِ اُحُدٍ ذَهَبًا فَاَنْفَقْتُهُ عَلَي قِرَاءَةِ مَوْلِدِ النَّبِيِّ صَلَّي اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ *

৫. হযরত ইমাম হাসান বসরী (রা.) বলেন, " আমার একান্ত ইচ্ছে হয় যে, আমার যদি ওহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ থাকত তাহলে তা ঈদে মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপলক্ষ্যে ব্যয় করতাম। (সুবহানাল্লাহ)

وَقَالَ جُنَيْدٌ اَلْبَغْدَادِي قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ مَنْ حَضَرَ مَوْلِدَ النَّبِي صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَظَّمَ قَدْرَهُ فَقَدْ فَازَ بِالاِيْمَانِ*

৬. সাইয়্যিদুত ত্বয়িফা হযরত জুনাইদ বোগদাদী (রা.) বলেন, " যে ব্যক্তি মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আয়োজনে উপস্থিত হল এবং উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করলো। সে তার ঈমানের দ্বারা সাফল্য লাভ করবে অর্থাৎ সে বেহেশতি হবে। (সুবহানাল্লাহ)

وَقَالَ مَعْرُوف الكَرْخِي قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ :مَنْ هَيَّأَطَعَامًا لِأَجْلِ قِرَاءَةِ مَوْلِدِ النَّبِيِّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَمَعَ اِخْوَانًا وَاَوْقَدَ سِرَاجًا وَلَبِسَ جَدِيدًا وَتَبَخَّرَ وَتَعَطَّرَ تَعْظِيمًا لِمَوْلِدِ النَّبِيِّ صَلَّي اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ حَشَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الفِرْقَةِ الأَوْلَي مِنَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ فِي اَعْلَي عِلِّيِّينَ*

৭. হযরত মারুফ কারখী (রা.) বলেন, " যে ব্যক্তি মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপলক্ষ্যে খাদ্যের আয়োজন করে, অত:পর লোকজনকে জমা করে, মজলিশে আলোর ব্যবস্থা করে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন নতুন লেবাস পরিধান করে, মীলাদুন্নবীর তাজিমার্থে সু-ঘ্রাণ ও সুগন্ধি ব্যবহার করে। মহান আল্লাহ পাক তাকে নবী (আ.) গণের প্রথম কাতারে হাশর করাবেন এবং সে জান্নাতের সু-উচ্চ মাকামে অধিষ্ঠিত হবে। (সুবহানাল্লাহ)

وَقَالَ وَحِيدُ عَصْرِهِ وَفَرِيدُ دَهْرِهِ الاِمَامُ فَخْرُ الدِّينِ الرَّازِيُّ مَا مِنْ شَخْصٍ قَرَأَ مَولِدَ النَّبِي صَلَّي اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَلَي مِلحٍ اَوْ بُرٍّ اَوْ شَيءٍ آخَرَ مِنَ المَأكُولاَتِ اِلاَّ ظَهَرَتْ فِيهِ البَرَكَةُ وَفِي كُلِّ شَيءٍ *

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৮. ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (রা.) বলেন, " যে ব্যক্তি মীলাদ শরীফ পাঠ করে বা মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদযাপন করে লবণ, গম বা অন্য কোন খাদ্য দ্রব্যের উপর ফুঁক দেয়, তাহলে এই খাদ্যে দ্রব্যে অবশ্যই বরকত প্রকাশ পাবে। এভাবে যে কোন কিছুর উপরই পাঠ করুক না কেন। (তাতে বরকত হবেই)

وَصَلَ اِلَيهِ مِنْ ذَا لِكَ الْمَاكُولِ فَاِنَّهُ يَضْطَرِبُ وَلاَ يَسْتَقِرُّ حَتّي يَغْفِرَ الله لاَكِلِهِ

৯. ইমাম রাযী (রা.) বলেন, " উক্ত মোবারক খাদ্যে মীলাদ পাঠকারীর বা মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদযাপনকারীর জন্য আল্লাহ পাকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, এমনকি তাকে ক্ষমা না করা পর্যন্ত সে ক্ষান্ত হয় না। (সুবহানাল্লাহ)

وَاِنْ قُرِئَ مَوْلِدُ النَّبِي صَلَّي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَي مَاءٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْ ذَالِكَ الْمَاءِ دَخَلَ قَلْبَهُ اَلفُ نُورٍ وَرَحمَةٍ * وَخَرَجَ مِنهُ اَلْفُ غِلٍّ وَعِلَّةٍ وَلاَ يَمُوْتُ ذَالِكَ الْقَلْبُ يَوْمَ تَمُوْتُ الْقُلُوْبُ*

১০. ইমাম রাযী (রা.) আরোও বলেন, " যদি মীলাদ শরীফ পাঠ করে বা মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদযাপন করে পানিতে ফুঁক দেয়, অত:পর উক্ত পানি কেউ পান করে তাহলে তার অন্তরে এক হাজার নূর ও রহমত প্রবেশ করে। আর তার থেকে হাজারটি বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীন রোগ দূর হবে। যে দিন সমস্ত ক্বলব (মানুষ) মৃত্যুবরণ করবে সেদিনও ঐ মীলাদুন্নবীর পানি পানকারী ব্যক্তির অন্তর মৃত্যু বরণ করবেনা। (সুবহানাল্লাহ)

وَمَنْ قَرَأَ مَوْلِدَ النَّبِي صَلَّي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَي دَرَاهِمَ مَسْكُوكَةٍ فِضَّةٍ كَانَتْ اَوْ ذَهَبًا وَخَلَطَ تِلْكَ الدَّرَاهِمَ بِغَيْرِهَا وَقَعَتْ فِيهَا الْبَرَكَةُ وَلاَيَفْتَقِرُ صَاحِبُهَا وَلاَ تَفْرُغُ يَدَهُ بِبَرَكَةِ النَّبِيِّ صَلَّي الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ *

১১. ইমাম রাযী (রহ.) আরো বলেন, " যে ব্যক্তি মীলাদ শরীফ পাঠ করে বা মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদযাপন করে রৌপ্যের অথবা স্বর্ণের দেরহাম সমূহের উপর ফুঁক দেয় অত:পর তা অন্য জাতীয় মুদ্রার সাথে মিশায় তাহলে তাতে অবশ্যই বরকত হবে এবং এর পাঠক কখনোই ফকীর হবে না। আর উক্ত হাত নবী করীম (সা.) বরকতে কখনও খালি হবে না। (সুবহানাল্লাহ)

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحمَهُ الله مَنْ جَمَعَ لِمَوْلِدِ النَّبِيِّ صَلَّي الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ اِخْوَانًا وَهَيَّا طَعَامًا وَأَخْلَي مَكَانًا وَعَمِلَ اِحْسَانًا وَصَارَ سَبَبًا لِقِرَاءَتِهِ بَعَثَهُ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَيَكُونُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ *

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

১২. ইমাম শাফেয়ী (রা.) বলেন, " যে ব্যক্তি মীলাদ শরীফ পাঠ বা মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদযাপন উপলক্ষ্যে লোকজন একত্রিত করলো এবং খাদ্য তৈরী করলো ও জায়াগা নির্দিষ্ট করলো এবং মীলাদ পাঠের জন্য উত্তমভাবে (তথা সুন্নাহ ভিত্তিক) আমল করলো উক্ত ব্যক্তিকে আল্লাহ পাক হাশরের দিন সিদ্দীকীন, শুহাদা ও সালেহীনদের সাথে উঠাবেন এবং তাঁর ঠিকানা হবে জান্নাতে নাঈম।" (সুবহানাল্লাহ)

وَقَالَ السِّرِّيُّ السَّقَطِيُّ قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ مَنْ قَصَدَ مَوْضِعًا يُقْرَأُ فِيهِ مَوْلِدُ النَّبِيِّ صَلَّي اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ قَصَدَ رَوْضَةً مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ لِأَنَّهُ مَا قَصَدَ ذَالِكَ الْمَوْضِعَ اِلاَّ لِمَحَبَّةِ النَّبِيِّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *

১৩. হযরত সার্‌রী সাক্বত্বী (র:) বলেন, " যে ব্যক্তি মীলাদ শরীফ পাঠ বা মীলাদুন্নবী (সা.)উদযাপন করার জন্য স্থান নির্দিষ্ট করলো, সে যেন তার জন্য জান্নাতে রওজা বা বাগান নির্দিষ্ট করলো। কেননা সে তা হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মহব্বতের জন্যই করেছে।"

وَقَدْ قَالَ صَلَّي اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ (مَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ)

১৪. রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি আমাকে ভালোবাসবে সে আমার সাথেই জান্নাতে থাকবে।"

وَقَالَ سُلْطَانُ الْعَارِفِينَ اَلاِمَامُ جَلَالُ الدِّين السُّيُوطِي قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ وَنَوَّرَ ضَرِيحَهُ فِي كِتَابِهِ الْمُسَمَّي بِالْوَسَائِلِ فِي شَرحِ الشَّمَائِلِ مَامِنْ بَيْتٍ أَوْمَسْجِدٍ أَومَحَلَّةٍ قُرِئَ فِيهِ مَوْلِدُ النَّبِي صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلاَّ حَفَّتِ الْمَلَائِكَةُ ذَالِكَ الْبَيْتَ أَوِ الْمَسْجِدَ أَوِ الْمَحَلَّةَ وَصَلَّتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَي أَهلِ ذَالِكَ الْمَكَانِ وَعَمَّهُمُ اللهُ تَعَالَي بِالرَّحمَةِ وَالرِّضْوانِ *وَأَمَّا الْمُطَوَّقُونَ بِالنُّورِ يَعْنِي جِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَاِسْرَافِيلَ وَعَزْرَائِيلَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ فَاِنَّهُمْ يُصَلُّونَ عَلَي مَنْ كَانَ سَبَبًا لِقِرَاءَةِ مَولِدِ النَّبِيِّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *

১৫. সুলতানুল আরেফিন ইমাম হযরত জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র.) তাঁর অনবদ্য গ্রন্থ الْوَسَائِلِ فِي شَرْحِ الشَّمَائِلِ এ বলেন, " যে কোন ঘর বা মসজিদে অথবা মহল্লায় মীলাদ শরীফ পাঠ করা হয় সেখানে অবশ্যই আল্লাহ পাকের ফেরেস্তাগণ বেষ্টন করে নেন। আর তাঁরা সে স্থানের অধিবাসীগণের উপর সালাত-সালাম পাঠ করতে থাকেন। আর আল্লাহপাক তাদেরকে স্বীয় রহমত ও সন্তুষ্টির আওতাভুক্ত করে নেন। আর নূর দ্বারা সজ্জিত প্রধান চার ফেরেস্তা, অর্থাৎ-

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallam)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত জিব্রাইল, মীকাইল, ইসরাফিল ও আযরাইল (আ.) মীলাদ উদযাপনকারীর ওপর সালাত-সালাম পাঠ করেন।" (সুবহানাল্লাহ)

وَقَالَ اَيضًا :مَا مِنْ مُسلِمٍ قَرَاَ فِي بَيْتِهِ مَوْلِدَ النَّبِيِّ صَلَّي اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اِلاَّ رَفَعَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَي اَلْقَحْطَ وَالْوَبَاءَ وَالْحَرْقَ وَالْغَرْقَ وَالْاٰفَاتِ وَالْبَلِيَّاتِ وَالْبُغْضَ وَالْحَسَدَ وَعَيْنَ السُّوْءِ وَاللُّصُوْصَ عَنْ اَهْلِ ذَالِكَ الْبَيْتِ فَاِذَا مَاتَ هَوَّنَ اللهُ عَلَيهِ جَوَابَ مُنْكَرٍ وَنَكِيْرٍ وَيَكُوْنُ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيْكٍ مُقْتَدِرٍ.

১৬. ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র:) আরো বলেন, " যখন কোন মুসলমান নিজ বাড়িতে মীলাদ শরীফ পাঠ করে তখন সেই বাড়ির অধিবাসীগণের ওপর থেকে আল্লাহ পাক অবশ্যই খাদ্যাভাব, মহামারী, অগ্নিকান্ড, ডুবে মরা, বালা-মুসিবত, হিংসা-বিদ্বেষ, কু-দৃষ্টি, চুরি ইত্যাদি উঠিয়ে নেন। যখন উক্ত ব্যক্তি মারা যান তখন আল্লাহ পাক তাঁর জন্য মুনকার-নকীরের সুওয়াল-জওয়াব সহজ করে দেন। আর তাঁর অবস্থান হয় আল্লাহ পাক এর সান্নিধ্যে সিদ্দীকের মাকামে।

مَنْ اَرَادَ تَعْظِيمَ مَوْلِدِ النَّبِيِّ صَلَّي اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَكْفِيهِ هٰذَا الْقَدْرُ *وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ تَعْظِيمُ مَوْلِدِ النَّبِيِّ صَلَّي اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لَوْ مَلاَتَ لَهُ الدُّنْيَا فِي مَدْحِهِ لَمْ يَحَرَّكْ قَلْبُهُ فِي الْمَحَبَّةِ لَهُ صَلَّي اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ *جَعَلَنَا اللهُ وَاِيَّاكُمْ مِمَّنْ يُعَظِّمُهُ وَيَعْرِفُ قَدْرَهُ وَمِنْ اَخَصِّ خَاصِّ مُحِبِّيْهِ وَاَتْبَاعِهِ اٰمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ *وَصَلَّي اللهُ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَي اٰلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ اِلَي يَومِ الدِّيْنِ –

১৭. অতএব " যে ব্যক্তি ঈদে মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর তাযীম করতে চাইবে তার জন্য উপরোক্ত বর্ণনা যথেষ্ট। আর যে ব্যক্তির নিকট ঈদে মীলাদুন্নবীর তাযীম নাই (সম্মান করে না) সারা দুনিয়া পূর্ণ করেও যদি তাঁর প্রশংসা করা হয় তথাপিও তার অন্তর হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মহব্বতে প্রকম্পিত হবে না।

আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে তাদের দলভূক্ত করুন, যারা ঈদে মীলাদুন্নবীকে মর্যাদা দান করেন এবং এর মর্যাদা উপলব্ধি করেন। তিনি আমাদেরকে তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আখাস্‌সুল খাস মুহিব্বীন ও অনুসারী বানিয়ে দিন। আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন, আয় আল্লাহ পাক, সালাত ও সালাম বর্ষিত করুন সাইয়্যিদুনা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর পরিবার ও সাহাবীগণের প্রতি কেয়ামত পর্যন্ত।

صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا * حَتَّى تَنَالُوا جَنَّةً وَنَعِيمًا

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

لِي نَبِي اِسْمُهُ مُحَمَّد يَا مَوْلَايَ * لَمْ يَزَلْ فَضْلُهُ عَلَيْنَا

هُوَ نَبِيِّي هُوَ شَفِيْعِي يَا مَوْلَايَ * غَدًا مِنْ نَارِ الْقَوِيَا

نُوْرٌ اَلْبَهِي مِنَ الشَّمْسِ يَا مَوْلَايَ * خَصَّهُ رَبُّ الْبَرِيَا

أَنْطَقَ النَّخْلَ بِفَضْلِهِ يَا مَوْلَايَ * وَلَهُ وَجْهٌ مُضِيَا

قَدْ رَقَى فَوْقَ السَّمَاءِ يَا مَوْلَايَ * وَارْتَقَى سَبْعًا عَلِيَا

نَبَعَ الْمَاءُ مِنْ كَفِّهِ يَا مَوْلَايَ * وَسَقَى الْجَيْشَ الْحَمِيَّا

أَنْفُهُ أَقْنَى كَسَيْفٍ يَا مَوْلَايَ * وَالْحَوَاجِبِ أَنْوَرِيَا

خَدُّهُ كَالْوَرْدِ الْأَحْمَرِ يَا مَوْلَايَا * وَالْعُيُوْنُ الْأَكْحَلِيَا

شعره أدعج مسلس يا مولاي * شِبْهُ لَيْلٍ أَعْتَمِيَا

فَمُهُ ضَيِّق صَغِيْر يَا مَوْلَايَ * شِبْهُ خَاتَمٍ جَعْفَرِيَا

جِسْمُهُ أَبْيَضٌ مُنَعَّم يَا مَوْلَايَ * شِبْهُ فِضَّه أَحْجَرِيَا

عَنْكَبُوْتَ عَشَّشَ وَخَيَّمَ يَا مَوْلَايَ * مِنْ كُفُوْرِ الْجَاهِلِيَا

زَادَ شَوْقِي لِحَبِيْبِي يَا مَوْلَايَ * وَكَوَانِي الْهَجْرُ كَيَا

فَازَ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ يَا مَوْلَايَ * بِالرِّضَا وَالْجَنَّتِيَا

وَارْضَ عَنْ أَصْحَابِهِ جَمْعًا يَا مَوْلَايَ * عَلَى رَغْمِ الرَّافِضِيَا۔

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বৈশিষ্ট্যাবলী

وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَنَا أَوَّلُ النَّاسِ خُرُوْجًا إِذَا بُعِثُوْا وَأَنَا قَائِدُهُمْ إِذَا وَفَدُوْا وَأَنَا خَطِيْبُهُمْ إِذَا أَنْصَتُوْا وَأَنَا مُسْتَشْفِعُهُمْ إِذَا حُبِسُوْا وَأَنَا مُبَشِّرُهُمْ إِذَا أَيِسُوْا، اَلْكَرَامَةُ وَالْمَفَاتِيْحُ حِيْنَئِذٍ بِيَدِي وَأَنَا أَكْرَمُ وُلْدِ آدَمَ عَلَي رَبِّي، يَطُوْفُ عَلَيَّ أَلْفُ خَادِمٍ كَأَنَّهُمْ بَيْضٌ مَكْنُوْنٌ أَوْ لُؤْلُؤٌ مَنْثُوْرٌ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِلَي يَوْمِ الْبَعْثِ وَالنُّشُوْرِ) *

আন নি'মাতুল কুবরা-১৫

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- আমিই সর্ব প্রথম বের হব (আলমে বরযখ তথা কবর জগৎ থেকে) মানব সম্প্রদায়ের মধ্যে যে দিন তারা পুনরুত্থিত হবে এবং আমিই হব তাদের নেতা, যেদিন তারা দলবদ্ধ হবে এবং আমিই তাদের পক্ষ থেকে (মানবকূলের) সেদিন (কেয়ামতের দিন) কথা বলব, যেদিন তারা নিরব, নিস্তব্দ ও চুপ থাকবে। আর আমিই তাদের জন্য সুপারিশকারী হব, যে দিন তারা আল্লাহর দরবারে পাকড়াও হবে। আর আমিই তাদেরকে সুসংবাদ প্রদানকারী হব, যেদিন তারা নিরাশ হয়ে যাবে। সম্মান, মর্যাদা এবং নেয়ামতরাজির চাবিসমূহ সেদিন আমারই হাতে থাকবে। আর আমিই আদম সন্তানের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আমার প্রতিপালকের দরবারে। আর সেই পুনরুত্থান দিবসে আমার চতুর্দিকে এক হাজার খাদেম ঘোরাফিরা করতে থাকবে, আর তারা হবে শুভ্র সমুজ্জ্বল অথবা ছড়ানো-ছিটানো মণি-মুক্তার ন্যায়।

وَعَنْ جُبَيْرِبْنِ مُطْعِم رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ:قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لِي أَسْمَاءٌ أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَنَا أَحْمَدُ * وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللهُ بِي الْكُفْرِ * وَأَنَا الْحَاشِرُالَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَي قَدَمِي * وَأَنَا الْعَاقِبُ وَالْعَاقِبُ لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيّ *وَأَنَا الْمُقَفِّي وَنَبِيّ التَّوبَةِ وَنَبِيّ الرَّحْمَةِ)

প্রখ্যাত সাহাবী হযরত জুবাইর ইবনে মুতয়িম (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- আমার অনেকগুলো নাম রয়েছে। যেমন আমি মুহাম্মদ, আমি আহমদ, আমিই মাহি (কুফরকে নিশ্চিহ্নকারী) আমার দ্বারাই আল্লাহ তায়ালা কুফরকে নিশ্চিহ্ন করেছেন। আমিই হাশির (একত্রকারী) আমার পায়ের কাছেই সকল মানুষ একত্রিত হবে। আমি হলাম আকিব (সর্বশেষ নবী) আর আকিব হল এমন নবী, যার পরে আর কোন নবী আসবেনা। এবং আমি হলাম মুকাফফা (অন্তমিল যুক্তকারী) এবং তওবার নবী ও রহমাতের নবী।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মুবারক আকৃতির বর্ণনা:

وَعَنْ عَلِي بْنِ اَبِى طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بِالطَّوِيلِ وَلاَ بِالْقَصِيرِ ضَخْمَ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ ضَخْمَ الْكَرَادِيسِ طَوِيلَ الْمَسْرُبَةِ إِذَا مَشَي تَكَفَأَ تَكَفُّأً فَكَأَنَّمَا يَنْحَطُّ مِنْ صَبَبٍ، لَمْ أَرَ قَبْلَهُ وَلاَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ صَلَّي اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحَيتِهِ عِشْرُونَ شَعْرَةً بَيْضَاءُ * وَكَانَ أَزْهَرَ اللَّونِ وَشَعْرُهُ إِلَي أَنْصَافِ أُذُنَيهِ وَكَانَ فِي وَجْهِهِ تَدْوِيرٌ أَبْيَضَ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

مُشْرَبٌ بِالْحُمْرَةِ أَقْنَى الْأَنْفِ أَدْعَجُ الْعَيْنَيْنِ أَهْدَبُ الْأَشْفَارِ وَبَيْنَ كَتِفَيْهِ خَاتَمُ النُّبُوَّةِ وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ أَجْوَدُ النَّاسِ صَدْرًا وَأَصْدَقُ النَّاسِ لَهْجَةً وَأَلْيَنُهُمْ عَرِيكَةً وَأَكْرَمُهُمْ عَشِيرَةً ، مَنْ رَآهُ بَدَاهَةً هَابَهُ وَمَنْ خَالَطَهُ مَعْرِفَةً أَحَبَّهُ يَقُولُ نَاعِتُهُ لَمْ أَرَ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلَهُ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *

হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতো দীর্ঘও ছিলেন না আবার এতো বেটেও ছিলেন না। বরং মধ্যাঙ্গী ছিলেন। তাঁর মাথা মোবারক বড় ছিল (তবে এত বড় নয় যা দৃষ্টিকটু) এবং জোড়ার হাড়গুলো ও মোটা ছিল। বক্ষ দেশ হতে নাভি পর্যন্ত পশমের সরু একটি রেখা ছিল। চলার সময় সামনের দিকে ঝুকে চলতেন; মনে হতো সে নিম্ন ভূমির দিকে যাচ্ছেন। হযরত আলী (রা.) বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পূর্বে বা পরে তাঁর মত সৌন্দর্যময় আর কাউকে দেখিনি। আর তাঁর মাথা ও দাড়ি মিলিয়ে বিশ (২০)টি চুলও সাদা ছিলোনা।

আর তিনি ছিলেন অতি উজ্জ্বল রংয়ের অধিকারী। তার চুল মোবারক কান বরাবর প্রলম্বিত ছিল। তাঁর চেহারা মোবারক সম্পূর্ণ গোলাকার ছিল না। বরং কিছুটা গোলাকৃতি ছিল। তার গাত্র বর্ণ সাদা লাল মিশ্রিত ছিল। তাঁর নাক মোবারক সামান্য উঁচু ছিল। চক্ষুদ্বয় গাঢ় কালো, পালক দীর্ঘ এবং দেহের জোড়ার হাড় বেশ মোটা ছিল। স্কন্ধদ্বয়ের মাঝখানেও মোহরে নবুয়্যাত ছিল। তিনি সর্ব শেষ নবী ছিলেন। সবচেয়ে সত্যবাদী ছিলেন। অতি বিনয়ী ছিলেন। সবচেয়ে কুলীন বংশোদ্ভূত ছিলেন। তাঁকে আকস্মিক কেউ দেখলে ভীত হয়ে পড়তো (কারণ তিনি অত্যন্ত গম্ভীর ছিলেন)। হ্যাঁ, যদি কেউ তাঁর সাথে মেলামেশা করত তখন সে তাঁকে প্রিয়তম ব্যক্তি হিসেবে গ্রহণ করতে বাধ্য হত। (সাধারণত: সৌন্দর্যের দরুন ও ভয়-ভীতির সঞ্চার হয়। তাঁর সাথে যখন মহৎ গুণাবলীর সমাবেশ ঘটে তখন ভয়-ভীতি আরো বৃদ্ধি পায়। এছাড়া আল্লাহ প্রদত্ত বিষয় সমূহের মধ্যে রৌব বা প্রভাব ও হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল।)

তাঁর অবয়ব বর্ণনাকারী পরিশেষে এটাই বলতে বাধ্য হব, আমি তার পূর্বে বা পরে তার ন্যায় সৌন্দর্যময় আর কাউকে দেখিনি।

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَعَنْ أَبِيهَا أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْصِفُ نَعْلَهُ وَيَخِيطُ ثَوْبَهُ وَيَعْمَلُ فِي بَيْتِهِ كَمَا يَعْمَلُ أَحَدُكُمْ فِي بَيْتِهِ

হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা (রা.) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাধারণত অভ্যাস ছিল যে, তিনি

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তাঁর জুতা মোবারক নিজ হাতে মেরামত করতেন এবং তাঁর জামা নিজেই সেলাই করতেন এবং তিনি বাড়ির কাজ নিজেই করতেন যেমনিভাবে তোমরা তোমাদের কাজগুলো বাড়িতে বসে করে থাক।

হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ * أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *كَانَ لَايَدَّخِرُ شَيْئًا
لِغَدٍ *وَمِمَّا اخْتَصَّ بِهِ صَلَّي اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِنْ الفَضَائِلِ وَالْكَرَامَاتِ مِنْهَا أَنَّ
آدَمَ وَجَمِيْعَ الْمَخْلُوقَاتِ خُلِقُوا لأَجْلِهِ * وَمِنْهَا اَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ
يَبِيتُ جَائِعًا وَيُصْبِحُ طَاعِمًا يُطْعِمُهُ رَبُّهُ وَيَسْقِيهِ مِنَ الْجَنَّةِ* وَكَانَ يَرَى مِنْ
خَلْفِهِ كَمَايَرَىٰ مِنْ اَمَامِهِ* وَيَرَى فِى اَللَّيْلِ وَالظُّلْمَةِ كَمَا يَرَى فِي النَّهَار
وَالضَّوْءِ وَكَانَ اِذَا مَشَى فِى الصَّخْرِ غَاصَتْ قَدَمَاهُ فِيهِ* لَقَدْ اِخْتَارَهُ وَاصطَفَاهُ
رَبُّهُ *وَكَانَتْ تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلَايَنَامُ قَلْبُهُ *وَكَانَ رِيحُ عَرَقِهِ أَطْيَبُ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ
وَلَمْ يَقَعْ لَهُ ظِلٌّ عَلَي الأَرْضِ وَلَا يَرَي لَهُ ظِلٌّ فِي شَمْسٍ وَلَا فِي قَمَرٍ * وَلَايَقَعُ
عَلَي ثِيَابِهِ ذُبَابٌ قَطُّ وَاِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَسِيْرُ مَعَهُ حَيْثُ سَارَ يَمْشُوْنَ خَلْفَ ظَهْرِهِ ـ
وَمِنْهَا أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نُصَلِّي وَنُسَلِّمَ عَلَيهِ * صلوا عليه وسلموا تسليما

হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা.) এর অভ্যাস ছিল যে, তিনি আগামী দিনের জন্য কোন কিছু জমা করে রাখতেন না। আর তাঁর ফজিলত, মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কতিপয় নিম্নে তুলে ধরা হলো:-

১. হযরত আদম (আ.) ও সমগ্র সৃষ্টিজীবকে একমাত্র তাঁর কারণেই (অছিলায়) সৃষ্টি করা হয়েছে।

২. হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্ষুধার্ত অবস্থায় ঘুমে যেতেন এবং ক্ষুধাহীন (পেট পরিপূর্ন) অবস্থায় সকাল করতেন। মহান আল্লাহ পাক তাকে জান্নাতের খাদ্য ও পানি পান করাতেন।

৩. তিনি সামনের দিকে যেভাবে দেখতেন, পিছনের দিকেও সেভাবে দেখতে পেতেন।

৪. রাতের কঠিন অন্ধকারেও সবকিছু দেখতে পেতেন, যেমনিভাবে দিনের আলোতে সবকিছু দেখতেন।

৫. আল্লাহপাক তাকে নির্বাচিত করেছেন ও মনোণীত করেছেন।

৬. আর তিনি যখন প্রস্তরময় প্রান্ত অতিক্রম করতেন তখন তাঁর পদদ্বয় তাতে গেড়ে যেতো।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৭. আর তাঁর চক্ষুদ্বয় (রাতে) ঘুমিয়ে পড়তো। কিন্তু তাঁর কলব বা অন্তর মোবারক ঘুমাত না।

৮. আর তাঁর ঘামের সুগন্ধ ছিল মেশক-আম্বরের চেয়েও অধিক সুগন্ধময়।

৯. আর তাঁর ছায়া যমীনের উপর কখনো পড়ে নাই এবং কোন সূর্য বা চন্দ্রের আলোতে তাঁর ছায়া কেউ দেখেনি।

১০. তাঁর জামার উপর কখনো কোন মশা-মাছি পতিত হতো না।

১১. আর নিশ্চয়ই ফেরেস্তারা তাঁর সাথে ভ্রমণ করেন যেখানেই তিনি যান ফেরেশতাগণ তার পশ্চাতে হাটেন, আর তাঁর উপর সালাত ও সালাম পেশ করা আমাদের জন্য অবশ্য কর্তব্য।

يَا رَبِّ صَلِّ دَائِمْ وَسَلِّمْ عَلَى الْمُكَرَّمْ * مَا زَمْزَمَ الْحَادِي وَمَا تَرَنَّمَ فِي لَيْلٍ اَظْلَمْ

يَا اَهْلَ نَجْدِي قَدْ طَالَ بُعْدِي وَجَدَّ وَجْدِي * كُلَّمَا يَحْدُو الْحَادِ الْمُجِدُّ نَحْوَ الْمُكَرَّمْ

سَيِّدُ الْخَلْقِ حَسَنُ الْخُلُقِ عَرِيبُ النُّطْقِ *مَالِكُ الرِّقِّ حَبِيبُ الْحَقِّ سِرُّ الْمُطَلْسَمْ

تَشْتَاقُ رُوحِي إِلَى الْمَلِيحِ طَهَ الْفَصِيحِ * عَسَى بِهِ أَنْ يَبْرَى جَرِيحِي وَيَرْحَلَ الْهَمْ

أَرْجُوكَ حَسْبِي ذُخْرًا الذَّنْبِي تُزِيلُ كَرْبِي * يَا لُبَّ لُبِّي عَلَيْكَ رَبِّي صَلَّى وَسَلَّمْ

أَزْكَى صَلَاتِي فِي الْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ * وَالْخَطَرَاتِ فِي خَيْرَاتِي وَمَا تَرَنَّمْ

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মোজেজা সম্পর্কে:

إِنَّ مُعْجِزَاتَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَمِرَّةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمُعْجِزَاتِ سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ اِنْقَضَتْ لِوَقْتِهَا فَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا إِلَّا خَبَرُهَا *وَمِنْ مُعْجِزَاتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْبِيحُ الطَّعَامِ فِي كَفِّهِ الْمُبَارَكِ *

নিশ্চয়ই হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সা.) এর মোজেজা বা অলৌকিক কার্যাবলী সমূহ কিয়ামত পর্যন্ত চলমান থাকবে। আর অন্যান্য আম্বিয়া কেরামের মোজেজাসমূহ তাদের ইন্তেকালের সাথে সাথে নি:শেষ হয়ে গেছে। একমাত্র সংবাদ ছাড়া তাদের আর কিছুই বাকি নেই। আর রাসূল (সা.) এর মোজেজা সমূহের মধ্যে প্রসিদ্ধ দু-একটি নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:–

১. তাঁর বরকতময় হাতে খাদ্যের তসবীহ পাঠ:

كَمَا وَرَدَ فِي الْبُخَارِي مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا نَأْكُلُ مَعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّعَامَ وَنَحْنُ نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ *

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বুখারী শরীফে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে খেতে বসতাম এবং খাদ্যর তাসবীহ পাঠ আমারা শুনতে পেতাম।

২. পাথরের সালাম দেওয়া:

وَمِنْ مُعْجِزَاتِهِ صَلَّي اللهُ عليه وَسَلَّمَ تَسْلِيْمُ الْحَجَرِ عَلَيْهِ كَمَا وَرَدَ فِيْ صَحِيْحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيْثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِىَ اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ انه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنِّىْ لَاَعْرِفُ حَجَراً بِمَكَّةَ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَيَّ قبلَ اَنْ ابْعَثَ وَانِّي لَاَعرِفه الْآنْ*

সহী মুসলিম শরীফে হযরত জাবের ইবনে সামুরা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, নিশ্চয়ই আমি মক্কার একটি পাথরকে চিনি। যেটি নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বে আমাকে ছালাম প্রদান করত। সেটিকে আমি এখনও জানি।

৩. গাছের কথা বলা ও সালাম দেওয়া:

كَلَامُ الشَّجَرِوسَلَامُهَا عَلَيْهِ- كَمَا وَرَدَ عَنْ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ وَكَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ انه قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُوْ لِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِمَكَّةَ فَخَرَجْنَا فِيْ بَعْضِ نَوَاحِيْهَا فَمَا اسْتَقْبَلَهُ جَبَلٌ وَلَا حَجَرٌ اِلاَّ وَهُوَ يَقُولُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ* وَ مِنْ مُعْجِزَاتِه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ حَنِيْنُ الْجِذْعِ شَوْقًا إِلَيْهِ وَنَبْعُ الْمَاءِ الطَّهُوْرِ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ وَتَفْجِيْرُ الْمَاءِ بِبَرَكَتِه وَتَكْثِيْرُ الطَّعَامِ الْقَلِيْلِ بِدُعَاءِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ*

হযরত আলী ইবনে আবি তালিব হতে বর্ণিত, একদা মক্কা শরীফে আমি হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে ছিলাম। অত:পর আমরা মক্কার কতিপয় রাস্তার দিকে হাটছিলাম আর প্রত্যেক পাহাড় এবং পাথর এই বলে সম্ভাষন জানাতে লাগল, আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ! এমন কি কোন পাহাড় এবং পাথর এই সম্ভাষন জানাতে বাকি ছিল না। এছাড়াও রয়েছে গাছের শাখা-প্রশাখা তার দিকে (আগ্রহে) ঝুকে পড়া এবং পবিত্র পানির প্রস্রবন তার মোবারক আঙ্গুল থেকে বের হওয়া ,আর তার বরকতে পাথর থেকে পানি প্রবাহিত হওয়া এবং তাঁর দোয়ায় কম খাবার বৃদ্ধি পায়।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৪. মৃত্যুকে জীবিত করা এবং তার সাথে কথাবার্তা বলা:

وَمِنْ مُعْجِزَاتِهِ صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ إِحْيَاءُ الْمَوْتٰى وَكَلَامُهُمْ مَعَهُ وَفِى الْخَبَرِ أَنَّ اللهَ تَعَالٰى أَحْيٰى لَهُ أَبَوَيْهِ وَعَمَّهُ أَبَا طَالِبٍ فَآمَنَا بِهِ صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ- ذَكَرَهُ الْقُرْطُبِيُّ (١) فِي التَّذْكِرَةِ*

ইমাম কুরতুবী (রহ.) তার 'তাযকেরা' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন তাঁর পিতা-মাতাকে এবং তাঁর চাচা আবু তালিবকে জীবিত করেন। অত:পর তাঁরা সকলেই হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর ঈমান আনয়ন করেন।

৫. নবজাতক শিশুর কথা বলা এবং তাঁর নবুয়তের সাক্ষ্য দেওয়া:

وَكَلَامُ الصِّبْيَانِ مَعَهُ وَشَهَادَتُهُمْ لَهُ بِالنُّبُوَّةِ- وَكَانَ لَهُ مِنَ الْعُمْرِ ثَلَاثٌ وَسِتُّونَ سَنَةً- وَكَانَ أَطْوَعَ الْأَنْبِيَاءِ لِلّٰهِ تَعَالٰى- وَكَانَ مَوْلِدُهُ لَيْلَةَ الْاِثْنَيْنِ لِاِثْنَتَيْ عَشْرَةَ لَيْلَةٍ خَلَتْ مِنْ شَهْرِ رَبِيْعِ الْأَوَّلِ قَدْ أَظْهَرَ اللهُ عَلٰى يَدَيْهِ مُعْجِزَاتِ الْبَاهِرَاتِ- فَمِنْهَا أَرْبَعُ مِاءَةِ مُعْجِزَةٍ عَلِمَ بِهَا أَكْثَرُ النَّاسِ- وَاثْنَتَيْ عَشَرَةَ مُعْجِزَةً فِي بَيْتِهِ لَوْ ذَكَرْنَاهَا لَطَالَ الْكِتَابُ بِذِكْرِهَا- لِأَنَّ هٰذِهِ لَاتَكُوْنُ إِلَّا لِنَبِيٍّ مُرْسَلٍ إِلٰى كَافَّةِ النَّاسِ وَالْخَلْقِ أَجْمَعِيْنَ- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ [redacted] وَعَلٰى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ إِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ- صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيْمًا*

হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্য নবী ছিলেন। তাঁর প্রমাণ হল: সদ্য ভূমিষ্ঠ হওয়া শিশু তাঁর নবুয়াতের সাক্ষ্য দিয়েছিল শুধু তাই নয় বরং তাঁর সাথে কথাও বলত। তিনি ৬৩ বছর জীবিত ছিলেন। তিনি নবীগণের মধ্যে আল্লাহর অধিক আনুগত্যশীল নবী ছিলেন, তিনি ১২ ই রবিউর আউয়াল সোমবার দিবাগত রাত্রে জন্মগ্রহণ করেন। মহান আল্লাহ পাক তাঁর হাতে অসংখ্য মোজেজা প্রকাশ করেন। তন্মধ্যে প্রায় চারশত মোজেজা সম্পর্কে অধিকাংশ মানুষ অবগত। আর বারটি আশ্চর্যজনক মোজেজা তাঁর বাড়িতে সংগঠিত হয়েছে, যেগুলো একমাত্র নবী ও রাসূল ব্যতীত অন্য কারো কাছ থেকে প্রকাশ পাওয়া সম্ভব নয়। কিতাবে কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় সেগুলো এখানে উল্লেখ করা হলো না। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর এবং তাঁর পরিবার পরিজন ও সমস্ত অনুসারীদের উপর স্বীকৃত দিবস পর্যন্ত।

يَا ذَا الْمَكِيَا يَا ذَا الْمَكِيَا * مَدِيْحُ مُحَمَّدٍ عَزِيْزٌ عَلَيَّ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

حَبِيبُ الْقَلْبِ مَلَكْتَ لُبِّي * هُوَيْدَا سِرْ بِي إِلَى الْمَكِيَا

وَسِرْ بِي لَيْلاً عَسَى بِلَيْلاً * أُشَاهِدُ لَيْلَى وَهِيَ مَجَلاًّ

وَهِيَ تَجَلَّى لِلْعَيْنِ تَحْلَى * أَطُوفُ وَأَتَمَلَّى عَلَى عَيْنَيَا

سِرْنَا بِالْأَسْحَارِ لِقَبْرِ الْمُخْتَارِ * كَثِيرِ الْأَنْوَارِ جَمِيلِ إِلَيْنَا

وَقُلْ يَا هَادِي فُؤَادِي صَادِي * وَحُبُّكَ زَادِي فَانْظُرْ إِلَيَّا

فَمُوسَى أَسْعَدُ وَعِيسَى أَمْجَدُ * وَأَنْتَ أَسْعَدُ مِنَ الْكُلِّيَا

فَأَحْمَدُ لَهُ شَانٌ وَنُورُهُ قَدْ بَانَ * أَتَى بِالْقُرْآنِ بِصِدْقِ النِّيَّا

مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ مَحَلُّ التَّعْظِيمِ * وَأَدْعُو لِرَبِّي بِحُسْنِ النِّيَّا

وَرَوحْ لِلْمَسْعَى وَطُفْ لِي سَبْعًا * وَقَصْدِي أَسْعَى عَلَى عَيْنَيَا

قَصْدِي أَزُورُهُ أُشَاهِدُ نُورَهُ * وَقُلْ يَا هَادِي تَشَفَّعْ فِيَّا

بِحُرْمَةِ الْأَصْحَابِ وَالْآلِ وَالْأَحْبَابِ * أَقِفُ بِالْأَعْتَابِ وَصَحَّ لِيَّا

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্মবৃত্তান্ত

قَالَ حَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ الْبَكْرِي رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ لَمَّا أَرَادَ الْجَلِيلُ جَلَّ جَلَالُهُ أَنْ يَنْقُلَ نُورَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *حَرَّكَ فِي قَلْبِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنْ يَتَزَوَّجَ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ لِأُمِّهِ أُرِيدُ مِنْكِ أَنْ تَخْطُبِي لِي إِمْرَأَةً ذَاتَ حُسْنٍ وَجَمَالٍ وَقَدٍّ وَاعْتِدَالٍ وَبَهَاءٍ وَكَمَالٍ وَحَسَبٍ وَنَسَبٍ عَالٍ *قَالَتْ حُبًّا وَكَرَامَةً يَا وَلَدِي *ثُمَّ أَنَّهَا دَارَتْ أَحْيَاءَ قُرَيْشٍ وَبَنَاتِ الْعَرَبِ *فَلَمْ يُعْجِبْهَا إِلَّا آمِنَةُ بِنْتُ وَهْبٍ فَقَالَ يَا أُمَّاهُ أُنْظُرِيهَا مَرَّةً ثَانِيَةً *فَمَضَتْ وَنَظَرَتْهَا فَإِذَا هِيَ تُضِيءُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ * فَانْتَقَدُوهَا أُوقِيَّةً مِنْ فِضَّةٍ وَأُوقِيَّةٍ مِنْ ذَهَبٍ *وَمِائَةً مِنَ الابِلِ وَمِثْلَهَا مِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَذُبِحَ وَأُصْلِحَ طَعَامٌ كَثِيرٌ *لِأَجْلِ عُرْسِ عَبْدِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ * وَزُفَّتْ لَهُ ثُمَّ اخْتَلَابِهَا عَبْدُ فِي خَلْوَةِ الطَّاعَةِ عَشِيَّةً *

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত হাসান ইবনে আহমদ আল- বাকরী (রহ.) বলেন, মহান আল্লাহ পাক যখন হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নূর মোবারক স্থানান্তর করার ইচ্ছা করেন, তখন (তাঁর পিতা) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মোত্তালিবের হৃদয়ে বিবাহের আগ্রহ সৃষ্টি করে দিলেন।

অত:পর হযরত আব্দুল্লাহ স্বীয় আম্মাজানকে লক্ষ্য করে বলেন, হে আম্মাজান আমি আশা করি, আপনি আমার পক্ষ থেকে এমন এক নারীর কাছে বিবাহের প্রস্তাব দিবেন, যে অত্যন্ত ভাল, সুন্দরী, সুঠাম দেহের অধিকারীণী, মিতব্যয়কারীণি, ন্যায়পরায়ণী, উজ্জ্বল দীপ্তময়ী বংশ ও মর্যাদা সম্পন্ন পরিবারের ও উঁচু বংশীয়। পরে তাঁর মা স্নেহবাৎসল্য ভঙ্গিতে বলেন, হে আমার আদরের সন্তান (তাই হবে) । অত:পর হযরত আব্দুল্লাহর আম্মাজান কুরাইশ বংশের এবং আরবের সকল যুবতী নারীর সন্ধান করতে লাগলেন, কিন্তু তিনি একমাত্র আমেনা বিনতে ওহাব ছাড়া উল্লেখ্য গুণে ভুষিত অন্য কাউকে পেলেন না।

অত:পর হযরত আব্দুল্লাহ তার আম্মাজানকে পুনরায় ভালোভাবে (আমিনা বিনতে ওহাব)কে একটু দেখে আসার অন রোধ করেন। অত:পর তিনি পূনরায় দেখতে গেলেন এবং তাকে উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় সুন্দরী দেখতে পেলেন। অত:পর এক উকিয়া স্বর্ণ এবং এক উকিয়া রৌপ্য বিবাহের মোহর নির্ধারণ করা হলো এবং একশত উট এবং গরু ছাগল সমপরিমাণ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মোত্তালিবের বিবাহ অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে জবেহ করে অনেক লোকের খাদ্য তৈরী করা হলো এবং ব্যাপক আয়োজনের মাধ্যমে বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হল। হযরত আমেনার সাথে হযরত আব্দুল্লাহ যুফাফের বা (বাসর রাত্রি) সংগঠিত হয়ে গেল।

وَكَانَتْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ رُوِيَ أَنَّهُ لَمَّا أَرَادَ اللهُ أَنْ يَخْلُقَ مُحَمَّدًا صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ آمِنَةَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ مِنْ شَهْرِ رَجَبِ الأَصَمِ *أَمَرَ اللهُ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ رِضْوَانَ خَازِنَ الْجِنَانِ أَنْ يَفْتَحَ الفِرْدَوْسَ *وَنَادَي مُنَادٍ فِي السَّمٰوَاتِ وَالأَرْضِ أَلَا إِنَّ النُّوْرَ الْمَكْنُوْنَ وَالسِّرَّ الْمَخْزُوْنَ الَّذِي يَكُوْنُ النَّبِيُّ الهَادِي مِنْهُ يَسْتَقِرُّ هٰذِهِ اللَّيْلَةَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ آمِنَةَ الَّذِي فِيهِ يَتِمُّ كَمَالُ خَلْقِهِ وَيَخْرُجُ إِلَي النَّاسِ بَشِيْرًا وَنَذِيْرًا * صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَي آلِهِ وَصَحْبِهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا*

অত:পর এক জুমার রাত্রির সন্ধ্যায় হযরত আব্দুল্লাহ আমেনার সাথে নির্জনে উভয়ের তৃপ্তির সাথে মিলিত হলেন। বর্ণিত আছে যে, মহান আল্লাহ তা'য়ালা যখন রজব মাসের অমাবশ্যার তিথিতে জুমার রাতে সর্বশ্রেষ্ট সৃষ্টি হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বিবি আমেনার গর্ভে সৃষ্টি করার ইচ্ছা করলেন, তখন জান্নাত সমূহের প্রহরী (কোষাদক্ষ) রেদওয়ান ফেরেশতাকে হুকুম দিলেন জান্নাতুল ফেরদাউস এর দরজা খুলে দেওয়ার জন্য এবং একজন

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আহ্বান কারীকে আসমান ও যমীনের সর্বত্র এই কথা প্রচার করার জন্য নির্দেশ করা হলো যে, এ আসমান ও যমীনের অধিবাসীগণ নিশ্চয়ই সু-রক্ষিত নূর এবং গোপনীয় ভান্ডার যিনি পথ প্রদর্শন কারী নবী হবেন, তিনি এই রাত্রিতে মা আমিনার গর্ভে অবস্থান করবেন। যার দ্বারা আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন তার সৃষ্টির পূর্ণতা দান করবেন। যিনি মানুষদের নিকট জান্নাতের সু-সংবাদ দানকারী এবং (জাহান্নাম থেকে) ভীতি প্রদর্শনকারী রূপে আর্বিভূত হবেন। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর উপর এবং তাঁর পরিবার পরিজন ও সমস্ত অনুসারীগণের প্রতি সদা-সর্বদা।

হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্মকালীন অলৌকিক ঘটনাবলী

وَفِي حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ :كَانَ مِنْ دَلَالَةِ حَمْلِ امِنَةَ بِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ * أَنَّ كُلَّ دَابَّةٍ كَانَتْ لِقُرَيْشٍ نَطَقَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَقَالَتْ حُمِلَ بِرَسُوْلِ اللهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ وَهُوَ اِمَامُ أَهْلِ الدُّنْيَا وَسِرَاجٌ أَهْلِهَا * وَلَمْ يَبْقَ سَرِيْرُ مَلِكٍ مِنْ مُلُوكِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ اِلَّا وَاَصْبَحَ مَنْكُوْسًا * وَاَقْبَلَ اِبْلِيْسُ لَعَنَهُ اللهُ هَارِبًا عَلَى وَجْهِهِ حَتّٰى اَتٰى عَلَى جَبَلِ اَبِى قُبَيْسٍ * وَصَاحَ صَيْحَةً وَرَنَّ رَنَّةً فَاجْتَمَعَتْ اِلَيْهِ الشَّيَاطِيْنُ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ * وَقَالُوْا مَا الَّذِى نَزَلَ بِكَ؟ قَالَ وَيْلَكُمْ جَاءَتْ دَوْلَةُ السَّفَّاكِ الْهَتَّاكِ الَّذِى تَقَاتِلُ مَعَهُ الاَمْلَاكُ اَهْلَكْنَا حِيْنَ حَمَلَتْ هٰذِهِ الْمَرْاَةُ يَعْنِى اٰمِنَةَ*

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বিবি আমেনা গর্ভে ধারণ করেছেন তাঁর অসংখ্য প্রমাণ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে কতিপয় নিম্নে পেশ করা হল।

১। ঐ রাত্রে কুরাইশ সম্প্রদায়ের সকল গৃহপালিত চতুস্পদ প্রাণীগুলো এই কথা বলতেছিল যে, হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মা আমেনার গর্ভে আগমন করেছেন। আল্লাহর শপথ! তিনি হবেন দুনিয়াবাসীর ইমাম ও তার অধিবাসীদের জন্য প্রদীপ স্বরূপ।

২। আর আরব ও আজমের কোন বাদশাহর বাদশাহী তখত অবশিষ্ট থাকেনি, যা ছিল তা ভেঙ্গে চুরমার হয়েছে।

৩। আর অভিশপ্ত ইবলিশ শয়তান (তাঁর আগমনে) পলায়ন করে আবু কুবাইছ পাহাড়ে আসল এবং জোরে এক চিৎকার মেরে অঝোর নয়নে কাঁদতে শুরু করল। আর চতুর্দিক থেকে সকল শয়তান তার ক্রন্দনে একত্রিত হল। তারা তাকে (ইবলিশকে) বলল, তোমার কি হল? (তুমি কাঁদতেছ কেন?) তখন ইবলিশ বলল,

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ধ্বংস হোক তোমাদের যখন ঐ মহিলা (তথা হযরত আমেনা) গর্ভবতী হয়েছে তখন সকল বাদশাহীসহ আমাদেরকে হত্যাকারী সম্রাট আগমন করেছে।

قَالَ وَحَسَدُوهَا عَلَيهِ جَمِيعُ نِسَاءِ مَكَّةَ وَمَاتَ مِنْهُنَّ مِائَةُ اِمْرَأَةٍ حَسْرَةً وَاَسَفًا عَلَيهِ* لِمَا فَاتَهُنَّ مِنْ حُسْنِهِ وَجَمَالِهِ وَبَقِيَ عَبْدُ اللهِ فِي صُحْبَةِ آمِنَةَ* وَالنُّورُ يَتَلَالَأُ فِي جَبْهَتِهِ وَفَرَّتْ وُحُوشُ الْمَشْرِقِ اِلَى وُحُوشِ الْمَغْرِبِ بِالْبِشَارَاتِ وَكَذٰلِكَ اَهْلُ الْبِحَارِ يُبَشِّرُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا* وَلَهُ فِي كُلِّ شَهْرٍ مِنْ حَمْلِهِ نِدَاءٌ فِي الْاَرْضِ وَنِدَاءٌ فِي السَّمَاءِ* اَنْ اَبْشِرُوا فَقَدْ آنَ اَنْ يَظْهَرَ اَبُو الْقَاسِمِ* مُحَمَّدُ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ* مَيْمُونًا مُبَارَكًا وَمِنْ عَجَائِبِ وِلَادَتِهِ صَلَّ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ:

এরপর বলল আরবের সকল নারীগণ ঐ সন্তানকে গর্ভে ধারণ করে সৌভাগ্যশীল[redacted] হওয়ার জন্য খুবই আগ্রহী ছিল, যে সন্তানকে বিবি আমেনা গর্ভে ধারণ করেছে এবং প্রায় একশত নারী মৃত্যুবরণ করেছে একমাত্র আফসোসে এবং দুঃখে যেহেতু তারা তাঁর (নূরে মুহাম্মদীর) সৌন্দর্যজাত লাভ করতে পারে নাই।

আর হযরত আব্দুল্লাহ বিবি আমেনাকে সঙ্গীনি হিসেবে গ্রহণ করল এবং একটা নূর সর্বদা তার ললাটেই জ্বলজ্বল করতে থাকল, আর বন্য প্রাণীগুলো পাশ্চত্যের বন্যপ্রাণীদের কাছে এই শুভ সংবাদ পৌছে দিল। অনুরূপভাবে সমুদ্রে বসবাসকারী সকল প্রাণী একে অন্যকে এই সু-সংবাদ পৌছে দিল। আর গর্ভকালীন সময়ে প্রতিটি মাসে একবার করে পৃথিবীতে এবং আকাশে জনৈক ঘোষক ঘোষণা করত যে বিশ্বনবী মাতৃগর্ভে আছেন, অচিরেই পৃথিবীতে তাঁর শুভাগমন হবে। তাঁর উপাধি হবে আবুল কাশেম। তিনি খুব বকরতময় এবং সীমাহীন ভাগ্যবান।

মন্তব্যঃএই হাদীসটির সনদ অত্যন্ত দুর্বল। ইবনে আব্বাস(রা.) ছাড়া অন্য যে সব বর্ণনাকারীদের থেকে যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাতে একথাও উল্লেখ আছে, যে রাতে হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাতৃগর্ভে স্থান নিয়েছেন এমন কোন ঘর ছিল না যে ঘরটি আলোকিত হয়নি এবং তাতে নূর প্রবেশ করেনি। এরপরে ঐ রাতে সকল চতুস্পদ পশুগুলো পরস্পর বাক্য বিনিময় করেছে (আবু নাঈম)

مَارُوِىَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا وَعَنْ اَبِيهَا اَنَّهَا قَالَتْ:كَانَ يَهُودِىٌّ قَدْ سَكَنَ مَكَّةَ فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الَّتِى وُلِدَ فِيهَا النَّبِى صَلَّى اللهُ عليه وَسَلَّمَ* قَالَ يَامَعْشَرَ قُرَيْشٍ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

هَلْ وُلِدَ اللَّيْلَةَ فِيكُمْ مَوْلُودٌ* قَالُوا لَا نَعْلَمُ* قَالَ انْظُرُوا فَإِنَّهُ وُلِدَ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ نَبِيُّ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ عَلَامَةٌ فَانْصَرَفُوا فَسَأَلُوا فَقِيلَ لَهُمْ قَدْ وُلِدَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ غُلَامٌ* فَذَهَبَ الْيَهُودِيُّ مَعَهُمْ إِلَى أُمِّهِ فَأَخْرَجَتْهُ لَهُمْ فَلَمَّا رَأَى الْيَهُودِيُّ الْعَلَامَةَ* خَرَّ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ*

উম্মুল মো'মেনিন হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা (রা.) তিনি বলেন, মক্কায় এক ইহুদি ব্যক্তি বসবাস করতেন, যে রাতে হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জন্মগ্রহণ করেন, সে রাতে কুরাইশদের এক মজলিসে সে ইয়াহুদী উপস্থিত হয়ে বলল, তোমাদের কারো ঘরে আজ রাতে কোন শিশু জন্ম গ্রহণ করেছে? তখন লোকেরা বলল, আল্লাহর নামে শপথ! এ বিষয়ে আমাদের কিছু জানা নেই। তোমরা আমার কথা স্মরণ রাখবে যে, এ রাতে এ উম্মতের শেষ নবী জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁর দু'কাঁধের মাঝে নবুয়তের এক নিদর্শন থাকবে। যা ঘোড়ার কাঁধের পশমের মত। সে তাফরিজাত নামের এক জ্বিনের অনিষ্ঠতার কারণে দু'দিন পর্যন্ত মায়ের বুকের দুগ্ধ পান করতে পারবে না। এ কথা শুনে মজলিসের লোক খুব বিস্মিত হয়ে চলে গেল। লোকেরা নিজ নিজ বাড়িতে পৌঁছে লোকের কাছে জানতে পারল যে, আজ রাতে এক শিশু জন্মগ্রহণ করেছেন। লোকেরা বলল, আজ রাতে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মোত্তালিবের ঔরশে এক শিশু পুত্র জন্মগ্রহণ করেছে, যার নাম রাখা হয়েছে মোহাম্মদ। লোকেরা ঐ ইহুদি ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করে তাকে আজ রাতে এক শিশু জন্মগহণের কথা অবহিত করল। তখন ইহুদি বলল, তোমরা আমার সাথে চল, আমি ঐ শিশুকে দেখবো।

অত:পর লোকেরা, ইহুদি লোকটিকে নিয়ে আমিনার কুটিরে উপস্থিত হলো। আর আমেনাকে বলল, তোমার পুত্রকে আমাদের কাছে নিয়ে আস, আমরা তাকে দেখবো। অত:পর শিশুকে তার কাছে নিয়ে আসলে তার পিঠ থেকে কাপড় খুলে নবুয়তের নিদর্শন অবলোকন করল। নিদর্শন অবলোকন করেই ইহুদি লোকটি অচেতন হয়ে পড়ল।

فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ ذَهَبَتِ النُّبُوَّةُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ أَمَا وَاللهِ لَيَسْطُوَنَّ بِكُمْ سَطْوَةً يَخْرُجُ خَبَرُهَا مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ* وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِنَّهُ قَالَ كَانَتْ آمِنَةُ تُحَدِّثُ وَتَقُولُ * أَتَانِي آتٍ حِينَ مَرَّ بِي مِنْ حَمْلِي سِتَّةُ أَشْهُرٍ فِي الْمَنَامِ وَقَالَ إِنَّكِ حَمَلْتِ بِسَيِّدِ الْعَالَمِينَ فَإِذَا وَلَدْتِهِ فَسَمِّيهِ مُحَمَّدًا وَاكْتُمِي شَأْنَكِ.

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

চেতনা ফিরে আসার পর লোকেরা জিজ্ঞেসা করল তোমার হয়েছে কি? তখন সে বলল, আল্লাহর নামের শপথ করে বলছি, ইসরাঈলী গোত্র থেকে নবুয়তের অবসান ঘটেছে। ঐ রাতে নবী হওয়া চিরতরে বন্ধ হয়েছে। হে কুরাইশ সম্প্রদায় তোমরা খুশি হও যে, এ কুরাইশি শিশু হচ্ছে পূর্ব প্রান্ত থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত সমগ্র পৃথিবীর কল্যাণের প্রতীক, সর্বত্র তাঁর নাম প্রচারিত হবে। সে রাষ্ট্র পরিচালনা করবে। ইবনে সায়াদ, হাকেম, বায়হাকী আবু নাঈম নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাতার প্রসবকালীন অবস্থা বর্ণনায় বলেন, গর্ভের ছ'মাস অতিবাহিত হওয়ার পর আমি স্বপ্নে দেখলাম, এক ব্যক্তি আমাকে অবহিত করল যে, হে আমেনা নিশ্চয়ই তুমি এমন একজন লোককে গর্ভে ধারণ করেছ যিনি হচ্ছেন সমগ্র জাহানের সম্রাট বা নেতা। এ সন্তান ভুমিষ্ট হলে তুমি তার নাম রাখবে মুহাম্মদ এবং তাঁর শান গোপন রাখবে।

يَا رَسُولَ اللهِ يَا جَدَّ الْحُسَيْنِ * كُنْ شَفِيعِي يَا إِمَامَ الْحَرَمَيْنِ
خِيَرَةُ اللهِ مِنَ الْخَلْقِ أَبِي * بَعْدَ جَدِّي وَأَنَا ابْنُ الْخِيَرَتَيْنِ
عَبَدَ اللهَ غُلَامًا نَاشِئًا * وَقُرَيْشٌ يَعْبُدُونَ الْوَثَنَيْنِ
يَعْبُدُونَ اللَّاتَ وَالْعُزَّى مَعًا * وَعَلِيٌّ طَافَ نَحْوَ الْحَرَمَيْنِ
أُمِّيَ الزَّهْرَاءُ حَقًّا وَأَبِي * وَارِثُ الْعِلْمِ وَمَوْلَى الثَّقَلَيْنِ
وَالِدِي شَمْسٌ وَأُمِّي قَمَرٌ * وَأَنَا الْكَوْكَبُ وَابْنُ الْقَمَرَيْنِ
فِضَّةٌ قَدْ خَلَصَتْ مِنْ ذَهَبٍ * وَأَنَا الْفِضَّةُ وَابْنُ الذَّهَبَيْنِ
مَنْ لَهُ أَبٌ كَأَبِي حَيْدَرٍ * قَاتِلِ الْكُفَّارِ فِي بَدْرٍ حُنَيْنْ
مَنْ لَهُ أُمٌّ كَأُمِّي فَاطِمَةْ * بِضْعَةُ الْمُخْتَارِ قُرَّةُ كُلِّ عَينٍ
مَنْ لَهُ عَمٌّ كَعَمِّي جَعْفَرٍ * ذِي الْجَنَا حَينِ صَحِيحِ النَّسَبَيْنِ
مَنْ لَهُ جَدٌّ كَجَدِّي الْمُصْطَفَى * سَيِّدُ الْكَوْنَيْنِ نُورُ الظُّلُمَتَيْنِ
نَحْنُ أَصْحَابُ الْعَبَا خَمْسَتُنَا * قَدْ مَلَكْنَا شَرْقَهَا وَالْمَغْرِبَيْنِ
نَحْنُ جِبْرِيلُ غَدَا سَادِسُنَا * وَلَنَا الْكَعْبَةُ ثُمَّ الْحَرَمَيْنِ
عصبة المختار قروا أعينا * في غد تسقون من كف الحسين

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আগমন প্রসঙ্গে জিব্রাইল (আ.) এর আগাম ঘোষণা:

وفي خبر أخر لما أراد الله عز و جل أن يظهر خيرته من خلقه *وصفوته من عباده *وأن ينير الأرض بعد ظلامها *وأن يغسلها من دنسها وأثامها ويزيل طواغيتها وأصنامها *نادي طاوس الملائكة جبريل الأمين عليه السلام في السموات وعند حملة العرش وعند سدرة المنتهي وفي جنة المأوي*ألا وان الله الكريم قد تمت كلمته ونفذت حكمته وأن وعده الذي وعد به من اظهار البشير النذير السراج المنير *الشافع المشفع في اليوم العسير الذي يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر *صاحب الأمانة والديانة والصبيانة الصيانت والمجاهد في سبيل الله حق جهاده *وخيرته الله من عباده ونور الله في بلاده * قد ختم الله به النبيين وجعله رحمة للعالمين *وسماه احمدا ومحمدا وطه ويس *وأعطاه الشفاعة في المذنبين *ونسخ بدينه وشريعته كل دين *صلي الله عليه وعلي أله اصحابه اجمعين *قال فعند ذالك ضجت الملائكة بالتسبيح والثناء لرب العالمين وفتحت أبواب الجنان وأغلقت أبواب النيران وأينعت أشجار الجنة وأزهرت بالنباتات وتعطرت الحور والولدان *وغنت الأطيار باللغات وانتفقت الأنهار بالخمور والأعسال والألبان *وترنمت الأطيار علي الأغصان موحدة بتقديس الملك الرحمن *وضجت الأملاك بالاستبشار بمحمد المصطفي المختار صلي الله عليه وسلم ما دام الملك لله العزيز الغفار ورفعت الحجب والأستار وتجلي لهم علام الغيوب *لا اله الا الله وحده لا شريك له كشاف الكروب * قال فلما فرغ جبرئيل عليه السلام من أهل السموات أمره الله أن ينزل الي الأرض في مائة ألف من الملائكة فيتفرقون في اللأرض وعلي رؤس الجبال والجزائر والبحار وسائر الأقطار حتي

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

بَشِّرُوا أَهْلَ الْأَرْضِ السَّابِعَةِ السُّفْلَي وَمُسْتَقَرَّ الْحُوتِ فَمَنْ عَلِمَ اللهُ مِنْهُ الْقَبُولَ جَعَلَهُ تَقِيًا نَقِيًا طَاهِرًا زَكِيًا اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنَ الْمَقْبُولِيْنَ بِجَاهِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَي آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيْمًا-

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, মহান আল্লাহ পাক যখন তাঁর সৃষ্টি জগতের সর্বোত্তম ব্যক্তিকে প্রকাশ করতে ইচ্ছা করলেন এবং তাঁর বান্দাদের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিকে প্রেরণ করতে ইচ্ছা করলেন, আর দুনিয়ার অন্ধকার দূর করে আলোকিত করতে এবং যমীনকে ময়লা-আবর্জনা, অপবিত্রতা ও অপরাধ হতে পবিত্র করতে এবং জমিন থেকে মূর্তি পূজা ও নাফরমানী দূর করতে ইচ্ছা করলেন, তখন ময়ূররূপী ফেরেশতা হযরত জিব্রাইল (আ.) চারটি স্থানে ঘোষাণা দিলেন, যথাঃ-

১. আসমানে ২. আরশ বহনকারী ফেরেস্তাদের নিকট ৩. সিদরাতুল মোনতাহার নিকট ৪. জান্নাতুল মাওয়ায়।

ঘোষণাটি এই শুনুন, নিশ্চয়ই দয়াময় আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর অঙ্গীকার পূর্ণ করেছেন। তাঁর হেকমত বাস্তবায়ন করেছেন। আর তিনি যে ওয়াদা দিয়েছেন যে, একজন সু-সংবাদ দাতা, ভীতি-প্রদর্শনকারী, সিরাজাম মুনীরা (উজ্জ্বল আলোক বর্তিকাময়) ও মহা সংকটের দিন, কেয়ামতের দিন শাফায়াতকারী প্রেরণ যিনি সৎ কাজের আদেশ করবেন এবং অসৎ কাজ থেকে বাঁধা প্রদান করবেন। যিনি আমানাতদার, দীনদার, সংরক্ষণকারী, আল্লাহর পথে পরিপূর্ণভাবে জিহাদকারী, আল্লাহর ইবাদতকারী বান্দাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ তাঁর সৃষ্টি জগতের নূর যার মাধ্যমে আল্লাহ পাক নবুয়তের দরজা বন্ধ করেছেন এবং তাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত স্বরূপ বানিয়েছেন। আর আল্লাহ পাক নাম রেখেছেন আহমদ, মোহাম্মদ, ত্বহা, ইয়াসীন। আর তিনি তাকে গোনাহগারদের জন্য শাফায়াতের অধিকার দিয়েছেন আর তাঁর দীন ও শরীয়তের দ্বারা অন্যান্য সকল ধর্ম, শরীয়ত বাতিল ও রহিত করেছেন। রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর প্রতি তাঁর পরিবারবর্গ ও সকল সঙ্গীগণের উপর। বর্ণনাকারী বলেন, এই ঘোষণার পরে ফেরেশতাগন আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীনের তাসবীহ ও প্রশংসায় হইচই শুরু করলেন। জান্নাতের দরজাগুলো খুলে গেল, জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ হয়ে গেল।জান্নাতের গাছগুলো পরিপক্ষ গল্ এবংফুল যুক্ত ফসলে সু-সজ্জিত হলো। জান্নাতী হুর ও খাবার পরিবেশনকারী বালকগুলো সুগন্ধ হলো। পাখিগুলো বিভিন্ন ভাষা ও সুরের গান গাইতে লাগল। জান্নাতী নহরসমূহ মধুর ও দুধের সুরঙ্গ পথ তৈরী করল। আর পাখিগুলো গাছের ডালে বসে একাকী গুনগুনিয়ে দয়াময় আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পবিত্রতা বর্ণনা করল, নির্বাচিত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আগমনের সু-সংবাদে সকল বাদশাহদের রাজপ্রাসাদে শোরগোল পড়ে গেল। যতক্ষণ না মার্জনাকারী মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ পাকের ক্ষমতা বিরাজমান। আর

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সকল আবরণ আচ্ছাদন ও পর্দা দূরীভূত হল। আর তাদের সামনে উদ্ভাসিত হ[য়ে] আলামুল গায়িব তিনি এক, অদ্বিতীয়, যার কোন শরীক নেই, যিনি দুঃখ-ক[ষ্ট] দূরকারী।

বর্ণনাকারী বলেন, অত:পর যখন হযরত জিব্রাইল (আ.) আসমান বাসীদে[র] কাছে সু-সংবাদ পৌঁছানো শেষ করলেন তখন আল্লাহ পাক তাকে এক ল[ক্ষ] ফেরেশতা দিয়ে প্রেরণ করলেন এবং হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ[র] আগমনে সু-সংবাদ প্রদানের নির্দেশ দিলেন। অত:পর ঐ ফেরেস্তাগণ জমীনে[র] বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়লেন এমনকি তারা পাহাড়ের চূড়ার দ্বীপসমূহে এ[বং] পৃথিবীর সকল প্রান্তে তাঁর সু-সংবাদ পৌঁছে দিল। আর তারা সপ্ত জমীনের সক[ল] অধিবাসীদের কাছে, মাছের কাছেও তার সু-সংবাদ পৌঁছে দিলেন। আর আল্লা[হ] পাক যাকে চাইলেন তাকে মুত্তাকি পরহেজগার, পুত-পবিত্র করলেন। পরিশে[ষে] করলেন, হে আল্লাহ আমাদেরকে সাইয়্যেদুল মুরছালিন হুযূর পাক সাল্লাল্লা[হু] আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মর্যাদা, গৌরবের অছিলায় মকবুল বান্দাদের অন্তর্ভু[ক্ত] করুন। দরূদ ও সালাম তাঁর প্রতি তাঁর পরিবার ও সকল সঙ্গীগণের উপর বর্ষি[ত] হোক।

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى الْمُصْطَفَى * نَبِي الرِّسَالَةِ وَبَحْرِ الْوَفَا

مِنْ أَعْجَبِ الْأَمْرِ هٰذَا الْخَفَا * وَهٰذَا الظُّهُورُ لِأَهْلِ الْوَفَا

وَمَا فِي الْوُجُودِ سِوَى وَاحِدٍ * وَلٰكِنْ تَكَدَّرَ لَمَّا صَفَا

أَصْلُ جَمِيعِ الْوَرَى نُقْطَةٌ * عَلَى عَيْنِ أَمْرٍ بَدَتْ أَحْرُفَا

تِلْكَ الْحُرُوفُ غَدَتْ كَلِمَةً * فَكَانَتْ مَشُوقَ الْحَشَى الْمُدْنَفَا

إِنْ قُلْتَ لَا شَيْءَ قُلْنَا نَعَمْ * هُوَ الْحَقُّ وَالشَّيْءُ فِيهِ اخْتَفَا

إِنْ قُلْتَ شَيْئًا يَقُولُ الَّذِي * لَهُ الْحَقُّ أَثْبَتَ كَيْفَ انْتَفَا

وَضَجَّ الْحَسُودُ وَلَمْ يَتَعَدَّ * وَلَامَ الْعَذُولُ وَمَا أَنْصَفَا

وَقَدْ حَالَ بَيْنَكَ يَا عَاذِلِي * وَبَيْنِي بِأَنَّكَ لَنْ تَعْرِفَا

وَأَيْنَ ضُلُوعِي الَّتِي فِي لَظَى * وَأَيْنَ زَفِيرِي الَّذِي مَا انْطَفَى

وَأَيْنَ دُمُوعِي تِلْكَ الَّتِي * تَسِيلُ وَجَفْنِي الَّذِي مَا غَفَا

أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْمُحِبِّينَ لَا * يَرَوْنَ النَّعِيمَ بِغَيْرِ الْجَفَا

فَمَهْلًا رُوَيْدًا كَأَنِّي امْرُؤٌ * تَرَكْتُ سُلْوَى لِمَنْ عَنَفَا

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

وَخَلَّفْتَ خَلْفِي جَمِيعَ الوَرَى * وَقَلْبِي عَلَى قَلْبِهِ أَشْرَفَا
وَلَمَّا شَرِبْتُ كُؤُوسَ الْهَنَا * وَذُقْتُ الْمُدَامَةَ وَالْقَرْقَفَا
أُزِيلَتْ صِفَاتِي فَلاَ وَصْفَ لِي * عُيُونِي أَضَاءَتْ بِمَنْ اخْتَفَى
فَمَا أَنَا إِلاَّ هَيُولُ الْوَرَى * وَلَمْعَةُ نُورٍ مِنَ الْمُصْطَفَى
خَلِيلَيَّ قُومَا بِنَا لِلْحِمَى * عَسَانَا نَرَى الآنَ شَاءَ الأَ هَيْفَا
وَعُوجَا عَلَى سَفْحِ تِلْكَ اللِّوَى * وَإِنْ جِئْتُمَا دَارَ سَلْمَى قِفَا
فَإِنِّي مَشُوقٌ كَثِيرُ الْجَوَى * عَسَى الْحُبُّ بِالْوَصْلِ أَنْ يَعْطِفَا

হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর গুণাবলী প্রসঙ্গে

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ :سَأَلْتُ عَلِيَّ ابْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ صِفَاتِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ :اِعْلَمْ أَنَّهُ رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ *وَقَائِدُ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِينَ *وَسَيِّدُ جَمِيعِ الأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ *وَالَّذِي كَانَ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّيْنِ * رَؤُفٌ بِالْمُؤْمِنِينَ شَفِيعٌ بِالْمُذْنِبِينَ *وَرَسُولٌ إِلَي كَافَّةِ الْخَلْقِ أَجْمَعِينَ *كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَي فِي كِتَابِهِ الْمُبِينِ * مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ *

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (রা.) এর কাছে রাসূল (সা.) এর গুণাবলী সম্পর্কে জানতে চাইলে আলী (রা:) বলেন, তোমরা জেনে রাখ যে, নিশ্চয়ই হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন, উজ্জ্বল ও শুভ্র 'পা' এর অধিকারীগণের সর্দার যিনি সকল নবী ও রাসূলদের ইমাম। তিনি সেই সময়ে নবী ছিলেন, যখন আদম (আ.) পানি ও মাটিতে অবস্থান করছিলেন, তিনি ঈমানদার বান্দাগনের জন্য সহানভুতিশীল, গুনাহগারদের জন্য শাফায়াতকারী, যিনি রাসূল রূপে প্রেরিত হয়েছেন সকল সৃষ্টি জীবের জন্য যেমনিভাবে মহান আল্লাহ পাক সুস্পষ্ট কিতাব কুরআনুল কারীমে ইরশাদ করেন- مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ *

অর্থঃ মুহাম্মদ (সা.) তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নন: বরং তিনি ছিলেন আল্লাহপাক এর প্রেরিত রাসূল ও সর্বশেষ নবী (সূরা আহযাব:৪০)

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

صَاحِبُ الْحَوْضِ الْمَوْرُوْدِ *وَالْمَقَامِ الْمَحْمُوْدِ وَاللِّوَاءِ الْمَعْقُوْدِ *وَالشَّفَاعَةِ الْعُظْمَىٰ فِي الْيَوْمِ الْمَوْعُوْدِ اِمَامٌ هَاشِمِيٌّ وَرَسُوْلٌ قُرَيْشِيٌّ *وَنَبِيٌّ حَرَمِيٌّ * مَكِّيٌّ مَدَنِيٌّ اَبْطَحِيٌّ تِهَامِيٌّ * اَصْلُهُ آدَمِيٌّ وَفَرْعُهُ نِزَارِيٌّ وَحَسَبُهُ اِبْرَاهِيْمِيٌّ *وَنَسَبُهُ اِسْمَاعِيْلِيٌّ *وَشَخْصُهُ عَلَوِيٌّ وَنُوْرُهُ قَمَرِيٌّ *وَلِسَانُهُ عَرَبِيٌّ*وَقَلْبُهُ رَحْمَانِيٌّ *وَبُقْعَتُهُ حِجَازِيٌّ *رَسُوْلُ الثَّقَلَيْنِ *لَابِالطَّوِيْلِ الذَّاهِبِ وَلَابِالْقَصِيْرِ الدَّانِي *اَبْيَضُ اللَّوْنِ مُشَرَّبٌ بِالْحُمْرَةِ *اَقْنَي الْاَنْفِ اَدْعَجُ الْعَيْنَيْنِ اَزَجُّ الْحَاجِبَيْنِ *اَشْعَرُ الذِّرَاعَيْنِ بَرَّاقُ الْجَبِيْنِ اَكْحَلُ الْمُقْلَتَيْنِ بَاسِطُ الْيَدَيْنِ عَظِيْمُ الْمَنْكِبَيْنِ شَثْنُ الْكَفَّيْنِ قَامَتُهُ بَيْنَ الْقَامَتَيْنِ اِذَاقَامَ مَعَ النَّاسِ اَمَّهُمْ بِالْقِيَامِ وَاِذَا مَشَي مَعَهُمْ كَاَنَّهُ سَحَابٌ مُظَلَّلٌ بِالْغَمَامِ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ تَعَالَي اَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ *نَبِيُّ الْحَرَمَيْنِ*

মহানবী (সা.) হলেন হাউজে কাওছারের অধিকারী তা একটি জান্নাতী নহরের নাম। তাঁর উম্মতগণ এর পানি পান করার জন্য অবতরণ করবে। মাওরুদ অর্থ হলো- পানি পান করার জন্য অবতরণ করার ঘাট এবং তিনি মাকামে মাহমুদের অধিকারী যা চতুর্থ আসমানে অবস্থিত। সেখানে হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'য়ালার অশেষ গুণগান ও প্রশংসা করবেন। এই জন্য একে মাকামে মাহমুদ বলা হয় এবং তিনি সু-উচ্চ ঝান্ডার অধিকারী যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ শাফায়াতের অধিকারী কিয়ামত দিবসে, যে কেয়ামত নি:সন্দেহ সংগঠিত হইবে। কেননা এ ব্যাপারে আল্লাহ ওয়াদা করেছেন এবং আল্লাহ ওয়াদার খেলাপ করবেন না। তিনি সমস্ত উম্মতের ইমাম।তিনি(তার পরদাদা হাশিমের নাম অনুযায়ী) হাশিম বংশে জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি আখেরী জামানার আল্লাহ পাকের প্রেরিত রাসূল।তিনি সমস্ত পৃথিবীর সেরা সম্মানিত কুরাইশ বংশে আবির্ভূত হয়েছেন এবং তিনি মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফ উভয় হরমের নবী। তিনি কংকর বিশিষ্ট উচ্চ জমিনের ও নিম্ন ভূমির অধিবাসী। হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মূলত মানবজাতির অন্তর ভুক্ত এবং নাজ্জারী অংশে তাঁর জন্ম এবং তাঁর পূর্বপুরুষ হযরত ইব্রাহিম (আ.) এবং তিনি ইসমাঈল (আ.) এর বংশধর এবং তাঁর ব্যক্তিত্ব হলো উচ্চ সুমহান এবং তাঁর দেহের উজ্জ্বলতা হলো চাঁদের মতো এবং তাঁর ভাষা হলো আরবী এবং তাঁর হৃদয় হলো খোদা প্রদত্ত এবং তাঁর ভূ-খন্ড হলো হেজাজী বা আরবদেশ। তিনি জ্বিন ও ইনসান দুই জাতির জন্য প্রেরিত রাসূল এবং তিনি যুগ অনুপাতে খুব দীর্ঘকায় ছিলেন না এবং খুব খর্বকায়ও ছিলেন না। তাঁর

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

গায়ের রং শুভ্র-লাল মিশ্রিত ছিল। আর তাঁর নাসিকা তরবারির ন্যায় বাঁকা ছিল। আর চক্ষুদ্বয় বড় বড় ও কালো তারাডাগর চাহনি বিশিষ্ট।

তাঁর চোখের ভ্রুদ্বয় মিলানো ছিল। দুই হাতের ডানা পশম বিশিষ্ট। দুই পাশের চোয়াল উজ্জ্বল। মুখমন্ডলের দুইপাশের চোয়াল উজ্জ্বল দীপ্তমান ছিল। তার নয়নের পাতাদ্বয় সুরমামন্ডিত। কাবযুগল বড়। দেহের কাঠামো মাঝামাঝি ধরনের ছিল এবং যখন মানুষের মাঝে দাঁড়াতেন তখন তাদের নেতার মতোই মনে হত। যখন সমসাময়িক লোকদের সাথে গমনাগমন করতেন তখন মনে হত, যেন খোদা প্রদত্ত মেঘমালার ছায়া তাঁর উপর পতিত হচ্ছে। সেই নবীর উপর সর্বোত্তম সালাত-সালাম বর্ষিত হোক।তিনি মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফের উভয় হরমের নবী।

صَاحِبُ قَابَ قَوسَينِ نَبِيُّ الرَّحْمَةِ عَلَى الهِمَّةِ شَفِيعُ الاُمَّةِ وَاضِحُ الْبَيَانِ فَصِيحُ اللِّسَانِ طَيِّبُ العَرَقِ جَمِيلُ الذِّكْرِ جَلِيلُ الْقَدْرِ حَسَنُ الخَلْقِ جَمِيلُ الْخلقِ حَدِيدُ الطَّرْفَينِ لَا حِجَابَ لَهُ اَجْمَلُ الاَنَامِ حُلْوُ الكَلَامِ مُبْدِى السَّلَامِ رُكْنُ الاِسْلَامِ رَسُولُ الْمَلِكِ الْعَلَّامِ عَلَيهِ صَلَوَاتُ اللهِ الْمَلِكِ ذِى الْجَلَالِ وَالاِكْرَامِ * مُبْطِلُ الْبَدَائِعِ وَمُظْهِرُ الشَّرَائِعِ * نَاسِخُ الْمِلَلِ وَفَاتِحُ الدُّوَلِ * كَثِيرُ الْحَيَاءِ وَاسِعُ الصَّدْرِ دَائِمُ الْبُكَاءِ كَثِيرُ الذِّكْرِ اَمِينُ السَّمَاءِ كَاتِمُ السِّرِّ وَخَاتِمُ الرُّسُلِ جَزِيلُ الْعَطَاءِ.

হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্বাবা কওছাইনের মালিক ছিলেন। অর্থাৎ একটি বৃত্তের অর্ধেককে ক্বওছ বলে যা একটি ধনুকের মতো দেখায়। ধনুকের ছিলা টানলে দুই মাথা-যেরূপ দেখায়। ধনুকের ছিলা টানলে দুই মাথা যেরূপ নিকটবর্তী হয় হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'য়ালার ততখানি নিকটবর্তী হন। তিনি রহমতের নবী ছিলেন অর্থাৎ সমস্ত মখলুকের জন্য তিনি রহমত স্বরূপ ছিলেন। উচ্চ সাহসী ছিলেন। তিনি উম্মতের জন্য সুপারিশকারী এবং তিনি ছিলেন স্পষ্টভাষী, বিশুদ্ধ পরিষ্কার বাকশক্তিসম্পন্ন সুন্দর আলোচক। বিরাট সম্মানিত, সুন্দর চরিত্রবান, সুন্দর অবয়ব বিশিষ্ট দেহধারী, তাঁর জাহের বাতেন উভয় তীক্ষ্ম ছিল এবং উভয়ের মধ্যে কোন পর্দা ছিল না। মখলুকতের মধ্যে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রীমান ছিলেন, তাঁর মুখের ভাষা ছিল সুমধুর, সর্ব প্রথম সালামদাতা, ইসলাম ধর্মের স্তম্ভ ছিলেন। তিনি মালিকুল আল্লাম আল্লাহ তায়ালার রাসুল ছিলেন। মর্যাদা এবং সম্মানের অধিকারী সম্রাট ছিলেন। আল্লাহ তায়ালার রহমতে কামেলা তাঁর উপর বর্ষিত হোক। তিনি বিদয়াতে সাইয়্যেয়ার ধ্বংসকারী শরীয়তে ইসলামীর প্রকাশস্থল। সমস্ত বাতিল

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ধর্ম রহিতকারী, এবং অনেক রাষ্ট্র বিজয়ী, তিনি অধিক লজ্জাশীল, প্রশস্ত বক্ষ বিশিষ্ট ছিলেন। তিনি সর্বদা রোদনকারী ও আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী ছিলেন। আসমান জমিনের মধ্যে বিশ্বাসী ছিলেন। গোপনতথ্য গোপনকারী সমস্ত রাসূলগনের আগমন সমাপ্তকারী, তিনি বিরাট দাতা ছিলেন।

لم تعبه تجلة* ولم تزره صعلة واخبر الذئب عن رسالته والضب عن نبوته وقام البراق اجلالا لحرمته حتى عاد الى اركانه لهيئته ونبع الماء الطهور من بين اصابعه حتى احتاج العسكر الى منافعه وتكلم الحصى فى يده ونطق له الرضيع نطقا بانه الرسول المرتضى حقا حقا* قائم بامر الله موف بوعد الله مشمر لمرضاة الله منصور من عند الله ساتر العورات وغافر العثران قامع الشهوات كاتم المصيبات* صوام النهار قوام الليل ناصر البررة وواكس الكفرة وقاتل الخوارج والفجرة وكان سهلا عند المصافحة * عدلا عند المقاسمة * سباقا عند المعاملة شجاعا عند المقاتلة مفلج الثنايا قليل الضحك كثير التبسم قليل التنعم شجى الترنم مشخص التقدم * محج القول رزين العقل عفيف النفس مدور الوجه اجعد الشعر سواده كالليل البهيم * وشعره نازل مسرح متصل الى شحمتى اذنيه اذا وفر.

তার ক্লান্তি প্রকাশিত হত না, অভাব অনটন তার সম্মুখীন হত না। নেকড়ে বাঘ তার রেসালাতের এবং ভালুক তার নবুয়াতের খবর দিয়েছে এবং বোরাক তার সম্মানার্থে নিজ অবস্থায় দাঁড়িয়ে রয়েছে যে পর্যন্ত না তিনি খুঁটি পর্যন্ত ফিরে আসছেন। হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আঙ্গুলিসমূহ হতে পবিত্র পানি প্রবাহিত হয়েছে সৈন্যদের প্রয়োজন পূর্ন হওয়া পর্যন্ত। কংকরসমূহ তার হাতের মুঠোয় কথা বলেছে এবং দুগ্ধপোষ্য শিশু তার সাথে কথা বলেছে, যে তিনি সত্য সত্য আল্লাহর মনোনীত রাসূল। আল্লাহর নির্দেশ প্রতিষ্ঠাকারী, আল্লাহর অঙ্গীকার পূরণকারী ও অস্ত্রধারণকারী, আল্লাহরই পক্ষ হতে সাহায্যপ্রাপ্ত, লজ্জাস্থান আবরণকারী, পদস্খলিতকে ক্ষমাকারী। কাম-রিপুর মূল উচ্ছেদকারী, বিপদ-আপদকে গোপনকারী, দিনে অধিক রোজা পালনকারী, নামাজে বহু রাত যাপনকারী, নেক বান্দাগনকে সাহায্যকারী, কাফেরদিগকে অবমূল্যায়নকারী, মুরতাদদিগকে এবং ফাসিকদিগকে হত্যাকারী এবং মুছাফাহা করার সময় হাত ছেড়ে দিয়ে বিলম্বকারী, পরস্পর বন্টনে ইনসাফকারী, লেন-দেনের ক্ষেত্রে অগ্রগামী, যুদ্ধক্ষেত্রে বীরপুরুষ, ছানায়ে উলিয়া দন্তদ্বয় আক্রমন

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
করার জন্য প্রকাশকারী, কম হাসি প্রকাশকারী। অধিক মুচকি হাসি প্রকাশকারী, কম বিলাসী, গুনগুন করে কম গায়ক, সামনে অগ্রসর হওয়ার জন্য দর্শনকারী, গাম্ভীর্যপূর্ণ জ্ঞানী। অমুখাপেক্ষী হৃদয়, গোল মুখমন্ডল, অধিক কোকড়া চুল বিশিষ্ট যার কৃষ্ণতা কালো রাতের মতো তার কেশরাজি ঝুলন্ত, লম্বা দুই কানের লতি পর্যন্ত যখন পূর্ণ লম্বা হয়।

وَلَهُ شَعْرَتَانِ فِىْ جَسَدِهِ كَانَّهُمَا الْمِسْكُ الْاَذْفَرُ وَلَيْسَ فِىْ جَسَدِهِ سِوَاهُمَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَطْيَبُ النَّاسِ رِيْحًا وَاَسْمَحُ النَّاسِ كَفًّا وَاِذَا سَلَّمَ عَلَيْهِ اَحَدٌ اَوْ صَافَحَهُ وَجَدَ فِىْ كَفِّهِ رَائِحَةَ الْفِرْدَوْسِ اِلٰى ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ بِلَيَالِيْهَا: وَاِذَا رَاَيْتَهُ جَالِسًا فِىْ صَحْنِ الْمَسْجِدِ كَاَنَّهُ الْبَدْرُ الْمُنِيْرُ قَدْ طَلَعَ فِىْ لَيْلَةِ اَرْبَعَ عَشَرَةَ وَجَبِيْنُهُ يَتَلَأْلَأُ نُوْرًا بِنُوْرِ النُّبُوَّةِ *كَمَا يَتَلَأْلَأُ الْقَمَرُ لَيْلَةَ الْبَدْرِ جَعَلَهُ اللهُ رَسُوْلًا كَرِيْمًا قَسِيْمًا وَسِيْمًا *

হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শরীরে দু'টি চুল ছিল মৃগণাভির ন্যায় সুগন্ধ বিশিষ্ট ঐ দুটো পশম ব্যতীত আর কোন পশম শরীরে ছিল না। তিনি সমস্ত মানুষ অপেক্ষা অধিক সুগন্ধি বিশিষ্ট ছিলেন। সমস্ত মানুষ অপেক্ষা তার হাতের তালু অধিক উদার বা বদান্য ছিল। যদি কেহ তাকে সালাম এবং মোসাফাহা করত সে নিজের হাতের তালুতে জান্নাতুল ফেরদাউসের সু-গন্ধি তিন দিন তিন রাত পর্যন্ত পেত। যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে নববীর আঙ্গিনায় উপবেশন করতেন, তখন যেন তাকে চৌদ্দ তারিখের পূর্ণিমার চাঁদের মত দেখা যেত, যেন তা চৌদ্দ তারিখে অবতীর্ণ হয়েছে এবং তার ললাট মোবারক নবুয়তী নূরে ঝলমল করছে। যেমন পূর্ণিমার চাঁদ ঝলমল করে উদিত হয়। আল্লাহ তাঁকে সম্মানিত রাসূল ও কমনীয় লাবন্যময় তা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন।

وَفِىْ عَيْنَيْهِ دَعَجٌ وَشَفَتَاهُ يَسْطَعُ مِنْهُمَا النُّوْرُ * وَبَيْنَ كَتِفَيْهِ خَاتَمُ النُّبُوَّةِ مَكْتُوْبٌ فِيْهِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِسْمُهُ فِى الدُّنْيَا مُحَمَّدٌ لِاَنَّهُ مَحْمُوْدٌ عِنْدَ اللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَاسْمُهُ نَذِيْرٌ لِاَنَّهُ يُنْذِرُ مِنَ النَّارِ وَاسْمُهُ بَشِيْرٌ لِاَنَّهُ يُبَشِّرُ بِالْجَنَّةِ وَاسْمُهُ سِرَاجٌ لِاَنَّهُ سِرَاجٌ لِاُمَّتِهِ وَاسْمُهُ الْمُرْتَضٰى لِاَنَّ اللهَ تَعَالٰى يُرْضِيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُشَفِّعُهُ فِىْ اُمَّتِهِ وَاَنْزَلَ الْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ عَلَيْهِ اَظْهَرَ الْاِسْلَامَ وَنَصَحَ اُمَّتَهُ وَعَبَدَ رَبَّهُ حَتّٰى اَتَاهُ الْيَقِيْنُ * وَكَانَ لَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

وسلم من العمر ثلاث وستون سنة وكان اطوع الانبياء لله تعالى وكان مولده ليلة الاثنين لاثنتى عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الاول قد اظهر الله على يديه المعجزات الباهرات لان هذه لا تكون الا لنبى مرسل الى كافة الناس والخلق اجمعين اللهم صل عليه وعلى اله الى يوم الدين.

তাঁর দু'চোখের পুতলী অত্যন্ত কালো ও বড় ছিল। তাঁর দুই ঠোঁট থেকে নূর বিচ্ছুরিত হত। মহানবী হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দুই কাধের মাঝ বরাবরে নবুয়াত খতম হওয়ার সিলমহর ছিল। তাতে "লা ইলাহা "ইল্লাল্লাহু মুহাম্মুদুর রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম" আরবী হরফে লিপিবদ্ধ ছিল। এই দুনিয়ায় তাঁর নাম মোবারক "মুহাম্মদ" ছিল। কেননা তিনি আল্লাহ এবং ফেরেশতাগনের সমীপে মাহমুদ বা প্রশংসিত ছিলেন। তাঁর এক নাম নাযির বা ভীতি প্রদর্শনকারী ছিল। কেননা তিনি দোযখের ভয় দেখাতেন এবং তাঁর আরেক নাম ছিল বাশির বা সু-সংবাদ দাতা, কেননা তিনি উম্মতগণকে জান্নাতের সু-সংবাদ দিতেন। তাঁর আর এক নাম ছিল ছিরাজ বা বাতি, কেননা তিনি উম্মতের জন্য গোমরাহের অন্ধকারে হেদায়েতের বাতি স্বরূপ ছিলেন। তাঁর এক নাম মুরতাজা বা মনোনীত, কেননা আল্লাহ তা'য়ালা তাকে কেয়ামত দিবসের শাফায়াতের জন্য মনোনীত করবেন। তাঁর উপরে কুরআনে আজীম নাযিল করা হয়েছে। তাঁর উপরেই ইসলাম ধর্ম প্রকাশ করেছেন এবং স্বীয় উম্মতগণকে নছিহত করেছেন এবং তিনি স্বীয় প্রভূর ইবাদত করেছেন এবং তিনি স্বীয় প্রভূর ইবাদত করেছেন। তাঁর ওফাত আসা পর্যন্ত। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দুনিয়ার হায়াতে বয়স ছিল ৬৩ বৎসর। সমস্ত নবীদের অপেক্ষা তিনি অধিক আল্ল-াহর আদেশ পালনকারী ছিলেন। তাঁর জন্মের সময় ছিল সোমবার শেষরাতে রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর দুই হাতে খোলাখুলি মোজেজাসমূহ বা অলৌকিক ঘটনা সমূহ প্রকাশ করেছেন। কেননা এই অলৌকিক ঘটনাবলী নবী-রাসূল ব্যতীত অন্য কারো দ্বারা প্রকাশিত হওয়া সম্ভব নয়। যাদেরকে ম.খলুকতে হেদায়েতের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে তাদের হাতেই মোজেজা প্রকাশিত হওয়া খাছ বা বৈশিষ্ট্য। হে আল্লাহ কেয়ামত পর্যন্ত তাঁর উপরে এবং তাঁর পরিবারবর্গের উপরে সালাত-সালাম নাযিল করেন।

صلوا عليه وسلموا تسليما * حتى تنالوا جنة ونعيما

صلوا على المختار خير البرية * محمد بالعهد كان وفيا

أبدا بمدح الهاشمي الممجدا * طه الذي بالنصر كان مؤيدا

هذا رسول الله هذا محمد * من قبل خلق الكون كان نبيا

هذا الذي قد حن جذع إليه * وانقادت الأشجار شوقا إليه

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

هٰذَا الَّذِي نُوِّرُ الْجَلَالِ عَلَيْهِ * هٰذَا الَّذِي بِالْفَضْلِ أَضْحَى عَلِيًّا
يَا أَحْمَدُ الْمُخْتَارُ إِنَّكَ تَدْرِي * الذَّنْبُ يَا مَوْلَايَ أَثْقَلَ ظَهْرِي
يَا سَيِّدَ الرُّسُلِ تَشَفَّعْ بِوِزْرِي * كَيْلَا أَكُنْ فِي الْحَشْرِ عَبْدًا شَقِيًّا

হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠের ফজিলত:

وَاعْلَمْ يَا أَخِيْ اَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفْضَلُ مِنْ عِتْقِ الرِّقَابِ * وَذٰلِكَ اَنَّ رَجُلًا صَنَعَ وَلِيْمَةً وَدَعَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَجَابَهُ وَخَرَجَ مَعَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ نَحْوَ الْبَيْتِ الَّذِيْ دَعَاهُ فَتَبِعَهُ صَاحِبُ الْوَلِيْمَةِ وَعَدَّ خُطُوَاتِ مَشْيِهٖ فَبَلَغَتْ مِائَةَ خَطْوَةٍ فَأَعْتَقَ صَاحِبُ الْوَلِيْمَةِ مِائَةَ رَقَبَةٍ فَقَالَ الصَّحَابَةُ رِضْوَانُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْنَ قَدْ نَالَ هٰذَا الرَّجُلُ خَيْرًا كَثِيْرًا فَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ الصَّلَاةَ عَلَيَّ اَفْضَلُ مِنْ عِتْقِ الرِّقَابِ *

হে আমার ভাইয়েরা! জেনে রাখুন নিশ্চয়ই হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপরে দরূদ পড়া আল্লাহর আযাব থেকে মুক্তি পাওয়ার সর্বোত্তম পন্থা। এ কারণে যে, অবশ্যই কোন এক সাহাবী তাঁর বিবাহে অলিমা বা বৌভাত খাওয়ানোর আয়োজন করেছেন এবং হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে এ অনুষ্ঠানে দাওয়াত দিয়েছেন, তিনি দাওয়াত কবুল করেছেন। মসজিদ থেকে বের হয়ে ঐ লোকটির সংঙ্গে যে দাওয়াত দিয়েছে তার বাড়ির দিকে রওয়ানা হলেন। অলিমা আয়োজনকারী হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পিছনে পিছনে যেতে লাগলেন এবং হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পদক্ষেপগুলি গণনা করতে লাগলেন। এমনকি হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চলতে চলতে একশত কদমে উপনীত হলেন বা পৌঁছিলেন। অলিমা আয়োজনকারী একশত গোলাম আজাদ করে দিলেন। অত:পর সাহাবায় কেরাম (রা.) বললেন, এই লোকটি অনেক কল্যাণ বা নেকী লাভ করেছে। সাহাবাদের মন্তব্য শুনে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার উপরে দরূদ পাঠ করলে ১০০ গোলাম আযাদ করা অপেক্ষা বেশী সওয়াব হবে। (সুবহানাল্লাহ)

وَرَوٰى مُسْلِمٌ فِيْ صَحِيْحِهٖ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ صَلَاةً وَاحِدَةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ بِهَا

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

عَشْرًا وَمَنْ صَلّٰى عَلَىَّ عَشْرًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا مِائَةً وَمَنْ صَلّٰى عَلَىَّ مِائَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا اَلْفًا وَمَنْ صَلّٰى عَلَىَّ اَلْفًا زَاحَمَ كَتِفُهٗ كَتِفِىْ عَلٰى بَابِ الْجَنَّةِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّفَ وَعَظَّمَ وَعَنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهٗ قَالَ رَغِمَ اَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهٗ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَىَّ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا وَعَنْ اَبِيْهَا اَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ اَخِيْطُ فِى السَّحْرِ ثَوْبًا لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَفَأَ الْمِصْبَاحُ وَسَقَطَتِ الْاِبْرَةُ مِنْ يَدِىْ فَدَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَضَاءَ الْبَيْتُ مِنْ نُوْرِ وَجْهِهٖ فَوَجَدْتُ الْاِبْرَةَ فَقُلْتُ لَهٗ مَا اَشَدَّ ضِيَاءَ وَجْهِكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْوَيْلُ ثُمَّ الْوَيْلُ لِمَنْ لَمْ يَرَنِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقُلْتُ حَبِيْبِىْ وَمَنِ الَّذِىْ لَمْ يَرَكَ؟ قَالَ اَلْبَخِيْلُ فَقُلْتُ حَبِيْبِىْ وَمَنِ الْبَخِيْلُ؟ قَالَ الَّذِىْ ذُكِرْتُ عِنْدَهٗ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَىَّ.

হযরত মুসলিম (রা.) স্বীয় মুসলিম শরীফে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হইতে বর্ণনা করেন যে, নিশ্চয়ই তিনি বলেছেন হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার উপরে একবার দরূদ শরীফ পাঠ করে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর উপরে এর বিনিময় দশটি রহমত নযিল করেন। আর যে ব্যক্তি আমার উপরে দশবার দরূদ পাঠ করে আল্লাহ তা'য়ালা তার উপরে একশত রহমত নাযিল করেন। আর যে ব্যক্তি একশত বার আমার ওপরে দরূদ শরীফ পাঠ করে আল্লাহ তা'য়ালা তার উপরে এক হাজার রহমত নাযিল করেন এবং যে ব্যক্তি আমার উপরে এক হাজার বার দরূদ শরীফ পড়বে তার কাঁধ আমার কাঁধের সাথে জান্নাতের দরজায় ঠেলাঠেলি বা ঠাসাঠাসি করবে এবংসে আমার শাফায়াত অর্জন করবে এবং বিরাট মর্যাদাবান হবে। হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত আছে যে, নিশ্চয়ই তিনি বলেছেন, সেই ব্যক্তি এবং যে ব্যক্তি আমার উপর এক হাজার বার দুরূদ পড়বে তাঁর কাঁধ আমার কাঁধের সাথে জান্নাতের দরজায় ঠেলাঠেলি বা ঠাসাঠাসি করবে এবং শাফায়াত অর্জন করবে এবং বিরাট মর্যাদাবান হবে। হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত আছে যে, নিশ্চয়ই তিনি বলেছেন, সেই ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যে ব্যক্তির নিকট আমার নাম আলোচিত হয়, অথচ সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে না। হযরত আয়শা সিদ্দীকা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, আমি শেষ রাতে হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য কাপড় সেলাই করছিলাম। ইতিমধ্যে হঠাৎ করে আমার চেরাগটি নিভে গেল এবং আমার হাতের সূচটি হাত থেকে পড়ে গেল। এমন

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সময় হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে প্রবেশ করলেন। অত:পর তাঁর চেহারার নূরের আলোতে ঘরখানা আলোকিত হয়ে গেল। সেই আলোতে আমি সূচটি পেয়ে হাতে তুলে নিলাম এবং তাঁকে বললাম, ইয়া রাসূলুলাহ! আপনার চেহারার নূরের আলো অত্যন্ত উজ্জ্বল। অত:পর হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সেই ব্যক্তির জন্য আফসোস। অত:পর আরো আফসোস ঐ ব্যক্তির জন্য যে ব্যক্তি কেয়ামত দিবসে আমাকে দেখতে পাবে না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে আমার হাবীব! সেই ব্যক্তি কে? যে ব্যক্তি আপনাকে দেখতে পাবে না। উত্তরে তিনি বলিলেন, বখিল বা কৃপন ব্যক্তি। পুনরায় জিজ্ঞাসা করলাম, হে আমার হাবীব! সেই কৃপণ ব্যক্তি কে? হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হয় তখন সে ব্যক্তি আমার উপরে দরূদ পড়ে না।

صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا * حَتّٰى تَنَالُوْا جَنَّةً وَنَعِيْمًا
صَلِّ يَا رَبِّ عَلٰى دُرِّ الْمَصُوْنِ * أَحْمَدَ الْهَادِيْ جِلاَ كُلِّ الْعُيُوْنِ
يَا رَسُوْلاً قَدْ عَلاَ فَوْقَ الْعُلاَ * وَبِنَا هَا الْعَصْرُ فِيْهِ وَحَلاَ
خَصَّهُ اللهُ بِقُرْبٍ وَعُلاَ * وَجَمَالٍ جَلَّ ذَاتٍ وَسَنَا
يَا عَظِيْمَ الْجَاهِ عَبْدًا قَدْ أَتٰى * خَئِفًا مِنْ سُوْءِ فِعْلٍ ثَبَتَا
فَاحْمِهِ وَاشْفَعْ بِهِ مِمَّا عَتَا * يَوْمَ لاَ مَالٌ وَلاَ يَنْفَعُ بَنُوْنَ
يَا شَفِيْعَ الْخَلْقِ فِيْ يَوْمِ الْوَعِيْدِ * إِنَّ وِزْرِيْ زَادَ وَالْأَمْرُ شَدِيْدٌ
كُنْ مُغِيْثًا لِيْ فَقَلْبِيْ فِيْ وَعِيْدٍ * وَاَجِرْ ضَيْفَكَ مِنْ رَيْبِ الْمَنُوْنِ
يَا رَسُوْلَ اللهِ أَنْجِدْ يَا أَمِيْنُ * يَا شَفِيْعًا فِيْ غَدٍ لِلْمُذْنِبِيْنَ
يَا حَبِيْبِيْ إِنَّ لِيْ قَلْبًا حَزِيْنًا * يَا مَلاَذًا لاَذَ فِيْهِ الْخَائِفُوْنَ

হযরত আমিনা (রা.) এর সাথে আম্বিয়া (আ.)গণের স্বপ্নে কথোপকথন:

قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ مَنْ قَرَأَ مَوْلِدَ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى مَنْزِلٍ حَفَّتِ الْمَلاَئِكَةُ ذَالِكَ الْمَنْزِلَ سَنَةً كَامِلَةً اِلٰى ذٰلِكَ الْيَوْمِ الَّذِىْ قُرِئَ فِيْهِ مَوْلِدُ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرُوِىَ عَنْ اَبِى الْحَسَنِ عَلِيِّ ابْنِ اَبِىْ طَالِبٍ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّهُ قَالَ اِنَّ الدُّعَاءَ لَا يَصْعَدُ اِلَى السَّمَاءِ وَلَا يَنْزِلُ اِلَى الْاَرْضِ حَتّٰى تُصَلِّيَ عَلٰى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔

কতিপয় ওলামগণ বলেছেন (রা.) যে ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্মকাহিনী পাঠ করে কোন ঘর বা মঞ্জিলে, তখন ফেরেশতাগণ ঐ মঞ্জিল বা ঘরকে (ফেরেশতারা) তাদের পর (ডানা) দিয়ে ঢেকে ফেলে। ঐদিন হতে যেদিন মিলাদ শরীফ পড়া হয়েছে। সেইদিন হতে পূর্ণ এক বৎসর পর্যন্ত পাখা দ্বারা ঢেকে রাখেন।

হযরত আবুল হাসান হযরত আলী ইবনে আবু তালেব (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, নিশ্চয়ই দোয়া আসমান পর্যন্ত আরোহন করে না এবং দোয়া ও জমীনে অবতরণ করে না যে পর্যন্ত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাএর উপরে দরূদ পাঠ না করা হয়।

قَالَتْ اٰمِنَةُ لَمَّا حَمَلْتُ بِحَبِيْبِيْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ اَوَّلِ شَهْرٍ مِنْ حَمْلِيْ وَهُوَ شَهْرُ رَجَبَ الْاَصَمِّ بَيْنَمَا اَنَا ذَاتَ لَيْلَةٍ فِيْ لَذَّةِ الْمَنَامِ * اِذْ دَخَلَ عَلَيَّ رَجُلٌ مَلِيْحُ الْوَجْهِ طَيِّبُ الرَّائِحَةِ وَاَنْوَارُهُ لَائِحَةٌ * وَهُوَ يَقُوْلُ مَرْحَبًا بِكَ يَا مُحَمَّدُ قُلْتُ لَهُ مَنْ اَنْتَ؟ قَالَ اَنَا اٰدَمُ اَبُو الْبَشَرِ * قُلْتُ لَهُ مَا تُرِيْدُ قَالَ اَبْشِرِيْ يَا اٰمِنَةُ فَقَدْ حَمَلْتِ بِسَيِّدِ الْبَشَرِ وَفَخْرِ رَبِيْعَةَ وَمُضَرَ *

হযরত আমিনা (রা.) বলেন, যখন আমি আমার প্রাণপ্রিয় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রেহেম শরীফে ধারণ করলাম, ধারণ করার প্রথম মাস হলো রজবুল আসাম, সে মাসে এক সময় আমি এক রাত্রে স্বপ্নের আবেশে ছিলাম। তখন আমার কক্ষে প্রবেশ করেন এক ব্যক্তি যিনি ছিলেন লাবণ্যময় চেহারা বিশিষ্ট সুঘ্রাণে ভরপুর এবং আলোকোজ্জ্বল। তিনি বলেছিলেন, ইয়া মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে স্বাগতম। হযরত আমিনা (রা.) তাকে বল্লেন; আপনি কে? তিনি বললেন, আমি মানব জাতির পিতা হযরত আদম (আ.) আমি বললাম, আপনার অভিপ্রায় কি? তিনি বললেন, হে হযরত আমিনা (রা.) আপনি সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আপনি মূলতঃ রেহেম শরীফে যাকে ধারণ করেছেন তিনি রবিয়া ও মুদার গোত্রের ফখর (গৌরবের কারণ) যিনি সাইয়্যেদুল বাশার।

وَلَمَّا كَانَ الشَّهْرُ الثَّانِيْ دَخَلَ عَلَيَّ رَجُلٌ وَهُوَ يَقُوْلُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قُلْتُ لَهُ مَنْ اَنْتَ قَالَ اَنَا شِيْثُ قُلْتُ لَهُ مَا تُرِيْدُ قَالَ اَبْشِرِيْ يَا اٰمِنَةُ فَقَدْ حَمَلْتِ بِصَاحِبِ التَّاوِيْلِ وَالْحَدِيْثِ *

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

যখন দ্বিতীয় মাস (শাবান) সমাগত হল তখন এক ব্যক্তি আমার নিকট আগমন করলেন। তিনি বললেন,আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম । হযরত আমিনা (রা.) তাকে বল্লেন;, আপনি কে? তিনি বললেন, আমি হযরত শীশ (আ.) আমি বললাম, আপনার অভিপ্রায় কি? তিনি বললেন হে হযরত আমিনা (রা.) আপনি সুসংবাদ গ্রহণ করুন। নিশ্চয়ই আপনি রেহেম শরীফে এমন এক জনকে ধারণ করেছেন, যিনি রহস্যের উন্মোচক এবং জাওয়ামিউল কালাম, সাহেবে হাদীস।

وَلَمَّا كَانَ الشَّهْرُ الثَّالِثُ دَخَلَ عَلَىَّ رَجُلٌ وَهُوَ يَقُوْلُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللهِ قُلْتُ لَهُ مَنْ اَنْتَ قَالَ اَنَا اِدْرِيْسُ قُلْتُ لَهُ مَا تُرِيْدُ قَالَ اَبْشِرِىْ يَا اٰمِنَةُ فَقَدْ حَمَلْتِ بِالنَّبِىِّ الرَّئِيْسِ*

তৃতীয় মাস (রমজান) যখন আগমন করল, তখন আমার নিকট এলেন (স্বপ্নে) এক ব্যক্তি। তিনি বললেন, আসসালামু আলাইকা ইয়া নাবিআল্লাহ। আমি হযরত আমিনা (রা.) তাকে বল্লেন; আপনি কে? তিনি বললেন, আমি হযরত ইদ্রিস (আ.) আমি বললাম, আপনার অভিপ্রায় কি? তিনি বললেন, হে হযরত আমিনা (রা.) আপনি সুসংবাদ গ্রহণ করুন। নিশ্চয়ই আপনি আম্বিয়া (আ.) গণের সর্দারকে রেহেম শরীফে ধারণ করেছেন।

وَلَمَّا كَانَ الشَّهْرُ الرَّابِعُ دَخَلَ عَلَىَّ رَجُلٌ وَهُوَ يَقُوْلُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيْبَ اللهِ قُلْتُ لَهُ مَنْ اَنْتَ قَالَ اَنَا نُوْحٌ قُلْتُ لَهُ مَا تُرِيْدُ قَالَ اَبْشِرِىْ يَا اٰمِنَةُ فَقَدْ حَمَلْتِ النَّصْرِ وَالْفُتُوْحِ*

যখন চতুর্থ মাস (শাওয়াল) সমাগত হল, তখন এক ব্যক্তি আমার নিকট আগমন করলেন। তিনি বললেন, আসসালামু আলাইকা ইয়া হাবীবাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমি হযরত আমিনা (রা.) তাকে বল্লেন; আপনি কে? তিনি বললেন, আমি হযরত নূহ (আ.)। আমি বললাম, আপনার অভিপ্রায় কি? তিনি বললেন হে হযরত আমিনা (রা.) আপনি সুসংবাদ গ্রহণ করুন। নিশ্চয়ই আপনি যাকে রেহেম শরীফে ধারণ করেছেন, তিনি সাহায্য ও বিজয়ের সাহিব বা অধিকারী।

وَلَمَّا كَانَ الشَّهْرُ الْخَامِسُ دَخَلَ عَلَىَّ رَجُلٌ وَهُوَ يَقُوْلُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَفْوَةَ اللهِ قُلْتُ لَهُ مَنْ اَنْتَ قَالَ اَنَا هُوْدٌ قُلْتُ لَهُ مَا تُرِيْدُ قَالَ اَبْشِرِىْ يَا اٰمِنَةُ فَقَدْ حَمَلْتِ بِصَاحِبِ الشَّفَاعَةِ الْعُظْمٰى فِى الْيَوْمِ الْمَوْعُوْدِ*

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

যখন পঞ্চম মাস (জিলক্বদ) সমাগত হল, তখন এক ব্যক্তি আমার নিকট আগমন করলেন। তিনি বললেন, আসসালামু আলাইকা ইয়া সাফওয়াতাল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হে আল্লাহর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন! হযরত আমিনা (রা.) তাকে বল্লেন; আপনি কে? তিনি বললেন, আমি হযরত হুদ (আ.)। আমি বললাম, আপনার অভিপ্রায় কি? তিনি বললেন হে হযরত আমিনা (রা.) আপনি সুসংবাদ গ্রহণ করুন। নিশ্চয়ই আপনি রেহেম শরীফে ধারণ করেছেন, যিনি প্রতিশ্রুত দিবসের (হাশরের) শাফায়াতে উজমার মালিক হবেন তাঁকে।

وَلَمَّا كَانَ الشَّهْرُ السَّادِسُ دَخَلَ عَلَىَّ رَجُلٌ وَهُوَ يَقُوْلُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَحْمَةَ اللهِ
قُلْتُ لَهُ مَنْ اَنْتَ قَالَ اَنَا اِبْرَاهِيْمُ الْخَلِيْلُ قُلْتُ لَهُ مَا تُرِيْدُ قَالَ اَبْشِرِىْ يَا اٰمِنَةُ فَقَدْ
حَمَلْتِ بِالنَّبِىِّ الْجَلِيْلِ*

যখন ষষ্ঠ মাস (জিলহজ্জ) সমাগত হল তখন এক ব্যক্তি আমার নিকট আগমন করলেন। তিনি বললেন, আসসালামু আলাইকা ইয়া রহ্মাতাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।হযরত আমিনা (রা.)তাকে বল্লেন;, আপনি কে? তিনি বললেন, আমি হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আ.)। আমি বললাম, আপনার অভিপ্রায় কি? তিনি বললেন হে হযরত আমিনা (রা.) আপনি সুসংবাদ গ্রহণ করুন। নিশ্চয়ই আপনি যাকে রেহেম শরীফে ধারণ করেছেন, তিনি মহা সম্মানিত নবী।

وَلَمَّا كَانَ الشَّهْرُ السَّابِعُ دَخَلَ عَلَىَّ رَجُلٌ وَهُوَ يَقُوْلُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنِ اخْتَارَهُ
اللهُ قُلْتُ لَهُ مَنْ اَنْتَ قَالَ اَنَا اِسْمَاعِيْلُ الذَّبِيْحُ قُلْتُ لَهُ مَا تُرِيْدُ قَالَ اَبْشِرِىْ يَا اٰمِنَةُ
فَقَدْ حَمَلْتِ بِالنَّبِىِّ الرَّجِيْحِ الْمَلِيْحِ*

যখন সপ্তম মাস (মহররম) সমাগত হল, তখন এক ব্যক্তি আমার নিকট আগমন করলেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহর মনোনীত ব্যক্তি, আপনার প্রতি সালাম। হযরত আমিনা (রা.) তাকে বল্লেন;, আপনি কে? তিনি বললেন, আমি হযরত ইসমাঈল (আ.)। আমি বললাম, আপনার অভিপ্রায় কি? তিনি বললেন হে হযরত আমিনা (রা.) আপনি সুসংবাদ গ্রহণ করুন। নিশ্চয়ই আপনি রেহেম শরীফে ধারণ করেছেন সবিশেষ লাবণ্যময় নবীকে।

وَلَمَّا كَانَ الشَّهْرُ الثَّامِنُ دَخَلَ عَلَىَّ رَجُلٌ وَهُوَ يَقُوْلُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خِيَرَةَ اللهِ
قُلْتُ لَهُ مَنْ اَنْتَ قَالَ اَنَا مُوْسَى بْنُ عِمْرَانَ قُلْتُ لَهُ مَا تُرِيْدُ قَالَ اَبْشِرِىْ يَا اٰمِنَةُ
فَقَدْ حَمَلْتِ بِمَنْ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنُ*

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

যখন অষ্টম মাস (সফর) সমাগত হল, তখন এক ব্যক্তি আমার নিকট আগমন করলেন। তিনি বললেন, আসসালামু আলাইকা ইয়া খাইরাতাল্লাহ! হে আল্লাহর সমূহ কল্যাণ! আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। হযরত আমিনা (রা.) তাকে বল্লেন; আপনি কে? তিনি বললেন, আমি হযরত মুসা ইবনে ইমরান (আ.)। আমি বললাম, আপনার অভিপ্রায় কি? তিনি বললেন হে হযরত আমিনা (রা.) আপনি সুসংবাদ গ্রহণ করুন। নিশ্চয়ই আপনি রেহেম শরীফে ধারণ করেছেন যার উপর আল কুরআন নাজিল হবে।

وَلَمَّا كَانَ الشَّهْرُ التَّاسِعُ دَخَلَ عَلَيَّ رَجُلٌ وَهُوَ يَقُوْلُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَاتَمَ رُسُلِ اللهِ قُلْتُ لَهُ مَنْ اَنْتَ قَالَ اَنَا عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ قُلْتُ لَهُ مَا تُرِيْدُ قَالَ اَبْشِرِيْ يَا اُمِنَةُ فَقَدْ حَمَلْتِ بِالنَّبِيِّ الْمُكَرَّمِ وَالرَّسُوْلِ الْمُعَظَّمِ * صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ * وَزَالَ عَنْكَ الْبُؤْسُ وَالْعَنَا وَالسَّقَمُ وَالْاَلَمُ.

যখন নবম মাস (রবিউল আউয়াল) সমাগত হল, তখন এক ব্যক্তি আমার নিকট আগমন করলেন। তিনি বললেন, আসসালামু আলাইকা ইয়া খাতামা রুসুলিল্লাহ, হে আল্লাহর রাসূলগনের সর্বশেষ, আপনার আগমন নিকটবর্তী ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম । হযরত আমিনা (রা.)তাকে বল্লেন; আপনি কে? তিনি বললেন, আমি হযরত নূহ (আ.)। আমি বললাম, আপনার অভিপ্রায় কি? তিনি বললেন হে হযরত আমিনা (রা.) আপনি সুসংবাদ গ্রহণ করুন। নিশ্চয়ই আপনি রেহেম শরীফে ধারণ করেছেন সম্মানিত নবী মহিমান্বিত রাসূলকে। আপনার থেকে দূর হয়ে গেল দুঃখ, কষ্ট-রোগ-যন্ত্রনা।

يَا اٰمِنَةُ بُشْرًا كِيْ سُبْحَانَ مَنْ اَعْطَاكِيْ * بِحَمْلِكِ مُحَمَّدًا رَبُّ السَّمَا هَنَاكِ
بِالْمُصْطَفٰى سَعْدُكِ غَلَبَ لَمَّا حَمَلْتِ فِيْ رَجَبْ * وَمَا تَرَيْنَ مِنْهُ تَعَبْ هٰذَا نَبِيٌّ زَاكِيْ
شَعْبَانُ شَهْرُ الثَّانِيْ بِهِ النَّبِيُّ الْعَدْنَانِيْ * اَلثَّالِثُ رَمَضَانُ وَرَبُّكِ اَعْطَاكِ
شَوَّالُ جَاكِيْ مُسْعِدًا بِحَمْلِكِيْ مُحَمَّدًا * وَمَا تَرَيْنَ مِنْهُ رَدًا ضَاءَتْ لَكِ دُنْيَاكِيْ
ذُو الْقَعْدَةِ اَتَاكِيْ بِالْوَفَا وَشَرَّفَكِ بِالْمُصْطَفٰى * وَرَبُّكِ عَنْكِ عَفَا وَخَصَّكِ وَحَمَا كِيْ ذُو الْحِجَّه
سَادِسُ شَهْرِكِ لَمَّا حَمَلْتِ بِالزَّكِيْ * يَا اٰمِنَةُ يَا بَخْتُكِيْ وَرَبُّكِ عَلَّاكِيْ
جَاءَ الْمُحَرَّمُ بِالْهَنَا وَالْقُرْبُ مِنْهُ قَدْ دَنَا * وَمَا تَرَيْنَ مِنْهُ عَنَا هٰذَا نَبِيٌّ زَاكِيْ
وَفِيْ صَفَرْ يَاْتِيْ الْخَبَرْ بِذِي النَّبِيِّ الْمُفْتَخَرْ * مِنْ اَجْلِهِ انْشَقَّ الْقَمَرْ نُوْرٌ بِهِ يَكْفَاكِيْ
وَفِيْ رَبِيْعِ الْاَوَّلِ وُلِدَ النَّبِيُّ الْمُرْسَلْ * يَا اٰمِنَةُ تَحَمَّلِيْ لِتَحْمِدِيْ مَوْلَاكِيْ
فِيْ لَيْلَةِ الْاِثْنَيْنِ وُلِدَ النَّبِيُّ الزَّيْنِ * اَحْمَدُ كَحِيْلُ الْعَيْنِ مِنْ اَصْلِ نَسْلٍ زَاكِيْ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

وُلِدَ النَّبِي مختونا مكحلا مدهونا * وحاجب مقرونا وحسنه وافاكي

هٰذَا نَبِي الْأُمَّةِ قَدْ جَاءَنَا بِالرَّحْمَةِ * نَسْكُنُ بِفَضْلِهِ الْجَنَّةَ رَغْمًا عَلٰى أَعْدَاكِي

يَا رَبِّ يَا غَفَّارُ اغْفِرْ لِذِي الْحُضَّارِ * بِالسَّادَةِ الْأَبْرَارِ وَالْهَاشِمِيِّ الزَّاكِي

******** ********* *** *** **** ********

وَقِيلَ إِنَّ آمِنَةَ لَمَّا وَضَعَتْ مُحَمَّدًا صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَبْقَ حَبْرٌ مِنْ أَحْبَارِ الْيَهُودِ إِلَّا وَعَلِمَ بِمَوْلِدِهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذٰلِكَ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُمْ جُبَّةُ صُوفٍ مَصْبُوغَةٌ بِدَمِ يَحْيٰى ابْنِ زَكَرِيَّا عَلَيْهِ السَّلَامُ وَكَانُوا يَجِدُونَ عِنْدَهُمْ مَكْتُوبًا فِي الْكُتُبِ أَنَّهُ إِذَا قَطَرَتْ تِلْكَ الْجُبَّةُ دَمًا فَإِنَّهُ يَكُونُ قَدْ وُلِدَ لِعَبْدِ اللهِ ابْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ الْمَوْلُودُ وَأَنْ يَكُونَ ذٰلِكَ الْمَوْلُودُ سَبَبًا لِتَعْطِيلِ أَدْيَانِهِمْ فَلَمَّا قَطَرَتْ الْجُبَّةُ دَمًا عَلِمُوا بِمَوْلِدِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجْمَعُوا أَمْرَهُمْ عَلٰى كَيْدِهِ وَأَرْسَلُوا إِلَى الْبُلْدَانِ لِيَعْلَمَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ قَدْ جَعَلَ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ* وَجَعَلَ دِيْنَ الْإِسْلَامِ قَائِمًا بَهِيًّا وَدِيْنَ أَهْلِ الْكُفْرِ مَنْكُوسًا رَدِيًّا * قَالَ الرَّاوِيْ فَلَمَّا هَبَّتْ نَسَمَاتُ الْقَبُولِ وَالْإِيْمَانِ * فَأَوَّلُ مَنْ نَشَقَهُ سَلْمَانُ فَهَجَرَ الْأَوْطَانَ وَجَاءَ مِنْ فَارِسَ لِرُؤْيَةِ سَيِّدِ الْأَكْوَانِ وَأَقَرَّ بِالْوَحْدَانِيَّةِ لِلْمَلِكِ الرَّحْمٰنِ فَأَدْرَكَ مِنَ اللهِ مَا تَمَنّٰى وَمَا خَابَ سَعْيُهُ وَلَا تَعَنّٰى لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلْمَانُ مِنَّا *

কথিত আছে যে, নিশ্চয়ই মা আমেনা যখন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে প্রসব করলেন, তখন ইহুদিদের রাহেবগণ হতে কোন রাহেবই হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্ম সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলোনা বরং সকলেই তা জানতো।

এর কারণ হল এই যে, তাদের নিকট একটি পশমী জুব্বা ছিল। যা ইয়াহয়িয়া ইবনে জাকারিয়ার রক্তে রঞ্জিত ছিল। তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক। তারা তাদের নিকট তাওরাত কিতাবে পেয়েছিল যে, নিশ্চয়ই যখন ঐ জুব্বা হতে রক্তের ফোটা পড়তে থাকবে তখন বুঝতে হবে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দিল মুত্তালিবের সন্তান মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্মের কারণে তাদের ধর্মসমূহ অকেজো হয়ে গিয়েছে। যখন জুব্বা হতে ফোটায় ফোটায় রক্ত পড়তে লাগল তখন জানতে পারল যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallam\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

জন্মগ্রহণ করেছেন। অত:পর তারা দূরভিসন্ধি করার কাজে একত্রিত হলো। এবং তারা বিভিন্ন শহরে একত্রিত হলো। তারা বিভিন্ন শহরে ইহুদি দরবেশদিগকে পাঠালো, তাহলে তারা যেন একে অপরকে মহানবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জন্মের কথা জানিয়ে দেয় এবং তাঁর বিরুদ্ধে ইহুদিরা যত ষড়যন্ত্র করেছে আল্লাহ তায়ালা তাদের সমস্ত ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিয়েছেন। এবং দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেছেন। এবং আহলে কাফেরদের ধর্ম নিকৃষ্ট ও অধঃপতন করেছেন। রাবী বলেন, যখন কাবুলে ও ইয়ামানের প্রভাত সমীরণ প্রবাহিত হলো, সর্ব প্রথম যিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুঘ্রাণ পেলেন তিনি হলেন সালমান। অতঃপর তিনি তাঁর বাসভবন সমূহ ছেড়ে হিজরত করলেন এবং তিনি পারস্যদেশ হতে সমস্ত জগতের ছাইয়্যেদ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দেখার জন্য আগমন করলেন এবং তিনি খোদার একত্ববাদ স্বীকার করলেন। যিনি হলেন সম্রাট, মহা দয়ালু দাতা এবং তিনি যা আকাঙ্খা করেছিলেন আল্লাহর পক্ষ থেকে তা তিনি পেয়েছেন। এবং তার চেষ্টা বিফল হয়নি। হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন সালমান আমাদের থেকে মেহনতের কষ্ট পায়নি।

وَلَمَّا هَبَّ النَّسِيْمُ بِاَرْضِ الرُّوْمِ نَشَقَهُ الْمَزْكُوْمُ وَرُحِمَ بِهِ الْمَرْحُوْمُ * فَاَوَّلُ مَنْ نَشَقَهُ بِلَا شَكٍّ وَّلَا رَيْبٍ سَيِّدُ اَهْلِ الرُّوْمِ صُهَيْبٌ فَجَاءَ مُنْقَادُ الزِّمَامِ اِلَى الْاِسْلَامِ * وَفَازَ بِرُؤْيَةِ خَيْرِ الْاَنَامِ * وَنَالَ بِصُحْبَتِهٖ كُلَّ الْقَصْدِ وَالْمَرَامِ * وَلَمَّا هَبَّ النَّسِيْمُ بِاَرْضِ الْيَمَنِ فَاَوَّلُ مَنْ نَشَقَهُ اُوَيْسُنِ الْقَرْنِىُّ فِى السِّرِّ وَالْعَلَنِ فَبَذَلَ ... لِلْمُصْطَفٰى وَاٰمَنَ بِهٖ عَلٰى بُعْدِ الْوَطَنِ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ النَّبِىُّ الْمُؤْتَمَنُ بِقَوْلِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنِّىْ لَاَجِدُ نَفَسَ الرَّحْمٰنِ مِنْ قِبَلِ الْيَمَنِ * وَمَا كَفَاهُ هٰذَا الْوَصْفُ الْاَزْهَرُ حَتّٰى خَرَجَ لَهُ الْمَنْشُوْرُ بِبُلُوْغِ الْوَطَرِ بِقَوْلِ الْمُصْطَفٰى وَسَيِّدِ الْبَشَرِ لِثَانِى الْخُلَفَاءِ سَيِّدِنَا عُمَرَ اِذَا رَاَيْتَ اُوَيْسَ الْقَرْنِىَّ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ يَا عُمَرُ وَاطْلُبْ مِنْهُ اَنْ يَّسْتَغْفِرَ لَكَ فَاِنَّهٗ يَشْفَعُ فِىْ مِثْلِ رَبِيْعَةَ وَمُضَرَ وَلَمَّا هَبَّ النَّسِيْمُ عَلٰى بِلَادِ الْحَبَشَةِ فَاَوَّلُ مَنْ نَشَقَهُ بِلَالُ بْنُ حَمَامَةَ الْحَبَشِىُّ فَجَذَبَتْهُ عِنَايَةُ التَّوْفِيْقِ بِالتَّصْدِيْقِ اِلَى الْاِيْمَانِ * فَاَعْلَنَ بِالْاَذَانِ وَصَارَ شَاوِيْشًا لِدِيْنِ الْاِسْلَامِ * وَنَشَرَ لِلْمُصْطَفٰى الرَّايَاتِ وَالْاَعْلَامِ فَخَصَّهُ النَّبِىُّ التِّهَامِىُّ السَّامِىُّ *

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এবং যখন প্রভাত সমীরণ রোমের ভূখণ্ডে প্রবাহিত হলো যার নাকে সর্দি ছিল সেও তার ঘ্রাণ পেল এবং দয়াপ্রাপ্ত ব্যক্তি তার প্রতি দয়া করল। সর্ব প্রথম যিনি নিঃসন্দেহে বিনা দ্বিধায় ঘ্রান পেয়েছেন তিনি হলেন রোমের অধিবাসী সাইয়্যেদ ছুহাইব। অতঃপর মুনকদাজ জিমাম ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং মাখলুকাতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে দেখে সফল হন। তার সঙ্গলাভে সমস্ত মকছুদ ও আশা আকাজ্ঞা পূর্ণ হয়। যখন সেই প্রভাত সমীরন ইয়ামানের ভুখন্ডে প্রবাহিত হলো তখন সর্ব প্রথম হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুগন্ধ যিনি পেয়েছেন তিনি হলেন অয়েছ করনি (রা.), তিনি জাহেরে-বাতেনে তা লাভ করেছেন।

অতঃপর তিনি নিজেকে হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য বখশিশ করেছেন এবং তাঁর উপর ঈমান এনেছেন দূরদেশ হওয়া সত্ত্বেও হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার প্রশংসা করেছেন । হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে মুমিন বলেছেন। নিশ্চয়ই আমি তার পূর্বে দয়ালু-দাতার সুগন্ধি ইয়ামান দেশের দিক থেকে পেয়েছি। এই মনোহর মনমুগ্ধকর গুণাবলী তার জন্য যথেষ্ঠ নয়, এমনকি তার জন্য ঘোষণা বহির্গত হলো মনবাঞ্ছনা পৌঁছার দ্বারা তা হলো হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাইয়্যেদুল বাশারের কওল দ্বিতীয় খলিফা সাইয়্যেদুনা ওমর (রা.) এর জন্য।হে ওমর তুমি যখন অয়েছ করনীকে দেখবে তখন তাকে সালাম দিবে। হে ওমর! তাঁর থেকে তোমার মাগফেরাতের দোয়া চাইবে কেননা তিনি রাবিয়া ও মুদার বংশের মত লোকদিগকে সুপারিশ করবেন। আর যখন হাবশা রাজ্যে প্রভাত সমীরণ প্রবাহিত হলো তখন সর্ব প্রথম যে এর সুগন্ধি পেয়েছিলেন তিনি হলেন বেলাল ইবনে হামামাতাল হাবশী। অত:পর থাকে আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত বিশ্বাসের সৌভাগ্য করুণা ঈমান আনয়নের দিকে টেনে নিল। অত:পর তিনি আযান দ্বারা ঘোষণা করলেন (মুহাম্মদ (সা.) এর নাম) এই দ্বীন ইসলামের জন্য সার্জেন্ট পদে অধিষ্ঠিত হলেন। এবং হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য ঝাণ্ডা ও পতাকাসমূহ উড্ডীয়মান করলেন। অতপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নিম্ন ভূমির উচ্চ ব্যক্তি নামে ভূষিত করলেন।

* بِاَنْ قَالَ لَهُ يَا بِلَالُ اَنْتَ تَنْشُرُ لِلدِّيْنِ اَعْلَامِى وَتَرْفَعُ بِهَا قَدْرِىْ وَمَقَامِىْ
لِاَجْلِ ذٰلِكَ مَا دَخَلْتُ الْجَنَّةَ اِلَّا وَسَمِعْتُ خَشْخَشَةَ نَعْلَيْكَ قُدَّامِىْ.

যে কারণে হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে (বেলালকে) বললেন. হে বেলাল! তুমি ইসলাম ধর্মের জন্য আমার (তৌহিদী) পতাকাকে (ব্যাপকভাবে) প্রচার ও প্রসার করে দিবে এবং এর মাধ্যমে তুমি আমার মর্যাদা ও অবস্থানকে সমুন্নত করে দিবে। আর এই কারণেই আমি ততক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করব না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি তোমার জুতাদ্বয়ের খস্খস্ শব্দ আমার সম্মুখে শ্রবণ করব। (সুবহানাল্লাহ)

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত আমের (রা.) এর ইসলাম গ্রহণের বিস্ময়কর ঘটনা:

* وَلَمَّا هَبَّ النَّسِيْمُ الْغَامِرُ نَشَقَهُ مِنْ اَرْضِ الْيَمَنِ * عَامِرٌ فَاهْتَدَى اِلَى الْاِسْلَامِ * بَعْدَ عِبَادَةِ الْاَصْنَامِ وَفَازَ بِتَقْبِيْلِ اَقْدَامِ سَيِّدِ الْاَنَامِ وَمَاتَ عَلَى مَحَبَّتِهِ مَوْتَ الْكِرَامِ * وَقِصَّتُهُ تُحَيِّرُ الْعُقُوْلَ وَالْاَفْهَامَ.

অতঃপর যখন পর্যাপ্ত পরিমাণে মৃদুমন্দ বাতাস প্রবাহিত হল, তখন ইয়ামন প্রদেশের 'আমের' নামক এক ব্যক্তি তাঁর (রাসূল (সা.) এর সুঘ্রাণ পেলেন। তারপরে তিনি মূর্তিপুজা ছেড়ে দিয়ে, ইসলামের হেদায়াতের পথ লাভ করলেন এবং তিনি সাইয়্যেদুল আনাম (সৃষ্টি জগতের ইমাম) এর কাছে আগমন করে থাকে গ্রহণের মাধ্যমে সফলকাম হলেন এবং তিনি তাঁর (রাসূল সা.) ভালোবাসার উপর সম্মানের সহিত মৃত্যুবরণ করলেন। আর তাঁর ঘটনাটি বুদ্ধিজীবি ও জ্ঞানীদেরকে হতচকিত করে দিল।

وَذٰلِكَ اَنَّهُ لَمَّا كَانَ لِعَامِرٍ صَنَمًا مِنَ الْاَصْنَامِ وَكَانَ لَهُ بِنْتٌ مُبْتَلِيَةٌ بِالْقَوْلَنْجِ وَالْجُذَامِ * وَكَانَتْ مُقْعَدَةً فَلَا تَسْتَطِيْعُ النُّهُوْضَ وَالْقِيَامَ * وَكَانَ عَامِرٌ يَنْصَبُ الصَّنَمَ وَيَضَعُ اِبْنَتَهُ اَمَامَهُ وَيَقُوْلُ هٰذِهِ اِبْنَتِيْ سَقِيْمَةٌ فَدَاوِهَا وَاِنْ كَانَ عِنْدَكَ شِفَاءٌ فَاشْفِهَا مِنْ بَلَائِهَا وَعَافِهَا وَاَقَامَ عَلٰى ذٰلِكَ سِنِيْنَ كَثِيْرَةً وَهُوَ يَطْلُبُ مِنَ الصَّنَمِ حَاجَتَهُ فَلَمْ يَقْضِهَا لَهُ.

আর সে ঘটনাটি হল এই যে, জাহেলী যুগে আমের ইহুদী ধর্মাবলম্বী ছিলেন। আমেরের একটি মূর্তি ছিল আর তার কন্যা কুষ্ঠরোগ ও পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত ছিল, তাই সে সদা সর্বদা বসেই থাকত উঠে দাঁড়াতে বা দাঁড়িয়ে থাকতে পারতনা। সেজন্য আমের তার বাড়িতে একটি মূর্তি স্থাপন করলেন এবং তার কন্যাকে মূর্তির সামনে বসিয়ে মূর্তিকে লক্ষ্য করে বললেন, (হে মূর্তি!) এই আমার রোগাক্রান্ত কন্যা, তুমি তার চিকিৎসা কর। আর যদি তোমার কাছে আরোগ্য করার ক্ষমতা থেকে তাকে তাহলে তুমি থাকে বিপদ থেকে উদ্ধার কর এবং তাকে সুস্থ্যতা দান কর। এভাবে অনেক বছর থাকে (আমের তার কন্যাকে) মূর্তির সামনে বসিয়ে রাখলেন আর তার প্রয়োজন (মূর্তির কাছে (থেকে) অনুসন্ধান করতে লাগল কিন্তু ঐ মূর্তিটি তার প্রয়োজন পূর্ণ করতে পারেনি।

فَلَمَّا هَبَّتْ نَسَمَاتُ الْعِنَايَاتِ بِالتَّوْفِيْقِ وَالْهِدَايَاتِ قَالَ عَامِرٌ لِزَوْجَتِهِ اِلَى مَتَى نَعْبُدُ هٰذَا الْحَجَرَ الْاَصَمَّ الْاَبْكَمَ الَّذِيْ لَا يَنْطِقُ وَلَا يَتَكَلَّمُ وَمَا اَظُنُّ اِنَّنَا عَلَى دِيْنٍ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

اقوم قالت له زوجته اسلك بنا سبيلا عسى ان نرى الى الحق دليلا فلا بد لهذه المشارق والمغارب من اله واحد خالق *

অতঃপর যখন অনুগ্রহের বাতাস (আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে) তাওফিক ও হেদায়েতের মাধ্যমে প্রবাহিত হল, তখন আমের তার স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আর কত দিন পর্যন্ত আমরা এই বোবা, বধির বা কাল পাথরের উপাসনা করব? অথচ এই পাথর নিজেও কথা বলতে পারে না আর অন্যের সাথে কথোপকথন ও করতে পারে না। এজন্য আমি ধারণা করিনা যে, আমরা অধিকতর সঠিক ধর্মে আছি। (অর্থাৎ আমরা সঠিক ধর্মে নাই)

তাকে (আমেরকে) তার স্ত্রী বললেন, আমাদেরকে এমন একটি পথে নিয়ে চল, (যে পথে চললে) আশাকরি আমরা দেখতে পাব সত্যের সন্ধান। যে পথের পরিচালনার জন্য আবশ্যক হচ্ছে মাশরেক এবং মা্গরেবের (অর্থাৎ সমগ্র পৃথিবীর) একজন সৃষ্টিকর্তা প্রতিপালক।

قال فبينما هما على سطح دارهما اذ شاهدا نورا قد طبق الافاق وملاء الوجود بالضياء والاشراق * ثم كشف الله عن ابصارهما من بعد ظلمتهما لينتبها من نوم غفلتهما فرأيا الملائكة قد اصطفت وبالبيت قد حفت ورأيا الجبال ساجدة والارض هامدة والاشجار قد تمايلت *

রাবী বলেন, ইতোমধ্যে (একথা বলতে বলতে) তারা উভয়ে (আমের ও তার স্ত্রী) তাদের ঘরের ছাদে উঠেন, আর তখনই তারা একটি নূর (আলোক রাশ্মি) দেখতে পেলেন, যা সমগ্র পৃথিবী বেষ্টন করে রেখেছে এবং তা আলো ও উজ্জ্বলতা দ্বারা (পৃথিবীকে) পরিপূর্ণ করে ফেলেছে।

অত:পর আল্লাহ পাক তাদের থেকে তা (ঐ নূরের উজ্জ্বলতা) অন্ধকার প্রদানের মাধ্যমে দূরীভূত করেছিলেন, যাতে তারা অমনোযোগী ঘুম থকে জাগ্রত হতে পারেন।

অত:পর তারা উভয়ে অসংখ্য ফেরেস্তাদেরকে দেখতে পেলেন। যারা কাবা শরীফ বেষ্টন করে রেখেছে। আর তারা পাহাড় সমূহকে সেজদারত অবস্থায় এবং জমীনকে নিশ্চল ও গাছ-গাছালিকে ঝুকে পড়া অবস্থায় দেখতে পেলেন।

والافراح قد تكاملت وسمعا مناديا ينادى قد ولد النبى الهادى ثم نظرا الى الصنم بالنظر فرأياه منكوسا وقد علته الذلة ووافت عليه العكوسا قال عامر لزوجته ما الخبر * قالت انظر الى الصنم بالنظر فسمعاه يقول الا وان النبأ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

الْعَظِيمِ قَدْ ظَهَرَ * وَوُلِدَ مَنْ شَرَفِ الْكَوْنَ وَافْتَخَرَ وَهُوَ النَّبِى الْمُنْتَظَرُ الَّذِى يُخَاطِبُهُ الشَّجَرُ وَالْحَجَرُ وَيَنْشَقُ لَهُ الْقَمَرُ * وَهُوَ سَيِّدُ رَبِيْعَةَ وَمُضَرَ *

'আর পরিপূর্ণ আনন্দঘন মুহূর্তে তারা উভয়ে এক আহ্বানকারীর (দৃষ্টির অঘোচরে) ঘোষণা শুনতে পেলেন যে, (তিনি বলছেন) "সত্যের দিশারী, পথ প্রদর্শক নবীর আবির্ভাব হয়েছে। অতঃপর তারা তাদের সেই মূর্তিটির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেই সেটাকে উল্টোভাবে নোয়ানো অবস্থায় দেখতে পেলেন। তার উপর লাঞ্চনা, অপমান পতিত হয়েছে এবং তা তিরোধানের প্রতিফলন ঘটল। এর পরিপ্রেক্ষিতে 'আমের' তার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন ব্যপারটা কি? তার স্ত্রী বললেন, "মূর্তিটির দিকে একটু ভালভাবে তাকিয়ে দেখ তো, অতঃপর তারা উভয়ে (পাথরের মূর্তিটিকে) বলতে শুনলেন, 'সাবধান! মহা সু-সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে এবং নিখিল, বিশ্বকে সম্মান ও মর্যাদা দানকারীর আবির্ভাব হয়েছে, যিনি সৃষ্টি জগতকে গর্বিত করেছেন। আর তিনি এমন নবী, যার জন্য (পৃথিবীর অধিবাসীরা) অপেক্ষায় অপেক্ষমান ছিল, যিনি গাছ ও পাথরকে উদ্দেশ্য করে কথা বলবেন এবং চন্দ্র যার (হাতের) ইশারায় বিদীর্ন হবে, আর তিনি হলেন রবীয়া ও মুদার গেত্রের সর্দার।

فَقَالَ لِزَوْجَتِهِ أَتَسْمَعِيْنَ مَا يَقُوْلُ هٰذَا الْحَجَرُ فَقَالَتْ اِسْأَلْهُ مَا اِسْمُ هٰذَا الْمَوْلُوْدِ الَّذِى نَوَّرَ اللهُ بِهِ الْوُجُوْدَ * وَشَرَّفَ بِهِ الْاٰبَاءَ وَالْجُدُوْدَ فَقَالَ اَيُّهَا الْهَاتِفُ الْمَوْرُوْدُ * الْمُتَكَلِّمُ عَلٰى لِسَانِ هٰذَا الْحَجَرِ الْجَلْمُوْدِ الَّذِى نَطَقَ فِىْ هٰذَا الْيَوْمِ الْمَوْعُوْدِ مَا اِسْمُ هٰذَا الْمَوْلُوْدِ * فَقَالَ اِسْمُهُ مُحَمَّدٌ الْمُصْطَفِي اَبْنُ زَمْزَمَ وَالصَّفَا *أَرْضُهُ تِهَامَةُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ عَلَامَةٌ *اِذَا مَشَي تُظِلُّهُ غَمَامَةٌ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَي يَوْمِ الْقِيَامَةِ *

অতঃপর(আমের) তার স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি কি শুনতে পেয়েছো, এই পাথরের মূর্তিটি কি বলে? তার স্ত্রী বললেন, "সেই নবজাতক সন্তানের নাম কি? আল্লাহপাক যার দ্বারা গোটা পৃথিবীকে আলোকিত করেছেন এবং যার দ্বারা পিতৃবংশ ও প্রপিতৃবংশদেরকে সম্মান দান করেছেন। অতঃপর আমের বললেন, "হে আগন্তুক ঘোষণাকারী! এই নির্বাক প্রস্তর খন্ডের জবানে কথোপকথনকারী, যাকে (শুধুমাত্র) আজকের দিনেই কথা বলতে শুনি। সেই নবজাতক সন্তানের নাম কি? এর পর আগন্তুক (অদৃশ্যমান) বলল, তাঁর নাম হল 'মুহাম্মদ মুস্তফা' যিনি সাফা পাহাড় ও যমযম কূপের এলাকায় জন্ম গ্রহণ করবেন। যার বিচরন ক্ষেত্র হবে 'তিহামা' নামক স্থান। তাঁর দুই কাধের মধ্যবর্তী স্থানে (নবুওয়াতের) চিহ্ন থাকবে। যখন তিনি যমীনে বিচরণ করবেন তখন মেঘ তাকে ছায়া প্রদাণ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

করবে। রহমত ও শান্তি তাঁর উপর বর্ষিত হোক, মহান আল্লাহর তরফ হতে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত।

ثُمَّ قَالَ عَامِرٌ لِزَوْجَتِهِ اُخْرُجِي بِنَا فِي طَلَبِهِ لِنَهْتَدِيَ اِلَي الْحَقِّ بِسَبَبِهِ وَكَانَتْ اِبْنَتُهُ السَّقِيمَةُ فِي أَسْفَلِ الدَّارِ مَطْرُوحَةٌ مُقِيمَةٌ *فَلَمْ يَشْعُرَا بِهَا اِلَّا وَهِيَ عَلَي السَّطْحِ قَائِمَةٌ فَقَالَ لَهَا أَبُوهَا يَا اِبْنَتِي أَيْنَ أَلَمُكِ الَّذِي كُنْتِ تَجِدِيهِ وَأَيْنَ سَهَرُكِ الَّذِي كُنْتِ تُوَاصِلِيهِ فَقَالَتْ يَا أَبَتِ بَيْنَمَا أَنَا نَائِمَةٌ فِي طِيبِ أَحْلَامِي اِذْ رَأَيْتُ نُورًا أَمَامِي وَشَخْصًا قَدْ أَتَانِي فَقُلْتُ مَا هَذَا النُّورُ الَّذِي أَرَاهُ وَالشَّخْصُ الَّذِي أَشْرَقَ عَلَيَّ نُورُ سَنَاهُ فَقِيلَ لَهَا هَذَا نُورُ وَلَدِ عَدْنَانَ الَّذِي تَعَطَّرَتْ بِهِ الْأَكْوَانُ فَقُلْتُ اَخْبِرْنِي عَنْ اِسْمِهِ الْمُمَجَّدِ *فَقَالَ اِسْمُهُ أَحْمَدُ وَمُحَمَّدٌ يَرْحَمُ الْعَانِي وَيَعْفُو عَنِ الْجَانِي فَقُلْتُ وَمَا دِينُهُ فَقَالَ حَنِيفِيٌّ رَبَّانِيٌّ *

অতঃপর 'আমের তার স্ত্রীকে বললেন, তুমি আমাকে সাথে নিয়ে ঐ ব্যক্তির (মুহাম্মাদের) অনুসন্ধানে চল, যাতে আমরা সঠিক পথের সন্ধান লাভ করতে পারি। আর যখন তার অর্থাৎ আমের ও তার স্ত্রী কথাবার্তা বলছিলেন তখন তাদের কন্যাটি রোগাক্রান্ত ও প্রত্যাখ্যাত অবস্থায় ঘরের নীচে অবস্থান করছিল। অতঃপর সে (কন্যাটি) হঠাৎ করে ঘরের ছাদে উঠে দাঁড়াল, কিন্তু তার উপস্থিতি তার পিতা-মাতা কেউ উপলব্ধি করতে পারেননি। তাই তার পিতা (তাকে ছাদে দাঁড়ানো দেখে) জিজ্ঞাসা করলেন, হে আমার কন্যা! তুমি যেই রোগ ব্যাধিতে ভুগছিলে তা কোথায় গেল? এবং তুমি যে বিনিদ্র জীবন-যাপন করছিলে তার কি হল? সে (কন্যাটি) জবাব দেয়, হে আমার পিতা! আমি ঘুমের মাঝে সন্তোষজনক একটি স্বপ্ন দেখতে ছিলাম, তখন আমার সম্মুখে একটি নূর (আলোক রশ্মি) দেখতে পেলাম এবং একজন ব্যক্তি আমার নিকটে আগমন করতে দেখলাম। অতঃপর আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আমাকে যে নূর দেখানো হয়েছে তা কার নূর? আর যে ব্যক্তির নূরের উজ্জ্বলতা আমার কাছে প্রকাশিত করা হয়েছে ইনি কে?

অতঃপর আমাকে জবাব দেয়া হলো যে, এই নূর হল আদনান সম্প্রদায়ের এমন এক সন্তানের, যার দ্বারা সুগন্ধিময় হয়েছে সকল অস্তিত্বের। তখন আমি তাকে বললাম, তাঁর গৌরবান্বিত নাম সম্পর্কে আমাকে বলুন। এরপরে সে বলল, তাঁর নাম হল আহমদ এবং মুহাম্মদ। তিনি দুর্দশাগ্রস্থ ব্যক্তির প্রতি রহম করবেন এবং অপরাধকারীকে ক্ষমা করে দিবেন। তখন আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তাঁর দ্বীন বা ধর্ম সম্পর্কে? তারপরে তিনি বললেন, তাঁর ধর্ম হল হানীফী রব্বানী।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

فَقُلْتُ مَا اسْمُ نَسَبِهِ فَقَالَ قُرَيْشِي عَدْنَانِي *فَقُلْتُ لِمَنْ يَعْبُدُ *قَالَ لِلْمُهَيْمِنِ الصَّمْدَانِيِّ *فَقُلْتُ وَمَا أَنْتَ ؟فَقَالَ أَنَا مَلَكٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ الَّذِيْنَ شَرُفُوا بِجَمَالِهِ النُّوْرَانِيِّ *فَقُلْتُ أَمَا تَنْظُرُ اِلَي مَا أَنَا فِيهِ مِنَ الْأَلَمِ وَأَنْتَ تَرَانِي *فَقَالَ تَوَسَّلِيْ بِهِ فَقَدْ قَالَ رَبُّهُ الْقَدِيْمُ الدَّانِيُّ *قَدْ أَوْدَعْتُ فِيهِ سِرِّيْ وَبُرْهَانِي *لَأُفَرِّجَنَّ بِهِ عَمَّنْ دَعَانِيْ وَلَأُشَفِّعَنَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيْمَنْ عَصَانِيْ *

তখন আমি তাকে তাঁর বংশ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম? তিনি জবাবে বললেন, তাঁর বংশ হল কুরাইশী ও আদনানী।

এরপরে আমি জানতে চাইলাম যে, সে কার ইবাদত করবে? তিনি বললেন, সে শাশ্বত, চিরন্তন কতৃত্বকারীর (প্রতিপালকের) ইবাদত করবে। অবশেষে আমি থাকে (সংবাদ প্রদান কারীকে) বললাম, আপনি কে? তিনি বললেন, আমি হলাম, যে ফেরেস্তাগণ তাঁর নূরের সৌন্দর্যে মর্যাদাবান হয়েছেন তাদের একজন। এরপরে আমি তাকে বললাম, আমি যে অসুস্থাবস্থায় কষ্টের মধ্যে দিনাতিপাত করেছি তা কি তুমি লক্ষ্য করনি? অবশ্যই তুমি আমাকে দেখছো (অতএব তুমি আমার ব্যাপারে সাহায্য কর) তিনি বললেন, তুমি তাঁর (মুহাম্মদ সা.) অসিলা দিয়ে (প্রতিপালকের কাছে) দোয়া কর কেননা চিরন্তন নিকটবর্তী প্রতিপালক মহান আল্লাহ পাক বলেছেন, নিশ্চয় আমি তাঁর মাঝে আমার গোপন ভান্ডার ও দলীল প্রমাণ গচ্ছিত (আমানত) রেখেছি। তাই যে ব্যক্তি আমার কাছে (তাঁর অছিলা দিয়ে) দোয়া করবে, আমি তার কষ্ট লাঘব (দূর) করে দিব। আর কিয়ামত দিবসে আমার গুনাহগার বান্দাদের জন্য তাকে শাফায়াতকারী নিযুক্ত করব।

فَمَدَدْتُ يَدِيْ وَبَنَانِيْ وَدَعَوْتُ اللهَ مِنْ خَالِصِ جَنَانِيْ *ثُمَّ مَرَرْتُ بِيَدِيْ عَلَيَّ وَجْهِيْ وَأَبْدَانِيْ فَاسْتَيْقَظْتُ وَأَنَا صَحِيْحَةٌ قَوِيَّةٌ كَمَا تَرَانِيْ *قَالَ عَامِرٌ لِزَوْجَتِهِ اِنَّ لِهَذَا الْمَوْلُوْدِ سِرًّا وَبُرْهَانًا *وَلَقَدْ رَأَيْنَا مِنْ اٰيَاتِهِ عَجَبًا فَلَأَقْطَعَنَّ فِيْ مَحَبَّتِهِ أَوْدِيَةً وَرُبًا فَسَارُوْا مُجِدِّيْنَ وَلِمَكَّةَ قَاصِدِيْنَ *اِلَي أَنْ وَصَلُوْا اِلَيْهَا وَقَدِمُوْا عَلَيْهَا فَسَأَلُوْا عَنْ دَارِ أُمِّهِ اٰمِنَةَ وَطَرَقُوْا عَلَيْهَا الْبَابَ *فَبَادَرَتْ بِالْجَوَابِ *فَقَالُوْا لَهَا أَرِيْنَا جَمَالَ هَذَا الْمَوْلُوْدِ *الَّذِيْ نَوَّرَ اللهُ بِهِ الْوُجُوْدَ وَشَرَّفَ بِهِ الْاٰبَاءَ وَالْجُدُوْدَ *

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অতঃপর আমি আমার হস্তদ্বয় ও আঙ্গুলসমূহ প্রসারিত করলাম এবং আল্লাহ পাকের কাছে (তাঁর অসিলা দিয়ে) আমার শরীরের রোগ-ব্যধি থেকে নিস্কৃতির জন্য দোয়া করলাম। অতঃপর আমার হস্তদ্বয় দ্বারা, আমার মুখমন্ডল ও সমস্ত শরীর মাছেহ করে নিলাম। এরপরে আমি ঘুম থেকে জাগ্রত হলাম সম্পুর্ন সুস্থ-সবল অবস্থায়। যেমনি ভাবে এখন আপনারা আমাকে সুস্থ দেখছেন।

এরপর আমের তার স্ত্রীকে বললেন, নিশ্চয়ই ঐ নবজাতক সন্তান গোপন ভান্ডার ও দলীল প্রমাণ স্বরূপ। আর অবশ্যই আমরা যে তাঁর আশ্চর্যজনক নিদর্শন দেখতে পেলাম, তজ্জন্য আমরা কখনই তাঁর ভালোবাসা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারবনা, (যদিও আমরা ধ্বংস হয়ে যাই।)

অতঃপর তারা সকলে ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও ইচ্ছা নিয়ে, তাঁর (মুহাম্মদ সা.) সন্নিধ্যে পৌঁছার জন্য ভ্রমণ করল। অতঃপর তাঁরা সকলে মক্কা শরীফে এসে তাঁর ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ালেন এবং হযরত আমেনা (রা.) এর ঘর সম্পর্কে (লোকদের) জিজ্ঞেস করে নিশ্চিত হলেন।

অতঃপর তারা তাঁর ঘরের দরজায় করাঘাত করলেন। অপরদিকে হযরত আমেনা (রা.) জবাব দিয়ে বললেন, কে (দরজায় করাঘাত করতেছ)? তারা তাকে বললেন, আমাদেরকে এই নবজাতক সন্তানের সৌন্দর্য দেখার সুযোগ দিন, যার নূরের দ্বারা আল্লাহ পাক এই পৃথিবীকে নূরান্বিত করেছেন এবং তাঁর পিতা-দাদাদের মর্যাদায় ভূষিত করেছেন।

فَقَالَتْ لَنْ أُخْرِجَهُ لَكُمْ فَإِنِّيْ أَخَافُ عَلَيْهِ مِنَ الْيَهُوْدِ *فَقَالُوْا نَحْنُ قَدْ فَارَقْنَا فِيْ حُبِّهِ أَوْطَانَنَا وَتَرَكْنَا دِيْنَنَا وَأَدْيَانَنَا لِنَرَي جَمَالَ هَذَا الْحَبِيْبِ الَّذِيْ مَنْ قَصَدَهُ لَا يَخِيْبُ فَقَالَتْ اِنْ كَانَ وَلَابُدَّ لَكُمْ مِنْ رُؤْيَاهُ فَأَمْهِلُوْا وَاصْبِرُوْا عَلَي سَاعَةً وَلَاتَعْجَلُوْا *ثُمَّ اِنَّهَا غَابَتْ سَاعَةً وَقَالَتْ لَهُمْ اُدْخُلُوْا فَدَخَلُوْا فِي الْبَيْتِ الَّذِيْ فِيْهِ النَّبِيُّ الْمُكَرَّمُ وَالرَّسُوْلُ الْمُعَظَّمُ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *

অতঃপর হযরত আমেনা (রা.) বললেন, আমি কখনই তাঁকে তোমাদের জন্য ঘর হতে বের করবনা, কেননা নিশ্চয়ই আমি তাঁর ব্যাপারে ঈহুদীদেরকে ভয় করি। এরপরে তারা (অনুনয়, বিনয়) করে বলল, আমরা তার ভালোবাসায় আমাদের দেশ পরিত্যাগ করেছি (তাঁর প্রতি ঈমান এনেছি) শুধুমাত্র এই প্রিয় নবজাতক সন্তানের সৌন্দর্য অবলোকন করার জন্য, আর যে ব্যক্তি এরূপ ইচ্ছা করে সে ক্ষতিসাধনকারী হয় না। অতঃপর হযরত আমেনা (রা.) বললেন, হ্যাঁ যদি ঘটনা এরূপই হয় তবে অবশ্যই আমি তোমাদের জন্য তাঁকে দেখার ব্যবস্থা করে দেব, তবে একটু অবকাশ দাও এবং ঘন্টাখানেক ধৈর্য্যধারণ কর, তাড়াহুড়া করো না। এরপরে একঘন্টা অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পরে হযরত আমেনা (রা.) তাদেরকে (আমর ও তার পরিবারকে) বললেন, তোমরা প্রবেশ কর। অতঃপর তারা সকলে ঘরে প্রবেশ করল,

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

যে ঘরে অবস্থান করছিলেন, সম্মানিত নবী ও মহিমান্বিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

فلما رأوا أنوار الحبيب ذهلوا وهللوا وكبروا ثم كشفوا عن وجهه الغطاء فاشرق نور ضيائه الي السماء وطلع عمود من نور وجهه الي السماء فصاحوا وشهقوا وكادوا أن يزهقوا ثم قبلوا أقدامه وانكبوا عليه وأسلموا علي يديه صلي الله عليه وسلم ما ترضي مرض علي صاحبيه وختنيه *

অতঃপর যখন তারা হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নূর দেখতে পেলেন, তখন নির্বাক হয়ে গেলেন এবং তারা হাল্লালা তথা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পাঠ করলেন এবং তাকবীর তথা আল্লাহু আকবার বললেন। অতঃপর তারা হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চেহারা মোবারক হতে পর্দা সরিয়ে ফেললেন, আর সাথে সাথে তাঁর নুরের আলোকরশ্মি উদ্ভাসিত হয়ে আসমানের দিকে যেতে লাগল এবং তাঁর নূরানী চেহারা থেকে শুরু করে আসমান বরাবর একটি নুরের খাম্বা পরিলক্ষিত হল। তাই তারা (আশ্চার্যান্বিত হয়ে) চিৎকার শুরু করে দিলেন এবং ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস করতে থাকলেন। আর ক্রমেই সে (নুরের আলো) অদৃশ্য হয়ে গেল।

অতঃপর তারা সকলেই হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কদম (পা) মোবারক চুম্বন করলেন এবং তাঁর প্রতি তারা ঝুঁকে পড়লেন। আর তারা হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করলেন। আর এ কারণে তারা এতই আনন্দিত হলেন যে, যেমনিভাবে একজন রোগী তার দুইজন সঙ্গী ও দুইজন জামাতার (সেবার) দ্বারা সন্তুষ্ট হয়ে থাকে।

ثم قالت لهم آمنة أسرعوا الخروج فإن جده عبد المطلب قلدني الأمانة أن أخفيه عن أعين الناس وأكتم شأنه *فخرجوا من عند الحبيب وفي قلوبهم نار ولهيب *ثم وضع عامر يده علي قلبه وقد غاب عن عقله ولبه ثم صاح وقال ردوني الي بيت امنة واسألوها أن تريني جماله ثانيا فرجعوا الي بيت آمنة فدخلوا فلما راه بادر اليه وانكب علي قدميه.

অতঃপর হযরত আমেনা (রা.) তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমরা তাড়াতাড়ি বের হও। কেননা তাঁর দাদা আব্দুল মুত্তালিব (বাল্য নাম শাইবাতুল হামদ) তাকে আমার কাছে আমানত অর্পন করে গিয়েছেন যে, আমি যেন থাকে লোক চক্ষুর অন্তরালে রাখি এবং তাঁর শান (মর্যাদা) গোপন রাখি।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অতঃপর তারা তাদের প্রিয়তম ব্যক্তির নিকট থেকে বেরিয়ে এলেন, কিন্তু তাদের অন্তর সমূহ (বিচ্ছেদ ব্যাথায়) প্রজ্জ্বলিত হতে লাগল ও হাঁপাতে থাকল।

অতঃপর আমের তার হাত কে নিজের অন্তর বরাবর রাখলেন, অথচ তার জ্ঞান বুদ্ধি সব বিলুপ্ত হয়ে গেল আর তিনি চিৎকার করে বলতে লাগলেন, আমাকে পুনরায় আমেনার বাড়িতে নিয়ে চল এবং দ্বিতীয়বার তাঁর (মুহাম্মদ সা.) সৌন্দর্য আমাকে দেখাবার জন্য আবেদন কর। তাই তারা (আমেরের পরিবার) তাকে নিয়ে পুনরায় হযরত আমেনা (রা.) এর গৃহে প্রবেশ করলেন। এরপরে আমের যখন হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখতে পেলেন, তখন দ্রুত তাঁর কাছে গিয়ে **তাঁর কদম (পা) মোবারকের উপর ঝুঁকে পড়লেন।**

ثُمَّ شَهِقَ عَامِرٌ شَهْقَةً وَمَاتَ مِنْ وَقْتِهِ فَعَجَّلَ اللهُ بِرُوْحِهِ اِلَي الْجَنَّةِ *فَوَاللهِ هٰذِهِ أَحْوَالُ الْمُحِبِّيْنَ وَالْعَاشِقِيْنَ *وَهٰذِهِ وَاللهِ صِفَاتُ الصَّادِقِيْنَ فَيَا أَيُّهَا اللَّبِيْبُ اِسْمَعْ صِفَاتِ هٰذَا الْحَبِيْبِ الَّذِيْ مَلَأَ الْكَوْنَ عِزًّا وَجَمَالًا وَأَضْحٰي نُوْرُهُ فِي الْاٰفَاقِ يَتَلَأْلَأُ.

অতঃপর আমের (আবেগের সাথে) প্রচন্ড ভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়া অবস্থায় ঐ খানেই ইন্তেকাল করলেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন)

এরপরে মহান আল্লাহ পাক তার আত্মাকে তাড়াতাড়ি জান্নাতে পৌঁছে দিলেন। আল্লাহর শপথ! এই হল (প্রকৃত) মুহিব্বিন ও আশেকীনদের অবস্থা। এই হল ছাদেকীনদের বৈশিষ্ট্য। হে প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি! এই প্রিয় ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যাবলী শ্রবণ কর, যিনি পৃথিবীকে সম্মান মর্যাদা ও সৌন্দর্য্য দ্বারা পরিপূর্ণ করেছেন। তাঁর নূর সমগ্র পৃথিবী বেষ্টন করে নিয়েছে।

صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا * حَتّٰى تَنَالُوْا جَنَّةً وَنَعِيْمًا

يَا رَاحَةَ الْأَرْوَاحِ طَابَتْ بِكُمْ أَفْرَاحِيْ * أَنْوَارُكُمْ لَوْلَاحَتْ تُغْنِيْ عَنِ الْمِصْبَاحِ

الْهَاشِمِيِّ التِّهَامِيِّ، مَبْعُوْثٌ لِلْأَنَامِ * صَلّٰى عَلَيْهِ مَدَامِيْ، تَلْقَ مِنْهُ الْفَلَاحِيْ

اَلسَّيِّدُ الْمُخْتَارُ خُلَاصَةُ الْأَخْيَارِ * بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ صَلِّ عَلَيْهِ يَا صَاحِيْ

مِنْ بَعْدِهِ الشَّفِيْقِيْ أَبِيْ بَكْرِ الصِّدِّيْقِيْ * مَنْ فَازَ بِالتَّصْدِيْقِيْ لِصَاحِبِ الْاِنْجَاحِيْ

اَلثَّانِي الْفَارُوْقُ، مُجْرِى الْحُقُوْقِ * قَدْ طَهَّرَ الطُّرُوْقَ، بَعْدَ السِّلَاحِيْ

ثَالِثُهُمْ ذُو النُّوْرَيْنِ عُثْمَانُ قُرَّةُ الْعَيْنِ * صِهْرُ التِّهَامِي الزَّيْنِ مَنْ فَاقَ عَلَى الْمِصْبَاحِيْ

وَالرَّابِعُ الْوَلِيُّ يُكَنّٰى بِالرِّضٰى * سَيِّدُنَا عَلِيٌّ، لِبَابِ خَيْبَرَ دَاحِيْ

أَشْبَالُهُ السِّبْطَيْنِ. اَلْحَسَنُ. ~~الحسن~~ وَالْحُسَيْنُ * وَالزَّهْرَةُ عَيْنُ الْعَيْنِ. كَرِيْمَةُ النَّصَاحِيْ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

والرابع الولي يكنى بالرضى* سيدنا علي، لباب خيار داحي

أشباله السبطن، الحسن والحسين* والزهرة عين العين كريمة لبنصاحى

وَالطَّلحة والزبير مَنْ وُصِفا بالخير * فبهم يزول الضير، وتكثر الأفراح

وَالسَّعد وَالسَّعيد، وابن عوف المجيد* لا سيما الرشيد، عبيدة الجراح

يَا رب بالآيات، بسيد السادات * ادخلنا في الجنات، يا من هو المناحي

يَا رب بالقران، بسيد الأكوان* أدخلنا في الجنان، يا من هو الفتاح

হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্ম পূর্ববর্তী ১২দিনের আশ্চর্যজনক ঘটনাবলী:

قَالَ الْوَاقِدِي رحمه الله لما كان أول ليلة من ربيع الأول *حصل لأمه منه السرور والهنا *وفي الليلة الثانية بشرت بنيل المنى *وفي الليلة الثالثة قيل لأمنة يا أمنة حان وقت من يقوم بحمدنا وبشكرنا *وفي الليلة الرابعة سمعت امنة تسبيح الملائكة معلنا *وفي الليلة الخامسة رأت امنة في منامها الخليل * وهو يقول ابشري بهذا النبي الجليل صاحب النور والبهاء والفضل والعز والثناء*

আখিরী রাসূল, সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামুল মুত্তাকীন, খাতামুন নাবিয়্যীন হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়ায় আগমন করেন ১২ রবিউল আউয়াল। তাঁর আবির্ভাবের এই মাসের বার দিনের ঘটনা ঐতিহাসিক ওয়াকিদী বর্ণনা করেন।

১. ওয়াকীদী বর্ণনা করেন, " রবিউল আউয়াল মাসের প্রথম রাত যখন সমাগত হল, তখন নবীজীর আম্মাজানের অন্তরে সুখ ও আনন্দানুভূতি হল।"

২. রবিউল আউয়ালের দ্বিতীয় রাতে তাঁকে বাসনা বাস্তবায়নের সু-সংবাদ প্রদান করা হল।"

৩. রবিউল আউয়াল মাসের তৃতীয় রাতে হযরত আমিনা (রা.) কে কেউ একজন জানালেন, " হে আমিনা (রা.) সময় নিকটবর্তী হয়েছে তাঁর আগমনের, যিনি সকলের প্রশংসায় ও কৃতজ্ঞতায় চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।"

৪. রবিউল আউয়ালের চতুর্থ রাতে হযরত আমিনা (রা.) উচ্চ কণ্ঠে ফেরেশতাদের তাসবীহ-তাহলীল শুনতে পেলেন।"

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৫. "পঞ্চম রাতে হযরত আমিনা (রা.) স্বপ্নে দেখলেন, হযরত ইব্রাহীম খলীল (আ.) বলছেন, "আমি আপনাকে সু-সংবাদ প্রদর্শন করছি। সেই মহিমান্বিত নবীর আগমণের যিনি নূরের অধিকারী। যিনি উজ্জ্বল, প্রভা, কল্যাণ, সম্মান ও প্রশংসার অধিকারী।"

وَفِي اللَّيْلَةِ السَّادِسَةِ ظَهَرَتِ الْأَنْوَارُ فِي الْأَقْطَارِ لِصَاحِبِ الْمَدْحِ وَالثَّنَاءِ

*وَفِي اللَّيْلَةِ السَّابِعَةِ حَجَّتِ الْمَلَائِكَةُ بَيْتَ آمِنَةَ فَمَا فَتَرَ عَنْهَا الْفَرَحُ وَلَا وَنَا

*وَفِي اللَّيْلَةِ الثَّامِنَةِ نَادَى لِسَانُ الْفَرَحِ وَالسُّرُورِ وَالْهَنَا وَقَالَ قَدْ قَرُبَ مِيلَادُهُ وَدَنَا *

৬. ষষ্ঠ রাতে চরম প্রশংসার অধিকারী তাঁর জন্য বিভিন্ন স্থান হতে নূর সমূহ প্রকাশ পেল।"

৭. "সপ্তম রাতে ফেরেশতাগণ হযরত আমিনা (রা.) এর গৃহে একত্রিত হতে লাগলেন। এতে তাঁর আনন্দের ধারা বইতে লাগল।

৮. "অষ্টম রাতে এক আনন্দবার্তা ঘোষিত হতে লাগল। তাঁর আগমনের সময় ঘনিয়ে এল।"

وَفِي اللَّيْلَةِ التَّاسِعَةِ نَادَى مُنَادِى اللُّطْفِ مِنْ سَاحَةِ الْعَطْفِ فَزَالَ عَنْهَا الْهَمُّ وَالْعَنَاءُ

*وَفِي اللَّيْلَةِ الْعَاشِرَةِ اسْتَبْشَرَ الْخَيْفُ وَمِنِيٌ *وَفِي اللَّيْلَةِ الْحَادِيَةِ عَشَرَ تَبَاشَرَ بِمِيلَادِهِ أَهْلُ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ *وَفِي اللَّيْلَةِ الثَّانِيَةِ عَشْرَةَ قَالَتْ آمِنَةُ وَكَانَتْ لَيْلَةً مُقْمِرَةً وَلَيْسَ فِيهَا ظَلَامٌ *

৯. "নবম রাতে এক মমতাময়ী কণ্ঠস্বর করুণা ও মমতার আওয়াজ ছিল। এতে তাঁর (আমিনা (রা.) সকল দুচিন্তা ও কষ্টক্লেশ দূর হয়ে গেল।"

১০. "দশম রাতে খাইফ ও মিনা আনন্দিত হল।"

১১. "একাদশ রাতে আসমান ও যমীন তাঁর আগমন বার্তার কথা এক অপরের সাথে আলোচনা করতে লাগল।"

১২. আর বারই রবিউল আউয়াল রাতের অবস্থা বর্ণনায় হযরত আমিনা (রা.) বলেন, এটা ছিল চন্দ্রের আলোয় আলোকিত রাত্র। কোন প্রকার অন্ধকার ছিলনা চারপাশে।

وَكَانَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ قَدْ أَخَذَ أَوْلَادَهُ وَانْطَلَقَ نَحْوَ الْحَرَمِ يُصْلِحُ مَا تَهَدَّمَ مِنْ جُدْرَانِهِ *وَلَمْ يَبْقَ عِنْدِي أَحَدٌ لَا أُنْثَى وَلَا ذَكَرٌ فَبَكَيْتُ عَلَى وَحْدَتِي وَقُلْتُ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

وَاوَحْدَتَاهُ *لا اِمْرَأَةٌ تعضدني ولا خِل يؤانسني ولا جارية تسندني قالت آمنة ثم نظرت الي ركن المنزل فاذا هو قد انشق وخرج منه اربع نسوة طوال كأنهن الأقمار وقد غشيتها الأنوار متأزرات بازر بيض *

সে সময় আব্দুল মুত্তালিব তাঁর সন্তানদের নিয়ে হারাম শরীফের দিকে গমন করেন। তিনি বাইতুল্লাহ শরীফের ভাঙ্গা দেয়াল মেরামত করতে যান। সে সময় আমার নিকট কোন নারী বা পুরুষ কেউ ছিলনা।

আমার নি:সঙ্গতার জন্য আমি (আমিনা) কাঁদছিলাম। হায়! কোন মহিলাই আমার সহোযোগিতায় নেই। আমার জন্য কোন একান্ত সাথীও নেই যিনি আমাকে সান্তনা দিবেন। কোন দাসীও নেই যে আমার মনোবল অটুট রাখবে। অত:পর হযরত আমিনা (রা.) বলেন, আমি তাকালাম বসত বাড়ীর এক কোনায়। সহসাই উহা উম্মোচিত হল এবং চারজন মহিলা বের হয়ে এলেন।"

" উক্ত চারজন মহীষী সু-উচ্চ ছিলেন যেন তাঁরা চন্দ্র। তাঁদের চারদিকে আলো আর আলো।

يفوح المسك من أرديتهن كأنهن من بنات عبد مناف فتقدمت الأولي منهن وقالت من مثلك يا آمنة وقد حملت بسيد البشر وفخر ربيعة ومضر ثم جلست عن يميني فقلت لها من أنت قالت أنا حواء أم البشر رضي الله عنها ثم تقدمت الثانية منهن وقالت من مثلك يا آمنة وقد حملت بالطهر الطاهر والعلم الزاهر البحر الزاخر النور الباهر والسر الظاهر. ثم جلست عن شمالي فقلت لها من أنت قالت أنا سارة امرأة الخليل رضي الله عنها

আবদে মানাফ বংশের সহিত সাদৃশ্য রাখেন তাঁরা। অত:পর তাঁদের প্রথম জন এগিয়ে এলেন এবং তিনি বললেন, হে আমিনা (রা.)! আপনার মত কে আছে? আপনি যে রবিয়া ও মুদার গোত্রের সাইয়্যিদকে গর্ভধারণ করেছেন। অত:পর তিনি তাঁর ডানদিকে বসলেন। তখন আমি (আমিনা (রা.) প্রশ্ন করলাম, আপনি কে? তিনি বললেন, আমি হাওয়া (আ.) মানব জাতির মাতা। অত:পর তাদের থেকে দ্বিতীয়জন এগিয়ে এলেন। তিনি বললেন, আপনার মত কে আছে? হে আমিনা (রা.)! আপনিতো গর্ভে ধারণ করেছেন পুত-পবিত্র জ্ঞান-ভান্ডারের রহস্যকে, রত্নরাজির সাগরকে, নূরের সাগরকে, নূরের ঝলককে, সু-স্পষ্ট তত্ত্বাজ্ঞানীকে। অত:পর তিনি বাম দিকে উপবেশন করলেন, আমি

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বললাম, আপনি কে? তিনি বললেন, আমি সারাহ (রা.) হযরত ইব্রাহীম খলীল (আ.) এর স্ত্রী।"

*ثُمَّ تَقَدَّمَتِ الثَّالِثَةُ مِنْهُنَّ وَقَالَتْ مَنْ مِثْلُكِ يَا آمِنَةُ وَقَدْ حَمَلْتِ بِالْحَبِيبِ الأَسْنَي صَاحِبِ الْمَدْحِ وَالثَّنَاءِ*ثُمَّ جَلَسَتْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي فَقُلْتُ لَهَا مَنْ أَنْتِ قَالَتْ أَنَا آسِيَةُ بِنْتِ مُزَاحِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ثُمَّ تَقَدَّمَتْ الرَّابِعَةُ مِنْهُنَّ وَهِيَ أَكْثَرُهُنَّ هَيْبَةً وَأَحْسَنُهُنَّ بَهْجَةً وَقَالَتْ مَنْ مِثْلُكِ يَا آمِنَةُ وَقَدْ حَمَلْتِ بِصَاحِبِ الْبَرَاهِينِ وَالْمُعْجِزَاتِ وَالآيَاتِ وَالدَّلاَلاَتِ سَيِّدِ أَهْلِ الأَرْضِ وَالسَّمٰوَاتِ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ تَعَالَي أَفْضَلُ الصَّلَوَاتِ وَأَكْمَلُ التَّسْلِيمَاتِ ثُمَّ جَلَسَتْ بَيْنَ يَدَيَّ وَقَالَتْ يَا آمِنَةُ أَلْقِي بِنَفْسِكِ عَلَيَّ وَمِيلِي بِكُلِّكِ إِلَيَّ فَقُلْتُ لَهَا مَنْ أَنْتِ ؟قَالَتْ أَنَا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا نَحْنُ دَايَاتُكِ وَقَوَابِلُ الْمُصْطَفَي صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ آمِنَةُ فَاسْتَأْنَسْتُ بِهِنَّ وَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَي الأَشْبَاحِ وَهُمْ يَدْخُلُونَ عَلَيَّ أَفْوَاجًا وَنَظَرْتُ إِلَي مَنْزِلِي فَإِذَا هُوَ قَدْ اِعْتَكَرَ عَلَيَّ بِأَصْوَاتٍ مُشْتَبِهَاتٍ وَلُغَاتٍ مُخْتَلِفَاتٍ الْغَالِبُ عَلَيْهَا السُّرْيَانِيَّةُ*

অত:পর তৃতীয়জন এগিয়ে এলেন এবং বললেন, ইয়া আমিনা (রা.)! আপনারতো কোন মেছালই হয়না। আপনি যে চির প্রত্যাশার হাবীবে খোদাকে গর্ভধারণ করেছেন, যিনি প্রশংসা ও গুণগানের লক্ষ্যস্থল।

অত:পর তিনি আমার পিঠের দিকে বসলেন, আমি বললাম, আপনি কে? তিনি বললেন, আমি আছিয়া বিনতে মুযাহিম (রা.) (ফিরআউনের স্ত্রী)।

এরপর চতুর্থজন এগিয়ে এলেন। তিনি অন্যদের তুলনায় বেশী উজ্জ্বলতার অধিকারী ছিলেন। তিনি বললেন, হে আমিনা (রা.)! আপনার কোন তুলনা হয়না। আপনি গর্ভে ধারণ করেছেন অকাট্য দলীলের অধিকারী ব্যক্তিত্বকে , যিনি মু'জিযা, আয়াত ও দালায়েলের অধিকারী, যিনি যমীন ও আসমান বাসীদের সর্দার। তাঁর উপর আল্লাহ পাকের সর্বোত্তম সালাত এবং পরিপূর্ণ সালাম। তারপর তিনি আমার সম্মুখে নিকটে বসলেন। আর আমাকে বললেন, হে আমিনা (রা.) আপনি আমার উপরে হেলান দিন। আমার উপরে পূর্ণ আস্থা রাখুন। আমি বললাম আপনি কে? তিনি বললেন, আমি ,মরিয়ম বিনতে ইমরান (রা.)। আমরা আপনার ধাত্রী এবং মোহাম্মদ (সা.) কে গ্রহণকারীনি।" "

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

রত আমিনা (রা.) বললেন, তাঁদের উপস্থিতি আমার শঙ্কাভাব দূর হলো। র আমি দেখতে লাগলাম, দীর্ঘবাহু বিশিষ্ট জনেরা আমার নিকট দলে দলে সছেন। আমি আমার গৃহের দিকে তাকালাম, এখানে নানান ভাষায় বৈচিত্রপূর্ণ বোধ্যকথা আমি শুনতে পেলাম। এসব কথা বার্তায় সুরইয়ানী ভাষায় থাগুলো বেশী মনে হচ্ছিল।

قَالَتْ اٰمِنَةُ ثُمَّ نَظَرْتُ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَاِذَا الشُّهُبُ يَتَطَايَرُوْنَ يَمِينًا وَشِمَالًا
اِنَّ اللهَ الْكَرِيمَ أَمَرَ الْأَمِينَ جِبْرَائِيلَ عَلَيهِ السَّلَامُ أَنْ يَا جِبْرَائِيلُ صُفَّ رَ
الْاَرْوَاحَ فِي أَقْدَاحِ الشَّرَابِ يَا رِضْوَانُ زَيِّنِ الْكَوَاعِبَ الْأَتْرَابَ وَافْتَحْ نَوَافِ
الْمِسْكِ الزَّكِيَّةِ لِظُهُوْرِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْبَرِيَّةِ *يَا جِبْرَائِيلُ أُنْشُرْ سَجَّادَاتِ الْقُرْ
وَالْوِصَالِ لِصَاحِبِ النُّوْرِ وَالرِّفْعَةِ وَالْاِتِّصَالِ يَا جِبْرَائِيلُ مُرْ مَالِكًا أَنْ يَغْلِ
أَبْوَابَ النِّيْرَانِ *يَا جِبْرَائِيلُ قُلْ لِرِضْوَانَ أَنْ يَفْتَحَ أَبْوَابَ الْجِنَانِ *

হযরত আমিনা (রা.) বলেন, আমি সে সময় লক্ষ্য করলাম, দলে দলে ফেরেশতাগণ আমার ডানে-বামে উড়ছেন। তখন আল্লাহ তায়ালা হযরত জিব্রাইল (আ.) কে আদেশ করলেন, রুহ সমুহকে পবিত্র শরাবের পাত্রের নিকট শ্রেণীবদ্ধ কর। হে রিদওয়ান! জান্নাতের নবোদভিন্না যুবতীগণকে নতুন সাজে সজ্জিত কর আর পবিত্র মেশকের সু-গন্ধি ছড়িয়ে দাও। সারা মাখলুকাতের যিনি মহান ব্যক্তিত্ব সেই মুহম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আবির্ভাব উপলক্ষ্যে।”

হে জিব্রাইল (আ.) বিছিয়ে দাও নৈকট্য ও মিলনের জায়নামায, সেই মহান ব্যক্তিত্বের জন্য, যিনি অধিকারী নূরের, উচ্চ মর্যাদার এবং মহা মিলনের। হে জিব্রাইল (আ.)! দোযখের জিম্মাদারদার ফিরিশতা মালেক কে আদেশ কর যেন সে দোযখের দরজসমূহ বন্ধ করে। হে জিব্রাইল (আ.)! জান্নাতের তত্ত্বাবধায়ক ফিরিশতা রিদওয়ান (আ.) বল, যেন সে জান্নাতের দরজা সমুহ উম্মুক্ত করে।

يَا جِبْرَائِيلُ أَلْبِسْ حُلَّةَ الرِّضْوَانِ *يَا جِبْرَائِيلُ اهْبِطْ اِلَي الْأَرْضِ بِالْمَلَائِكَ
الصَّافِّيْنَ وَالْمُقَرَّبِيْنَ وَالْكَرُوْبِيِّيْنَ وَالْحَافِّيْنَ *يَا جِبْرَائِيلُ نَادِ فِي السَّمٰوَات
وَالْأَرْضِ فِي طُوْلِهَا وَالْعَرْضِ قَدْ آنَ أَوَانُ اِجْتِمَاعِ الْمُحِبِّ وَالْمَحْبُوْبِ
وَالطَّالِبِ بِالْمَطْلُوْبِ *فَامْتَثَلَ الْأَمِيْنُ جِبْرَائِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا أَمَرَهُ الرَّبُّ
الْجَلِيْلُ جَلَّ جَلَالُهُ وَأَوْقَفَ الْمَلَائِكَةَ عَلٰى جِبَالِ مَكَّةَ وَأَحْدَقُوْا بِالْحَرَ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

وَأَجْنِحَتهِمْ كَأَنَّهَا سَحَابَة بَيْضَاءُ كَافُورِيَّةٌ *فَتَرَنَّمَتِ الأَطْيَارُ وَحَنَّتِ الْوُحُوشُ مِنَ الْقِفَارِ *كُلُّ ذَالِكَ بِأَمْرِ الْمَلِكِ الْجَلِيْلِ الْجَبَّارِ *

হে জিব্রাইল (আ.)! রিদওয়ানের পোশাক (অনুরূপ পোশাক) পরিধাণ কর। হে জিব্রাইল (আ.) যমীনের বুকে গমন কর সু-সজ্জিত, কাছের ও দুরের সকল ফিরিশতা সহকারে। হে জিব্রাইল (আ.)! আসমান-যমীনের চার পাশে ঘোষণা দাও সময় ঘনিয়ে এসেছে। মুহিব ও মাহবুবের মিলনের, তালিব ও মাতলুবের সাক্ষাতের অর্থাৎ আল্লাহ পাকের সহিত তাঁর হাবীবে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যে মি'রাজ হবে তার সময় নিকটবর্তী হল তাঁর আবির্ভাবের মাধ্যমে।"

"অত:পর হযরত জিব্রাইল (আ.) হুকুম বর্ণনা করলেন, যেমনটি আল্লাহ জাল্লাজালালুহু আদেশ করলেন। এক জামাত ফেরেশতাকে মক্কার পাহাড়ে দায়িত্ব দিলেন। তাঁরা হারাম শরীফের দিকে নজর রাখলেন। তাদের পাখাসমূহ যেন সুগন্ধিযুক্ত সাদা মেঘের টুকরা। তখন পাখীসমূহ তাসবীহ্ করতে লাগল। এসব কিছুই সেই মহান মালিক জাব্বার আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন এর আদেশ মোতাবেক হল।"

قَالَتْ آمِنَةُ فَكَشَفَ اللهُ عَنْ بَصَرِي فَرَأَيْتُ قُصُوْرَ بَصْرَي مِنْ أَرْضِ الشَّامِ وَرَأَيتُ ثَلَاثَةَ أَعْلَامٍ مَنْصُوبَاتٍ عَلَمًا بِالْمَشْرِقِ وَعَلَمًا بِالْمَغْرِبِ وَعَلَمًا عَلَي سَطْحِ الْكَعْبَةِ *

হযরত আমিনা (রা.) বলেন, অত:পর আল্লাহ পাক আমার চোখের পর্দা অপসারিত করলেন। আমি দেখতে পেলাম শাম দেশের বসরা নগরীর প্রাসাদ সমূহ। আর আমি দেখলাম তিনটি পতাকা। একটি পতাকা পূর্ব প্রান্তে, আরেকটি পতাকা পশ্চিম প্রান্তে এবং তৃতীয়টি কা'বা শরীফের ছাদে।

قَالَتْ آمِنَةُ فَبَيْنَمَا أَنَا كَذَالِكَ وَاِذَا أَنَا بِطَائِفَةٍ مِنَ الطُّيُورِ مَنَاقِيرُهُمْ حُمْرٌ كَالذَّهَبِ الأَحْمَرِ وَأَجْنِحَتهُمْ كَالْجَوْهَرِ الأَبْهَرِ فَنَثَرُوْا فِي حُجْرَتِي لُؤْلُؤاً وَمَرْجَانًا ثُمَّ وَقَفَتِ الطُّيُورُ يُسَبِّحُوْنَ اللهَ تَعَالَي حَوْلِي وَاَنَا أُطْلَقُ سَاعَةً بَعْدَ سَاعَةٍ وَالْمَلَائِكَةُ تَتَنَزَّلُ عَلَيَّ أَفْوَاجًا أَفْوَاجًا وَبِأَيْدِيهِمْ مَبَاخِرُ مِنْ ذَهَبٍ أَحْمَرَ وَفِضَّةٍ بَيْضَاءَ وَأَطْلَقُوا النَّدَّ وَالْعُودَ وَالْعَنْبَرَ وَالْبَخُوْرَ وَرَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالصَّلَاةِ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

وَالسَّلَامُ عَلَي الرَّسُوْلِ الْمُكَرَّمِ وَالْحَبِيْبِ الْمُفَخَّمِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّفَ وَعَظَّمَ.

"হযরত আমিনা (রা.) বলেন, আমি যখন এ অবস্থায় উপনীত তখন আমি দেখলাম, আমি পাখিদের একটি দলে যে পাখিদের চক্ষুগুলো স্বর্ণাভ, ডানাগুলো বৈচিত্রময় রং বে রংয়ে ফুলের মত। সেগুলো আমার কক্ষে প্রবেশ করল। মণিমুক্তার মত। এরপর উক্ত পাখিগুলো আলাহ পাক এর ছানা-ছিফাত করতে লাগল আমার চারপাশে। আমি উত্থিলিত রইলাম এ অবস্থায় ঘন্টার পর ঘন্টা। আর ফিরিশতাগণ আমার নিকট দলে দলে আসতে লাগলেন। আর তারা সু-গন্ধি ধুম্র ছড়াচ্ছিলেন। সেই সাথে তারা উচ্চ কণ্ঠে সম্মানিত রাসূলের প্রতি মর্যাদাবান হাবীবের প্রতি সালাত-সালাম পাঠ করছিল। তাদের কণ্ঠে মহানুভবতার ভাব স্পষ্ট ছিল।"

قَالَتْ آمِنَةَ وَانْتَشَرَ الْقَمَرُ فَوْقَ رَأْسِي كَالْخِيمَةِ وَاصْطَفَّتِ النُّجُوْمُ عَلَي رَأْسِي كَالْقَنَادِيلِ الْبَهِيَّةِ وَإِذَا أَنَا بِشَرْبَةٍ بَيْضَاءَ كَافُورِيَّةٍ أَشَدَّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ وَأَحْلَي مِنَ السُّكَّرِ وَالْعَسَلِ وَأَبْرَدُ مِنَ الثَّلْجِ وَكَانَ قَدْ لَحِقَنِي عَطَشٌ شَدِيدٌ فَتَنَاوَلْتُهَا وَشَرِبْتُهَا فَلَمْ أَجِدْ شَيْئًا أَلَذَّ مِنْهَا وَأَضَاءَ عَلَيَّ نُورٌ عَظِيمٌ ثُمَّ نَظَرْتُ وَإِذَا أَنَا بَطَيْرٍ أَبْيَضَ قَدْ دَخَلَ عَلَيَّ فِي حِجْرَتِي ثُمَّ مَرَّ بِجَنَاحَيهِ عَلَي فُؤَادِي.

হযরত আমিনা (রা.) বলেন, চন্দ্র আমার মাথার নিকট চলে এল তাবু মাথার উপর থাকার মত। আর তারকারাজি আমার মাথার উপর সুদৃশ্য মোমবাতির ন্যায়। সে অবস্থায় আমার নিকট ছিল দুধের ন্যায় শুভ্র সু-গন্ধিময় পানীয়। যা ছিল চিনি ও মধুর চেয়ে মিষ্ট এবং বরফের চেয়ে বেশী ঠান্ডা। তখন আমার খুব পিপাসা লেগেছিল। আমি উহা গ্রহণ করলাম। এর চেয়ে অধিক কোন সুপেয় আগে পান করি নি। এ থেকে আমাতে প্রকাশ পেল মহিমান্বিত নূরের ছটা। আমি লক্ষ্য করলাম এক সাদা পাখি আমার কক্ষে প্রবেশ করছে। যা আপন ডানা মেলে আমার কক্ষ অতিক্রম করে চলছে।"

اَلصَّلَاةُ عَلَيْكَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ * مِنْ بَابِ السَّلَامِ
اَلصَّلَاةُ عَلَيْكَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ * فِي جُنْحِ الظَّلَامِ
اَلصَّلَاةُ عَلَيْكَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ * يَا مُظَلَّلْ بِالْغَمَامِ
اَلصَّلَاةُ عَلَيْكَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ * يَا نَسْلَ الْكِرَامِ
اَلصَّلَاةُ عَلَيْكَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ * يَا نَسْلَ الذَّبِيحِي

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

اَلصَّلَاةُ عَلَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكَ * ذَا الدِّينِ الصَّحِيحِي
اَلصَّلَاةُ عَلَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكَ * ذَا الْعِلْمِ الرَّجِيحِي
اَلصَّلَاةُ عَلَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكَ * ذَا النُّطْقِ الْفَصِيحِي
اَلصَّلَاةُ عَلَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكَ * ذُو الْوَجْهِ الصَّبِيحِي
اَلصَّلَاةُ عَلَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكَ * طٰهٰ يَا مُؤَيَّدْ
اَلصَّلَاةُ عَلَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكَ * طٰهٰ يَا مُمَجَّدْ
اَلصَّلَاةُ عَلَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكَ * يَا مَهْدِي وَهَادِي
اَلصَّلَاةُ عَلَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكَ * أَحْمَدْ يَا مُحَمَّدْ
اَلصَّلَاةُ عَلَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكَ * يَا زَيْنَ الْبِلَادِ
اَلصَّلَاةُ عَلَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكَ * يَا زَيْنَ الْقِيَامَةِ
اَلصَّلَاةُ عَلَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكَ * يَا نُورَ الْعِبَادِ
اَلصَّلَاةُ عَلَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكَ * مَظْهَرَ الرَّشَادِ
اَلصَّلَاةُ عَلَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكَ * يَا نَسْلَ الْخَلِيلِ
اَلصَّلَاةُ عَلَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكَ * مِنْ بَابِ السَّلَامِ

আন নি'মাতুল কুবরা আলল আলাম" মূল গ্রন্থটি প্রকাশ করেছে
তুর্কীস্থানের মাকতাবায়ে হাকীকা-নিম্নে ঠিকানা প্রদত্ত হল:

Hakikat Kitabevi
Darussefeka Cad. 53 P.K.: 35 34083
Tel: 90.212.523 4556- 532 5843
Fax: 90.212.523 3693
http://www. hakikatkitabevi.com
e-mail: info@hakikatkitabevi.com
Fatih-ISTANBUL/TURKEY

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আমাদের প্রকাশিত মুল্যবান দুটি গ্রন্থ হল।

বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সৃষ্টি তত্ত্ব

গ্রন্থের আলোচ্য সুচিঃ-

বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নূরের সৃষ্টি সর্ম্পকে দেড়শতাধিক দলিল।

১. সৃষ্টির সূচনা
২. আল কুরআন ও তাফসীর
৩. হাদীসি দালায়েল
৪. বংশ গত পবিত্রতা
৫. ইমামে আহলে সুন্নাতের বক্তব্য
৬. ছায়াহীন অবস্থা
৭. মাটির অবস্থা
৮. শেষ কথা

বিজ্ঞান অধ্যায়

৯. সৃষ্টি তত্ত্ব
১০. মহা বিশ্ব সৃষ্টি
১১. পানি সৃষ্টি
১২. আগুন সৃষ্টি
১৩. পৃথিবী সৃষ্টি
১৪. প্রাণ সৃষ্টি
১৫. মহা বিশ্বের বয়স
১৬. ডারউইন তত্ত্ব
১৭. আদম সৃষ্টি
১৮. মাটির মৌলিক উপাদান
১৯. মানব শরীরের মৌলিক উপাদান
২০. মাটি কাকে বলে
২১. জ্বিন কি
২২. জ্বিন সৃষ্টি
২৩. ভ্রন সৃষ্টি
২৪. মানুষ সৃষ্টি
২৫. মুসা (আঃ) সঙ্গাহীন ও তুর পাহাড় জ্বলা
২৬. ইব্রাহীম (আঃ) অগ্নিকুন্ড
২৭. হুযূর (সাঃ) সৃষ্টি তত্ত্ব
২৮. নূরের স্বভাব
২৯. মাটির স্বভাব
৩০. পদার্থ সংযোজন ও বিয়োজনে কিরূপ ঘটে
৩১. পানির উপাদান
৩২. হুযূর (সাঃ) নূর হওয়ার প্রাকৃতিক ও বাস্তব পমাণ
৩৩. সুর্য সৃষ্টি
৩৪. সূর্য নিষ্ক্রিয় হওয়া
৩৫. ছায়া পতিত না হওয়ার বিশ্লেষণ
৩৬. মেরাজ
৩৭. এক রাত্রিতে সপ্তম আকাশ ভ্রমনের বাস্তবিকতা
৩৮. পরিশিষ্ট
৩৯. চুল মুবারকের রাসায়নিক পরিক্ষা
৪০. দুইজন সাহাবীর দেহ স্থানান্তর
৪১. হুযূর পাক (সাঃ) এর দেহ মোবারক চুরির চক্রান্ত

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হানাফী মাযহাবের আলোকে নামায শিক্ষা

কিতাবুস সালাত

নামাযের সুক্ষ সুক্ষ মাছায়েলের বর্ণনা

সূচী পত্র

১. নামাযের বিবরণ-

২. নামাযের ফযীলত ও মর্যাদা

৩. নির্দিষ্ট সময় নামাজ পড়া

৪. নামাযের আহকাম

**নামাযের আরকানের বর্ণনা

তাকবীরে তাহরীমা-

৫. তাকবীরে তাহরীমার মধ্যে ফরজ কাজ কয়টি?

৬. তাকবীরে তাহরীমার পূর্বে ওয়াজিব কয়টি?

৭. তাকবীরে তাহরীমার মধ্যে সুন্নত কাজ কয়টি?

৮. তাকবীরে তাহরীমার সময় নামাজ না হওয়ার কারণ কয়টি?

কিয়াম

৯. কিয়ামের মধ্যে ফরজ কাজ কয়টি?

১০. কিয়ামের মধ্যে ওয়াজীব কাজ কয়টি?

১১. কিয়ামের মধ্যে সুন্নত কাজ কয়টি?

১২. কিয়ামের মধ্যে নামাজ ভঙ্গের কারণ কয়টি? -

১৩. নামাযে আমলে কাসীর ও তার হুকুম

১৪. কিয়াম অবস্থায় নামাজ ভঙ্গ না হওয়ার কারণ কয়টি?

১৫. কিয়াম অবস্থায় নামাজে মকরুহ হওয়ার কারণ কয়টি?

রুকু

১৬. রুকুর মধ্যে ফরজ কয়টি?-

১৭. রুকুর মধ্যে সুন্নত কয়টি?-

১৮. রুকু অবস্থায় নামাজ ভঙ্গের কারণ কয়টি?-

১৯. রুকু অবস্থায় নামাজ মাকরুহ হওয়ার কারণ কয়টি?

কউমা

২০. কউমার মধ্যে ওয়াজীব কয়টি?

২১. কউমার মধ্যে সুন্নত কাজ টি?

২২. কউমার মধ্যে মকরূহ কাজ কয়টি?

সিজদা

২৩. সিজদার মধ্যে ফরজ কয়টি? -

২৪. সিজদার মধ্যে ওয়াজীব কয়টি?-

২৫. সিজদার মধ্যে সুন্নত কয়টি?----

২৬. সিজদা শুদ্ধ না হওয়া ও ভঙ্গের কারণ কয়টি?

২৭. সিজদার মধ্যে মকরুহ কয়টি?--

জলসা

২৮. জলসার মধ্যে ওয়াজিব কয়টি?--

২৯. জলসার মধ্যে সুন্নত কয়টি? --

৩০. জলসার মধ্যে মকরুহ কয়টি?

প্রথম ও শেষ বৈঠক

৩১. প্রথম শেষ বৈঠকের মধ্যে ফরজ কাজ কয়টি?

৩২. বৈঠকের মধ্যে ওয়াজীব কয়টি?

৩৩. বৈঠকে সুন্নত কাজ কয়টি?

৩৪. বৈঠকে মকরুহ কাজ কয়টি?

বৈঠকের মধ্যে সাহু সিজদার কারণ কয়টি?--

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com